পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন ঘটনার সঠিক ও বস্তুনিষ্ঠ
খবর জানার জন্য ক্লিক করুন:
www.chtnews.blogspot.com
www.chtnewsbangla.blogspot.com

নিপীড়িত জনতার মুখপত্র

জাতীয় ডাক

৪র্থ বর্ষ ॥ ২য় সংখ্যা ॥ ৬ এপ্রিল ২০১৩ ॥ পৃষ্ঠা সংখ্যা ১২ ॥ শুভেচ্ছা মূল্য: ১০ টাকা
মোট ইস্যু: ১৫ email: jatiodak@gmail.com

খাগড়াছড়িতে পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের জন্য ম্যারাথন অনুষ্ঠিত

পূর্ণস্বায়ত্তশাসন দাবি দিবস উপলক্ষে গত ১০ মার্চ রবিবার ইউপিডিএফ'র উদ্যোগে খাগড়াছড়িতে "পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের জন্য ম্যারাথন ২০১৩" অনুষ্ঠিত হয়েছে। পানছড়ি উপজেলার কলেজ গেট থেকে খাগড়াছড়ির স্বনির্ভর পর্যন্ত ২৩ কিলোমিটার রাস্তায় এ ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। বিলে ভিত্তিক এ ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতায় ৮০টি গ্রুপের ২৪০ জন অংশগ্রহণ করে।

সকাল সাড়ে ৮টায় পানছড়ি কলেজ মাঠে শহীদ পরিবারের সদস্যবৃন্দ কবুতর উড়িয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা উদ্বোধন করেন। এ সময় ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ)-এর কেন্দ্রীয় নেতা সচিব চাকমা বক্তব্য রাখেন।

উদ্বোধনের পরপরই সকাল ৯টায় ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতা শুরু হয়। দৌড় চলাকালীন বিভিন্ন স্থানে রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে শত শত জনতা করতালি দিয়ে প্রতিযোগীদের উৎসাহ যোগায়।

সকাল ১০টা ৩৮ মিনিটে ম্যারাথনের মূল গন্তব্য স্বনির্ভরে পৌঁছে ১ম স্থান অধিকার করেন রিতেশ ত্রিপুরা ও তার দল, ১০টা ৩৯ মিনিটে ২য় স্থান অধিকার করেন জীবন কুমার চাকমা ও তার দল এবং ১০টা ৪৩মিনিটে ৩য় স্থান অধিকার করেন রিপেন চাকমা ও তার দল।

প্রতিযোগীতা শেষে স্বনির্ভর মাঠে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)-এর খাগড়াছড়ি জেলা ইউনিটের প্রধান সমন্বয়ক প্রদীপন খীসা।

বিজয়ীদের প্রথম পুরস্কার দেয়া হয় স্বর্ণ পদক ও ত্রিশ হাজার টাকা, দ্বিতীয় পুরস্কার রৌপ্য পদক ও ১৮ হাজার টাকা এবং তৃতীয় পুরস্কার ব্রোঞ্জ পদক ও ১২ হাজার টাকা। এছাড়া ৪৮ জনকে সান্ত্বনা পুরস্কার হিসেবে সাধারণ মেডেল দেয়া হয়। ইউপিডিএফ-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক রবিশংকর চাকমা বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে রবি শংকর চাকমা বলেন, 'ম্যারাথনে যেভাবে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে বিজয় ছিনিয়ে আনতে হয়েছে, পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের অধিকার পূর্ণস্বায়ত্তশাসনও সেভাবে লড়াই সংগ্রামের মাধ্যমে অর্জন করতে হবে। ১৯৪৭ সালের ভারত-ভাগের সময় থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে আন্দোলনের ম্যারাথন শুরু হয়। স্নেহ কুমার-ঘনশ্যাম দেওয়ানরা শুরু করলেও আন্দোলন শেষ করতে পারেননি। তাদের পর জেএসএস নেতৃত্বের ভার নিজের কাঁধে তুলে নেয়। কিন্তু তারাও আন্দোলনের কিছু পথ পাড়ি দিয়ে চুক্তির পর থেমে যায়। ফলে এখন অধিকার আদায়ের সংগ্রাম নতুন প্রজন্মের কাঁধে এসে পড়েছে। আর এই নতুন প্রজন্মের পার্টিই হলো ইউপিডিএফ।'

২য় পাতায় দেখুন

লংগদুতে সন্ত্র গ্রুপের ব্রাশফায়ারে জেএসএস(এমএন লারমা)-এর চার নেতা-কর্মী নিহত

রাঙামাটি জেলার লংগদু উপজেলার মধ্যছড়া নামক স্থানে গত ১২ মার্চ মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ১০টায় সন্তু গ্রুপের ব্রাশফায়ারে জেএসএস(এমএন লারমা) নেতা সুদীর্ঘ চাকমাসহ চারজন নিহত ও একজন আহত হয়েছেন।

নিহত সুদীর্ঘ চাকমা

জানা যায়, ঘটনার দু'দিন আগে সুদীর্ঘ চাকমা কয়েকজন সঙ্গীকে সাথে নিয়ে লংগদুতে সাংগঠনিক কাজে গিয়েছিলেন। ঘটনার দিন লক্ষ্ম পাড়া থেকে করল্যাছড়িতে যাচ্ছিলেন স্থানীয় লোকজনের সাথে মিটিং করতে। যাবার পথে মধ্য ছড়া নামক স্থানে পৌঁছলে বিমল কৃষ্ণ চাকমা ওরফে রিপিউ(৪০) ও দর্শন চাকমার নেতৃত্বে আগে থেকে ওঁৎ পেতে থাকা সন্তু গ্রুপের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা তাদের উপর অতর্কিতে উপর্যুপরি ব্রাশ ফায়ার করে। এতে ঘটনাস্থলেই জেএসএস(এমএন লারমা)-এর রাঙামাটি জেলা শাখার তথ্য ও প্রচার সম্পাদক সুদীর্ঘ চাকমা (৪০) পিতা-প্রভাত কিশোর চাকমা, জীবন চাকমা (৩৫) পিতা-সুরেন্দ্র চাকমা, শুভেন্দু চাকমা ও সুখেন চাকমা নিহত হন। এ হামলায় জেএসএস সদস্য আলো চাকমা আহত হন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে প্রথমে তিন জনের লাশ উদ্ধার করে।

২য় পাতায় দেখুন

ঢাকায় জাতিসত্তা মুক্তি সংগ্রাম পরিষদের আলোচনা সভায় বক্তারা

সরকার সংখ্যালঘু জাতিসত্তা জনগণের উপর বাঙালি জাতীয়তাবাদ চাপিয়ে দিয়েছে

ঢাকায় জাতিসত্তা মুক্তি সংগ্রাম পরিষদের আলোচনা সভায় বক্তারা বলেছেন, সরকার সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী আইন পাশের মধ্য দিয়ে সংখ্যালঘু জাতিসত্তা জনগণের উপর বাঙালি জাতীয়তাবাদ চাপিয়ে দিয়েছে, রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম বহাল রেখেছে, যা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পরিপন্থি। ফলে রামুসহ দেশের অন্যান্য স্থানে শান্তিতে বসবাসকারী বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীসহ অন্যান্য জাতিগত ও ভাষাগত সংখ্যালঘু জাতিসত্তার উপর ধর্ম রক্ষার নামে অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে হামলা চালানো হচ্ছে।

"দেশের সকল আদিবাসী এবং সংখ্যালঘু জাতি ও ভাষাভাষীর সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবিসহ ১৮ দফা দাবিতে" গত ২৫শে মার্চ সোমবার সকাল ১০.২০টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের কনফারেন্স লাউঞ্জে অনুষ্ঠিত এক উন্মুক্ত আলোচনা সভায় বক্তারা এ কথা বলেন।

সভায় জাতিসত্তা মুক্তি সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি এস পি আলবার্ট সরেন-এর সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল সভাপতি বদরুদ্দীন উমর, জাতিসত্তা মুক্তি সংগ্রাম পরিষদের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য ও সিলেট অঞ্চলের সাংগঠনিক সম্পাদক পরিমল সিং বাড়াইক, জাতীয় পরিষদের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ফয়জুল হাকিম, জাতীয় গণফ্রন্টের সমন্বয়ক টিপু বিশ্বাস, প্রবন্ধিক ও সমুদ্র আইন বিশেষজ্ঞ নূর মোহাম্মদ ও বাংলাদেশ লেখক শিবিরের সম্পাদক হাসিবুর রহমান ও জাতিসত্তা মুক্তি সংগ্রাম পরিষদের উত্তর বঙ্গের সাংগঠনিক সম্পাদক ও উর্দুভাষী প্রতিনিধি আশরাফুল হক বাবু। সভা পরিচালনা করেন জাতিসত্তা মুক্তি সংগ্রাম পরিষদের সাধারণ সম্পাদক উজ্জ্বল স্মৃতি চাকমা।

আলোচনা সভায় জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের সভাপতি বদরুদ্দীন উমর বলেন, দেশের সংখ্যালঘু জাতির অস্তিত্ব শুধুমাত্র চলমান সময়েই নয়, সেই ১৯৫০ সাল থেকে অস্বীকার করে আসছে। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫০ সালে পর্যন্ত পাকিস্তানি শাসক-শোষকদের বিরুদ্ধে শুধুমাত্র বাঙালিরা আন্দোলন করেননি, এদেশের সাঁওতালসহ বিভিন্ন জাতিসত্তার জনগণও করেছে। এযাবৎ জাতিসত্তার জনগণ সমগ্র দেশে স্বতন্ত্রভাবে আন্দোলন না করতে পারলেও ১৯৭২ সালের পর পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতিসত্তার জনগণ অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে। এখন একই শ্রেণীগত অবস্থানের উপরে দাঁড়িয়ে বাঙালিকে

২য় পাতায় দেখুন

গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের ১১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

খাগড়াছড়িতে আলোচনা সভা, চট্টগ্রামে র‍্যালি ও সমাবেশ

পার্বত্য চট্টগ্রামের যুব সমাজের অগ্রগামী সংগঠন গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম প্রতিষ্ঠার ১১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীতে খাগড়াছড়ি আলোচনা সভা ও চট্টগ্রামে র‍্যালি ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

"জাতীয় অস্তিত্ব হুমকির মুখে যুব সমাজ হাত গুটিয়ে বসে থাকতে পারেনা, জাতিসত্তার স্বীকৃতি, অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে সামিল হোন" এই শ্লোগানকে ধারণ করে গত ৫এপ্রিল শুক্রবার বেলা ১টায় স্বনির্ভরস্থ টিকাদার সমিতি ভবনে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সভাপতি নতুন কুমার চাকমা।

আলোচনা সভায় অন্যান্যের মধ্যে আরো বক্তব্য রাখেন ইউপিডিএফ-এর খাগড়াছড়ি জেলা ইউনিটের সমন্বয়ক প্রদীপন খীসা, নির্বাচিত যুব জনপ্রতিনিধি সংসদের সভাপতি ও পানছড়ি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান সর্বোত্তম চাকমা, পিসিপি'র সাবেক সভাপতি ও ইউপিডিএফ খাগড়াছড়ি ইউনিট সদস্য অংগ্য মারমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সভাপতি কণিকা দেওয়ান, সাজেক ভূমি রক্ষা কমিটির সভাপতি জ্ঞানেন্দু চাকমা, সাজেক নারী সমাজের সভানেত্রী নিরূপা চাকমা ও পিসিপি'র কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আক্রোশ মারমা। স্বাগত বক্তব্য রাখেন যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সদস্য জিকো ত্রিপুরা। সভা পরিচালনা করেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মাইকেল চাকমা।

আলোচনা সভায় নির্বাচিত যুব জনপ্রতিনিধি সংসদের সভাপতি ও পানছড়ি উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান সর্বোত্তম চাকমা বলেন, যুব সমাজ রাজনৈতিকভাবে সংগঠিত হলে আমাদের অস্তিত্ব রক্ষা করা সম্ভব। তিনি বলেন, জাতিসত্তা জনগণের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে নির্বাচিত

২য় পাতায় দেখুন

সকলকে বৈসাবি ও নববর্ষের শুভেচ্ছা

পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের ঐতিহ্যবাহী উৎসব বৈসাবি(বৈসু-সাংগ্রাই-বিঝু) সমুপস্থিত। ভ্রাতৃঘাতি সংঘাতে জর্জরিত জুম্ম জনগণের মাঝে বৈসাবি নিয়ে আসুক ঐক্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ জাগানী বার্তা। বৈসাবি হয়ে উঠুক ঐক্য ও সংহতির প্রতীক।

জাতীয় ডাক'র পক্ষ থেকে সকলের প্রতি রইল বৈসাবি ও নববর্ষের প্রাণঢালা শুভেচ্ছা। বাংলা নববর্ষ ১৪২০ সাল সবার জন্য সুখ, শান্তি ও মঙ্গল বয়ে আনুক এই কামনায়।

-সম্পাদক

৪র্থ বর্ষ ॥ ২য় সংখ্যা ॥ ৬ এপ্রিল ২০১৩ ॥

জাতীয় ডাক

লংগদুতে সন্তু গ্রুপের ব্রাশফায়ারে

১ম পাতার পর

পরে গ্রামের পানি থেকে আরও একজনের লাশ উদ্ধার করা হয়।

ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ)-এর রাঙামাটি জেলা ইউনিটের সংগঠক সচল চাকমা এক বিবৃতিতে এ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

তিনি অবিলম্বে হত্যাকারী সন্তু গ্রুপের সন্ত্রাসীদের গ্রেফতারপূর্বক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

অপরদিকে, পার্বত্য চট্টগ্রামের সাত সংগঠন গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম এর সভাপতি নতুন কুমার চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সভাপতি সুমেন চাকমা ও সাধারণ সম্পাদক থুইকা চিং, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সহ-সভানেত্রী নিরুপা চাকমা, সাজেক ভূমি রক্ষা কমিটির সভাপতি জ্ঞানেন্দু চাকমা, সাজেক নারী সমাজের সভানেত্রী নিরূপা চাকমা, খিলাছড়ি নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির আহ্বায়ক সুমতি চাকমা ও প্রতিরোধ সাংস্কৃতিক স্কোয়াড সদস্য সচিব আনন্দ প্রকাশ চাকমা এক যৌথ বিবৃতিতে এ হামলাকে অত্যন্ত কাপুরুষোচিত ও জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ বাধাগ্রস্ত করার সুদূরপ্রসারি ষড়যন্ত্র বলে মন্তব্য করেছেন এবং সন্তু লারমাকে পার্বত্য চট্টগ্রামের মানবতাবিরোধী যুদ্ধাপরাধী রাজাকারের সাথেও তুলনা করেছেন।

বিবৃতিতে সাত সংগঠনের নেতৃবৃন্দ আরও বলেন, "আশি দশকের প্রথমার্ধে জনসংহতি সমিতিতে ভাঙন, '৮২ সালে এমএন লারমার মৃত্যু সহ বহু ঘটনার পেছনে ছিল শাসকগোষ্ঠীর সুদূরপ্রসারি নীল নক্সা। তৎকালীন সেনা শাসক জেনারেল জিয়াউর রহমান ও চট্টগ্রামের তৎকালীন জিওসি মেজর জেনারেল মঞ্জুর পরিকল্পনা মাফিক গোপন বোঝাপড়ার ভিত্তিতে সন্তু লারমাকে মুক্তি দিয়েছিলেন। পরিণতিতে পার্বত্য চট্টগ্রামে জনগণের ভাগ্যে নেমে এসেছিল চরম দুর্ভোগ। পার্বত্যচুক্তির পরে দ্বিতীয় বারের মত জনসংহতি সমিতির ভাঙন ও চলমান রক্তক্ষয়ী ভ্রাতৃঘাতের পেছনেও শাসকগোষ্ঠীর এজেন্ট হিসেবে সন্তু লারমার প্রতি পাহাড়ি জনগণের সন্দেহ দিন দিনই ঘনীভূত ও প্রমাণিত হচ্ছে। আজকের লংগদুতে কাপুরুষোচিত হামলায় পার্বত্যবাসী তথা গোটা দেশের জনগণের নিকট পার্বত্য চট্টগ্রামে ভ্রাতৃঘাতি সংঘাতের হোতা তথা পাহাড়ি রাজাকার-আল বদরের মুখোশ আবারও উন্মোচিত হল।"

এ ঘটনার প্রতিবাদে বাঘাইছড়ি, দিঘীনালা ও খাগড়াছড়িতে তাৎক্ষণিকভাবে জেএসএস (এমএন লারমা) বিক্ষোভ মিছিল করেছে।

রাশি চাকমার জন্য মানবতার হাত বাড়িয়ে দিন

এই ছোট্ট মেয়েটির নাম রাশি চাকমা(৫)। বাড়ী রাংগামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলার প্রত্যন্ত ও সীমান্তবর্তী সাজেক ইউনিয়নে বাবা একজন গরীব জুম চাষী কৃষক। গত ৩মার্চ ২০১৩, নিজ বাড়িতে অগ্নিদগ্ধ হয় রাশি। এতে তার শরীরের ৪৫ শতাংশই পুড়ে যায়।

সে এখন ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে বার্ণ ইউনিটে চিকিৎসাধীন রয়েছে। তার চিকিৎসার জন্য প্রতিদিন খরচে হচ্ছে অনেক টাকা। একজন সাধারণ জুমচাষী পরিবারের পক্ষে তার চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করা সম্ভব হচ্ছে না।

তাই, রাশি চাকমাকে সুস্থ করে তুলতে আর্তমানবতার হাত বাড়িয়ে দিন। সকলের সহযোগীতায় রাশি ফিরে পেতে পারে তাঁর স্বাভাবিক জীবন।

কেউ যদি মানবতার হাত বাড়িয়ে দিতে চান তাহলে নিচের মোবাইল নাম্বারে যোগাযোগ করুন: ০১৮২৪৮২০২০১

গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের ১১তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

১ম পাতার পর

জনপ্রতিনিধি সংসদ গড়তে হবে।

ইউপিডিএফ খাগড়াছড়ি জেলা ইউনিটের সমন্বয়ক প্রদীপন খীসা বলেন, জনসংহতি সমিতি জুম্ম জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা না করে সরকারের সাথে চুক্তিতে উপনীত হয়। এই চুক্তির ফলে অধিকার প্রতিষ্ঠার বিপরীতে দীর্ঘ পনের বছর ধরে ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত চলছে। এই ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত বন্ধে যুব সমাজকে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে। তিনি আরো বলেন, বর্তমানে যুব সমাজকে নৈতিকভাবে ধ্বংস করার জন্য সরকার নানাভাবে চক্রান্ত চালাচ্ছে। সর্বনাশা মাদক বাড়িয়ে যুব সমাজের প্রতিবাদী সত্তাকে ধ্বংস করা হচ্ছে। তাই মাদক মুক্ত যুব সমাজ প্রতিষ্ঠায় যুব ফোরামকে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে।

গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সভাপতি নতুন কুমার চাকমা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে সরকার কেবল ভূমি বেদখল করেই ক্ষান্ত হচ্ছে না, প্রাকৃতিক সম্পদ ও খনিজ সম্পদ বেদখল করে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণকে বঞ্চিত রেখে শাসকগোষ্ঠী বাহিরে পাচার করে নিয়ে যাচ্ছে। সরকার পঞ্চদশ সংশোধনী আইন পাশ করে সংখ্যালঘু জাতিসমূহকে বাঙালী বানিয়েছে উল্লেখ তিনি করে বলেন, আজ আমাদের জাতীয় অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন। তিনি জাতিসত্তার স্বীকৃতি, অধিকার ও মর্যাদা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যুব ফোরামের পতাকা তলে সমবেত হয়ে সংগ্রামে সামিল হওয়ার জন্য যুব সমাজের প্রতি আহ্বান জানান।

এদিকে, প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম চট্টগ্রামে র‍্যালী ও সমাবেশ করেছে। চট্টগ্রাম মহানগর শাখার উদ্যোগে সকালে নিউ মার্কেট এলাকার মোড় থেকে এলাকা থেকে র‍্যালী শুরু হয়ে শহীদ মিনারে গিয়ে এক সমাবেশের আয়োজন করা হয়। "পার্বত্য চট্টগ্রামের যুব সমাজের অগ্রণী সংগঠন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের পতাকাতলে সমবেত হোন" এই শ্লোগানে অনুষ্ঠিত সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সভাপতি সুমন চাকমা। সভায় বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সভাপতি সুকৃতি চাকমা, সিপিপি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক মিলন চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক রীনা দেওয়ান, গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সাধারণ সম্পাদক বিজয় চাকমা।

সমাবেশে বক্তাগণ বলেন, যেকোন নিপীড়িত জাতি বা জনগণের মুক্তির জন্য যুব সমাজকেই অগ্রণী ভূমিকা নিতে হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের লড়াই সংগ্রামের প্রথম থেকেই যুব সমাজ আপোষহীনভাবে লড়াইয়ের ময়দানে ছিলো। গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম গঠন হবার পর থেকে পার্বত্য যুব সমাজ আরো বেশী শক্তি ও সাহস নিয়ে আজ লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়েছে। যুব সমাজকে লড়াইয়ের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে আরো বেশী সংগ্রামী ভূমিকা নিয়ে আগামীতে ভূমিকা রাখতে হবে বলে নেতৃবৃন্দ সমাবেশ থেকে যুব সমাজের প্রতি আহ্বান জানান।

নেতৃবৃন্দ আরো বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে এখনো সেনাশাসন চলছে, এখনো নিপীড়ন-নির্যাতন-বৈষম্য ও জুম্ম জনগণকে ধ্বংসের ষড়যন্ত্র অব্যাহত রয়েছে। শাসকচক্র পার্বত্য জুম্ম জনগণের সংগ্রামী ও প্রতিবাদী চেতনা সমূলে বিনাশের জন্য নানাধরণের ষড়যন্ত্র করে যাচ্ছে। দেশদ্রোহের অবাধ ব্যবহারে সুযোগ করে দিয়ে যুব সমাজকে ধ্বংস করার চক্রান্ত চলছে। যুব সমাজ যাতে প্রতিবাদী না হয় তার জন্য চলছে নানা ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত।

সামাজিক-সাংস্কৃতিকভাবে যুব সমাজকে অধঃপাতে নেবার প্রচেষ্টাও জারি রয়েছে। জাতিগত চেতনা যাতে ভোঁতা হয়ে যায় তার জন্য শাসকচক্র সুদূরপ্রসারী লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে।

এই সকল ষড়যন্ত্র-চক্রান্ত মোকাবেলা যুব ফোরামকে আরো সক্রিয় ও সাহসী হয়ে যুব সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করার কাজ করে যেতে হবে বলে নেতৃবৃন্দ সমাবেশ থেকে আহ্বান জানান। নেতৃবৃন্দ পার্বত্য যুব সমাজকে যুব ফোরামের পতাকাতলে সমবেত হয়ে পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের সংগ্রামে জোরদার করার আহ্বান জানান।

সন্তু লারমার একগুয়েমীর কারণেই পার্বত্য চট্টগ্রামে ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত বন্ধ হচ্ছে না : নিরূপম চাকমা

জাতীয় ডাক ডেস্ক: ভারতের মিজোরামের রাজধানী আইজলে বিধান সভার অধিবেশনে এমএলএ নিরূপম চাকমা বলেছেন সন্তু লারমার একগুয়েমীর কারণেই পার্বত্য চট্টগ্রামে ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত বন্ধ হচ্ছে না। তিনি বলেন, সন্তু লারমা বর্তমানে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় সরকারের ক্রীড়নক হয়ে কাজ করছেন এবং ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত জিইয়ে রেখেছেন।

গত ২১ মার্চ বৃহস্পতিবার ভারতীয় সময় বিকাল ৫.২৫ টায় মিজোরামের রাজধানী আইজলে অনুষ্ঠিত বিধান সভা অধিবেশনে বক্তৃতাকালে তিনি এসব কথা বলেন। তার বক্তব্য টিভি থেকে সরাসরি সম্প্রচার করা হয়।

তিনি আরো বলেন, এক সময় মিজোরাম এলাকায় শান্তিবাহিনী অবস্থান করেছিল। ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ সরকারের সাথে চুক্তির মাধ্যমে অস্ত্র জমা দিয়ে তারা বাংলাদেশ সরকারের নিকট আত্মসমর্পণ করে। বাংলাদেশ সরকার সন্তু লারমাকে আঞ্চলিক পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে নিয়োগ দিয়ে একনাগাড়ে কার্যক্রম চালাচ্ছে। সেনাবাহিনী তাকে প্রত্যক্ষভাবে সহযোগিতা করে থাকে। যার কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামে ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত জিইয়ে রয়েছে। বর্তমানে এর প্রভাব মিজোরামেও এসে পড়ছে।

তিনি বলেন, ভারতের সীমান্তবর্তী সাজেক এলাকা পর্যন্ত বাংলাদেশ সরকার একটি রাস্তা তৈরি করছে। এর মাধ্যমে সেটেলার বাঙালিরা সেখানে ঢুকে পড়বে। সেটেলাররা ঢুকে পড়লে পার্বত্য চট্টগ্রাম ছাড়াও তার প্রভাব মিজোরামের মধ্যেও পড়বে। কিন্তু সন্তু লারমার সেদিকে কোন নজরই নেই।

নিরূপম চাকমা তার দীর্ঘ বক্তৃতাকালে মিজোরামের বিভিন্ন সমস্যার কথা তুলে ধরেন। এছাড়া তিনি সন্তু লারমা সম্পর্কে বিশদ বিবরণ তুলে ধরেছেন বলে জানা গেছে।

খাগড়াছড়িতে পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের জন্য মহাসমাবেশ

১ম পাতার পর

তিনি আরো বলেন, 'তরুণদের মধ্যেই রয়েছে অপার সম্ভাবনা। সেই সম্ভাবনাকে বাস্তব রূপ দিতে হলে দরকার সচেতন প্রয়াস, কঠোর পরিশ্রম ও সাধনা।' তিনি তরুণ যুব সমাজকে অতীতের মহান সংগ্রামী ঐতিহ্য স্মরণ করিয়ে দিয়ে বাঘের মতো গর্জন করার আহ্বান জানান।

আওয়ামী লীগ সরকারের সমালোচনা করে তিনি বলেন, গত নির্বাচনে পার্বত্য জনগণ তাদের ভোট দিলেও তার বিনিময়ে তারা কিছুই পায়নি। বরং সরকার পাহাড়িদের ওপর বাঙালি জাতীয়তাবাদ চাপিয়ে দিয়েছে। ভবিষ্যতে একই ভুলের পুনরাবৃত্তি করা হলে জনগণের দুর্দশার আর সীমা থাকবে না।' তিনি বলেন পার্টি ও জনগণ এক মন এক প্রাণ হয়ে লড়াই করলে অসম্ভবকে সম্ভব করা যায়।

অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন পানছড়ি উপজেলা চেয়ারম্যান সর্বোত্তম চাকমা, মহালছড়ি উপজেলা চেয়ারম্যান সোনারতন চাকমা, খাগড়াছড়ি পৌর কমিশনার মিলন দেওয়ান মধু ও ইউপিডিএফ পানছড়ি উপজেলা ইউনিটের সংগঠক প্রতিম চাকমা। এছাড়া মঞ্চে উপবিষ্ট ছিলেন ইউপিডিএফ কেন্দ্রীয় নেতা সচিব চাকমা, উজ্জ্বল স্মৃতি চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সভানেত্রী কণিকা দেওয়ান, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সহসাধারণ সম্পাদক সুনীম চাকমা ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সাধারণ সম্পাদক থুইকা চিং মারমা। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সাবেক সভাপতি অংগে মারমা।

সরকার সংখ্যালঘু জাতিসত্তা জনগণের উপর

১ম পাতার পর

বাঙালির বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে হবে। যে আন্দোলনে চাকমা, মারমা, গারো, সাঁওতাল ও মণিপুরী বলতে কিছুই থাকবে না, তা হবে শ্রেণীর বিরুদ্ধে শ্রেণী সংগ্রাম।

৭২ সালের সংবিধানকে ১৫তম সংশোধনীর মাধ্যমে পায়ে মাড়িয়ে ফেলা হয়েছে উল্লেখ করে তিনি বলেন, জাতিসত্তা মুক্তি সংগ্রাম পরিষদ গঠন কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। জাতিসত্তা মুক্তি সংগ্রাম পরিষদ আকারে ছোট হলেও তাঁর শক্তি ও সামর্থ বিশাল বলেও তিনি মন্তব্য করেন।

এস.সি আলবার্ট সরেন তার বক্তব্যে বলেন যে লক্ষ্য নিয়ে ৭১-এ মুক্তি সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে দেশ স্বাধীন হয়েছে সে লক্ষ্য আজও পর্যন্ত পূরণ হয়নি। আমি একজন শহীদ পরিবারের সন্তান, কিন্তু সরকার সেই অবদান অস্বীকার করে পঞ্চদশ সংশোধনী আইন পাশের মধ্য দিয়ে সংখ্যালঘু জাতিসত্তা জনগণের উপর বাঙালি জাতীয়তাবাদ চাপিয়ে দিয়েছে, রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম বহাল রেখেছে, যা মুক্তিযুদ্ধের চেতনার পরিপন্থি। ফলে রামুসহ দেশের অন্যান্য স্থানে শান্তিতে বসবাসকারী বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীসহ অন্যান্য জাতিগত ও ভাষাগত সংখ্যালঘু জাতিসত্তার উপর ধর্ম রক্ষার নামে অত্যন্ত সুপরিকল্পিতভাবে হামলা চালানো হচ্ছে।

তিনি আরো বলেন ৭১ সালে যে সকল বাঙালি রাজাকার-আলবদর গণহত্যা ও নারী ধর্ষণের মতো জঘন্য অপরাধ করেছিল তাঁরা জাতীয় পতাকা উড়িয়ে রাষ্ট্রীয় সুবিধা আয়াসে ভোগ করলেও বাংলাদেশে জন্ম গ্রহণকারী উর্দুভাষী জনগণ মানবেতর জীবন যাপন করছে, তা অবসান হওয়া জরুরী।

জাতিসত্তা মুক্তি সংগ্রাম পরিষদের সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য ও সিলেট অঞ্চলের সাংগঠনিক সম্পাদক পরিমল সিং বাড়াইক বলেন, যে কোন সরকার ক্ষমতায় আসার পর নিজেদের সুবিধার্থে সংবিধান সংশোধন করে থাকেন, জাতিসত্তা জনগণের প্রতি কোন প্রকার দায়বদ্ধতার জায়গা থেকে তা করা হয় না।

সভায় অন্যান্য সংগঠনের মধ্যে আরো উপস্থিত ছিলেন স্বদেশ চিন্তা সংঘের সহ-সভাপতি হাসান ফকরী, বাংলাদেশের সাম্যবাদী দলের মফিজুল ইসলাম, বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী সৈয়দ আবুল কালাম, জাতিসত্তা মুক্তি সংগ্রাম পরিষদের দপ্তর সম্পাদক ও অনলাইন এ্যাক্টিভিস্ট জীবন সিনহা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সাধারণ সম্পাদক মাইকেল চাকমা, মুক্তির মঞ্চের আহ্বায়ক মুঈনুদ্দীন আহমদ, বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনের সভাপতি সামিউল আলম, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সভাপতি সুমেন চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সহ-সভাপতি নিরূপা চাকমা, বাংলাদেশ ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের নেতা জাহাঙ্গীর ফিরোজ ও কাপ্তাই সেনাবাহিনীর ভূমিদস্যুতা বিরোধী আন্দোলনের নেতা শহীদ মোস্তফা জামালের পিতা রফিকউদ্দিন। তাছাড়াও সিলেট, নঁওগা, রাজশাহী অঞ্চলের প্রতিনিধিবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সভাশেষে দেশে সকল আদিবাসী ও সংখ্যালঘু জাতি ও ভাষাভাষীর সাংবিধানিক স্বীকৃতির দাবীসহ ১৮ দফা দাবীতে বিকাল ২.৪০টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এক বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন জাতীয় মুক্তি কাউন্সিলের সভাপতি এসসি আলবার্ট সরেন, জাতিসত্তা মুক্তি সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য ফয়জুল হাকিম, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মাইকেল চাকমা। সভা পরিচালনা করেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সাধারণ সম্পাদক থুইকাসিং মারমা। সমাবেশ শেষে একটি মিছিল বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রদক্ষিণ শেষে পুরান পল্টন মোড়ে এক সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়।

পার্বত্য চট্টগ্রামে বাঁশ একটি মূল্যবান সম্পদ। বাজুরি(বাঁশ কোড়ল) নিধনের ফলে দিন দিন এ সম্পদ ধ্বংস হতে চলেছে। কাজেই, বাজুরি নিধন(সংগ্রহ, খাওয়া, ক্রয়-বিক্রয়, ব্যবসা) বন্ধ করুন, বাঁশ উৎপাদন বাড়িয়ে তুলুন

মাটিরাঙ্গায় সেনাবাহিনী কর্তৃক এক পাড়া প্রধানকে অস্ত্র গুঁজে দিয়ে সন্ত্রাসী হিসেবে ফাঁসানোর চেষ্টা

খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গা উপজেলা সদরের কাছে কার্বারী পাড়ায় পাড়া প্রধান(কার্বারী) যুদ্ধমনি চাকমাকে(৪০) অস্ত্র গুঁজে দিয়ে সন্ত্রাসী হিসেবে ফাঁসানোর চেষ্টা চালিয়েছে সেনাবাহিনী। গত ২৮ জানুয়ারি সোমবার এ ঘটনা ঘটে।

সূত্র জানায়, ঘটনার দিন রাত আনুমানিক ১১টার সময় মাটিরাঙ্গা সেনাজোন থেকে ১৫/২০ জনের একটি সেনাদল কাছে কার্বারী পাড়ায় যায়। সেখানে গিয়ে সেনারা পাড়া প্রধান(কার্বারী) যুদ্ধমনি চাকমার বাড়িতে গিয়ে জানালার ফাঁক দিয়ে কাপড় মোড়ানো বন্দুক সদৃশ লোহার তৈরি একটি জিনিস রেখে দেয়। এরপর সেনারা সবাইকে বাড়ির বাইরে বের করে দিয়ে বাড়িতে ঢুকে পড়ে এবং পেয়েছি পেয়েছি বলে চিৎকার দেয়। এ সময় যুদ্ধমনি চাকমা চ্যালেঞ্জ করলে সেনাদের পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। পরে সেনারা যুদ্ধমনি চাকমার বিরুদ্ধে সন্ত্রাসীদের সহযোগিতা করা, অস্ত্র গুপ্ত রাখা ইত্যাদি অভিযোগ করে। এক্ষেত্রে যুক্তিতর্কে কুলিয়ে উঠতে না পেরে সেনারা কাপড়ে মোড়ানো জিনিসটি নিয়ে ক্যাম্পে ফিরে যায়।

উল্লেখ্য, মাটিরাঙ্গা উপজেলায় বিভিন্ন সময় সেনারা অস্ত্র উদ্ধারের নাটক সাজিয়ে বিনা অপরাধে নিরীহ লোকজনকে আটক, মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করে আসছে। যুদ্ধমনি চাকমাকে ফাঁসানোর চেষ্টার ঘটনার মাধ্যমে এটা আরো পরিষ্কার হয়ে গেছে।

রামগড়ে বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণে সেনাবাহিনী কর্তৃক বাধা

খাগড়াছড়ি জেলার রামগড় উপজেলার পাতাছড়া ইউনিয়নের পশ্চিম শিলাছড়া গ্রামে এলাকাবাসীর উদ্যোগে একটি প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণে সেনাবাহিনী বাধা প্রদান করেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

জানা যায়, গত ৬ মার্চ বুধবার পশ্চিম শিলাছড়া গ্রামে এলাকাবাসীর উদ্যোগে একটি প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয় পুনঃনির্মাণের কাজ চলছিল। দুপুর আনুমানিক ২:৩০টার দিকে সিন্দুকছড়ি জোন থেকে সেনাবাহিনীর একটি দল সেখানে উপস্থিত হয়ে বিদ্যালয় নির্মাণে বাধা দেয়। এ সময় সেনা সদস্যরা সেখান থেকে বিদ্যালয় নির্মাণকারী মিস্ত্রীদের যাবতীয় সরঞ্জামও(হাত করাত-২টি, মাস্তুল-২টি, রান্দা-১টি, বাটালি-২টি) নিয়ে যায় এবং সেখানে বিদ্যালয় নির্মাণ না করার জন্য নিষেধাজ্ঞা দেয়।

ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ)-এর রামগড় উপজেলা ইউনিটের সংগঠক অনু ত্রিপুরা এক বিবৃতিতে এ ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, রামগড়-মাটিরাঙ্গা অঞ্চলে সেনাবাহিনীর নিপীড়ন-নির্যাতন সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। প্রায় সময়ই সেনাবাহিনী অভিযানের নামে নিরীহ লোকজনকে হয়রানি করছে। তারা বন্দুক গুজে দিয়ে নিরীহ পাহাড়িদের ধরপাকড়, বাড়িঘর তল্লাশি সহ নানাভাবে নিপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে। গত ২৭ ফেব্রুয়ারী রামগড়ের ছোট কালাপানি হেডম্যান পাড়ায় এক বিয়ে বাড়িতে হানা দিয়ে সেনাবাহিনী দেড় ঘন্টা ধরে বাড়িটি অবরুদ্ধ করে রেখেছিল বলেও তিনি অভিযোগ করেন।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, সরকার নিরক্ষরতা দূরীকরণে শিক্ষার প্রসার ঘটানোর কথা বললেও রামগড়ের শিলাছড়ার মতো একটি পশ্চাদপদ এলাকায় বিদ্যালয় নির্মাণে সেনাবাহিনী কেন বাধা প্রদান করছে তা বোধগম্য নয়। এ বিদ্যালয়টি নির্মাণ করতে না পারলে এ এলাকার ৪০/৫০ জন শিশু শিক্ষা গ্রহণ থেকে বঞ্চিত হবে।

উল্লেখ্য, বিগত ২০০৭ সালের দিকে এলাকাবাসী উক্ত জায়গার উপর একটি প্রাক প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্মাণ করলেও সরকারী পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে এটি ভেঙে যায়। এলাকার শিশুদের লেখাপড়ার সুবিধার্থে এলাকাবাসী আবারো এ বিদ্যালয়টি নির্মাণের উদ্যোগ নেয়।

মাটিরাঙ্গা থেকে বিজিবি কর্তৃক এক নিরীহ গ্রামবাসী গ্রেপ্তার

খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গা উপজেলার আমতলী ইউনিয়নের অপূর্ব মহাজন পাড়ার বাসিন্দা কলিন কুমার ত্রিপুরা(৩৫) পিতা- ধর্মজয় ত্রিপুরাকে পলাশপুর জোনের বিজিবি(বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ) সদস্যরা গ্রেপ্তার করেছে।

জানা যায়, গত ১ ফেব্রুয়ারি ২০১৩, শুক্রবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে কলিন কুমার ত্রিপুরা বিরাশি মুড়া থেকে কাজ শেষে নিজ বাড়িতে ফিরছিলেন। ফেরার পথে পলাশপুর বিজিবি জোন অধিনায়ক লেঃ কর্ণেল নুরুজ্জামান'র নেতৃত্বে বিজিবি সদস্যরা তাকে গ্রেপ্তার করে। পরে তার হাতে একটি দেশীয় একনলা গাদা বন্দুক গুঁজে দিয়ে মাটিরাঙ্গা থানায় হস্তান্তর করে। তার বিরুদ্ধে মাটিরাঙ্গা থানায় একটি মামলা (মামলা নং-০১, তারিখ ০২.০২.২০১৩) দায়ের করে পরদিন তাকে খাগড়াছড়ি জেল হাজতে পাঠানো হয়েছে। বর্তমানে খাগড়াছড়ি জেলা কারাগারে অন্তরীণ রয়েছেন।

মাটিরাঙ্গায় এক ইউপি মেম্বারের বাড়িতে সেনা তল্লাশি

খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গা উপজেলার আমতলি ইউনিয়নের মেম্বার অনিল ত্রিপুরার বাড়িতে বর্ণাল ক্যাম্পের সেনারা তল্লাশি চালিয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

জানা যায়, গত ২৩ মার্চ রাত ১টার দিকে বর্ণাল সেনা ক্যাম্পের কমান্ডারের নেতৃত্বে একদল সেনা অনিল ত্রিপুরার বাড়িতে হানা দেয়। এ সময় সেনারা বাড়িতে অস্ত্র আছে অভিযোগ করে বাড়ির ভিতর ঢুকে তল্লাশি চালায়।

কিন্তু তল্লাশির পরও অবৈধ কোন কিছু না পেয়ে সেনারা পরে ক্যাম্পে ফিরে যায়।

এক লক্ষ টাকা মুক্তিপণের বিনিময়ে অপহৃত অপহৃত মোহন চাকমাকে মুক্তি দিয়েছে বোরকা সন্ত্রাসীরা

মানিকছড়ি প্রতিনিধিঃ খাগড়াছড়ির মানিকছড়ি উপজেলার মরাকইলা গ্রাম থেকে গত ১৪ মার্চ বৃহস্পতিবার ভোররাত ৩টার সময় সেনা-সন্তু মদদপুষ্ট বোরকা সন্ত্রাসী কর্তৃক নিজ বাড়ি থেকে অপহৃত হন জগৎ সেন চাকমার ছেলে মোহন চাকমা(৪৫)। অপহরণে পর সন্ত্রাসীরা তাকে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যায়। ৯ দিন আটক রাখার পর এক লক্ষ টাকা মুক্তিপণের বিনিময়ে গত ২৩ মার্চ সন্ত্রাসীরা তাকে মুক্তি দেয়।

দীর্ঘদিন ধরে বোরকা সন্ত্রাসীরা সেনাবাহিনী ও সন্তু লারমার মদদে মানিকছড়ি ও লক্ষীছড়ি এলাকায় খুন অপহরণ, মুক্তিপণ আদায়, চাঁদাবাজি সহ নানা অপকর্ম চালিয়ে আসছে। তাদের হাতে এ পর্যন্ত কমপক্ষে ৪০ জন নিরীহ ব্যক্তি অপহরণের শিকার হয়েছেন। কিন্তু প্রশাসন তাদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় তারা এসব অপকর্ম করতে উৎসাহিত হচ্ছে।

মানিকছড়িতে বোরকা সন্ত্রাসী কর্তৃক এক পরিবারকে উচ্ছেদ

খাগড়াছড়ির মানিকছড়ি উপজেলার দোজরী গ্রাম থেকে সেনা-সন্তু মদদপুষ্ট বোরকা সন্ত্রাসীরা গ্রাম প্রধান (কার্বারী) চমক্যা চাকমার(৪৬) পরিবারবর্গকে নিজ বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করে দিয়েছে বলে খবর পাওয়া গেছে।

জানা যায়, গত ৩ মার্চ রবিবার ভোর ৬টার সময় একদল সশস্ত্র বোরকা সন্ত্রাসী চমক্যা চাকমার বাড়িতে গিয়ে হানা দেয়। সন্ত্রাসীরা চমক্যা চাকমার স্ত্রী-সন্তানদেরকে বাড়ি থেকে এক কাপড়ে বের করে দেয়। তবে এ সময় চমক্যা চাকমা বাড়িতে ছিলেন না। বর্তমানে তারা আত্মীয়ের বাড়ীতে অবস্থান করছেন।

এর আগে বেশ কয়েকদিন ধরে বোরকা সন্ত্রাসীরা চমক্যা চাকমাকে হুমকি দিয়েছে এবং সর্বশেষ ২ মার্চ শনিবার সন্ত্রাসীরা তাকে তাদের সাথে দেখা করার জন্য ফোনে নির্দেশ দেয় বলে চমক্যা চাকমা জানিয়েছেন। ফলে তিনি প্রাণের ভয়ে বাড়ি থেকে পালিয়ে যেতে বাধ্য হন।

খোঁজ নিয়ে আরো জানা গেছে, মাইজ ভান্ডার শরীফের নামে ভূমি দস্যু মোঃ জামাল কর্তৃক দোজরী গ্রামে পাহাড়িদের ৬০ একরের মত জায়গা বেদখল প্রক্রিয়া চলছে। জায়গার নাম পরিবর্তন করে দেয়া সহ নানা প্রলোভন দেখিয়ে মোঃ জামাল স্থানীয় পাহাড়িদের দখলীয় জায়গা হাতিয়ে নিতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। চমক্যা চাকমা এতে প্রতিবাদ করায় ভূমি দস্যু মোঃ জামাল মোটা অংকের টাকা দিয়ে বোরকা সন্ত্রাসীদের ব্যবহার করে তাকে নিজ বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

এর আগে গত বছর ডিসেম্বরে এই বোরকা সন্ত্রাসীরা ইউপিডিএফ-এর ৪ কর্মী পরিবারকে উচ্ছেদ করেছিলো।

বাঘাইছড়িতে সন্তু গ্রুপের গুলিতে জেএসএস(এমএন লারমা) সদস্য নিহত

রাঙামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলার বরিবিন্দু ঘাটে গত ৮ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার সন্তু গ্রুপের সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের গুলিতে জেএসএস(এমএন লারমা)-এর সদস্য বক্র চাকমা ওরফে দীপন(৩০) নিহত হয়েছেন। তিনি খেদারমারা ইউনিয়নের বড় দুরছড়ি গ্রামের মানিক্যা চাকমার ছেলে। কয়েক মাস আগে তিনি সন্তু গ্রুপ ত্যাগ করে জেএসএস (এমএন লারমা)-এর সাথে যোগ দিয়েছিলেন।

জানা যায়, ঘটনার দিন সাড়ে ৯টার দিকে দীপন চাকমা সাংগঠনিক কাজে বরিবিন্দু ঘাটে গেলে বিপ্লব চাকমা, কমেল চাকমা ও পলক চাকমার নেতৃত্বে আগে থেকে ওঁৎ পেতে থাকা সন্তু গ্রুপের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা খুব কাছ থেকে তার উপর উপুর্যুপুরি গুলি চালায়। এতে তিনি ঘটনাস্থলেই নিহত হন। তার মৃত্যু নিশ্চিত করে সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যায়।

রাঙামাটির সুবলং থেকে অস্ত্র গুলিসহ সন্তু গ্রুপের এক সন্ত্রাসী আটক

রাঙামাটির বরকল উপজেলার সুবলং বাজারঘাট থেকে গত ২০ মার্চ বুধবার সন্ধ্যায় একটি বার্মিজ পিস্তল, তিন রাউন্ড গুলিসহ পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি সন্তু লারমা গ্রুপের এক সন্ত্রাসীকে আটক করেছে সেনাবাহিনী। আটককৃত জেএসএস সদস্যের নাম জ্যোতিষ চাকমা ওরফে লিপস্ত চাকমা (২৮)।

এলাকাবাসী ও সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে সুবলং বাজারের ঘাট থেকে জ্যোতিষ চাকমা ওরফে লিপস্ত-কে আটক করে সেনাবাহিনী। এসময় তার দেহ তল্লাশি করে সঙ্গে থাকা একটি বার্মিজ পিস্তল, তিন রাউন্ড গুলি, একটি মোবাইল সেট ও চাঁদা আদায়ের বিভিন্ন জনের নামের তালিকাসহ একটি নোট বুক উদ্ধার করে সেনাবাহিনী। পরে তাকে রাঙামাটি কোতোয়ালী থানায় সোপর্দ করা হয়। জিজ্ঞাসাবাদ শেষে তাকে রাঙামাটি জেল হাজতে পাঠানো হয়।

> আপনার এলাকায় মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা যেমন নারী নির্যাতন, ধর্ষণ, খুন, বেআইনী আটক, তল্লাশি, শারিরীক নির্যাতন, ভূমি বেদখল ইত্যাদি ঘটলে তা দ্রুত আমাদেরকে জানান।

দিঘীনালায় সন্তু গ্রুপের গুলিতে যুব ফোরামের এক সদস্য আহত

খাগড়াছড়ির দিঘীনালা উপজেলার বাবুছড়া ইউনিয়নের নিভাগান পাড়ায়(চিনাল ছড়া) সন্তু গ্রুপের সন্ত্রাসীদের গুলিতে গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের দিঘীনালা উপজেলা শাখার সদস্য সুমন চাকমা(৩০), পিতা- বিজয় কুমার চাকমা আহত হয়েছেন। গত ৩১ জানুয়ারি বৃহস্পতিবার এ ঘটনা ঘটে।

জানা যায়, ঘটনার দিন বিকাল ৪টার সময় কাজ শেষে বাড়ি ফেরার পথে আগে থেকে ওঁৎ পেতে থাকা সন্তু গ্রুপের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা বাবু ছড়া সাবজোনের পুরোন হেলিপ্যাডের পাশ থেকে সুমন চাকমার উপর গুলি চালায়। এতে তার ডান পায়ে হাটুর নীচে গুলিবিদ্ধ হয়। আহত অবস্থায় তাকে বাবুছড়া সাবজোনের সেনারা উদ্ধার করে ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে প্রাথমিক চিকিৎসা শেষে খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতালে পাঠিয়ে চিকিৎসা দেয়া হয়।

এ ঘটনার প্রতিবাদে গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম দিঘীনালায় বিক্ষোভ মিছিল করেছে।

ঘটনার পরদিন শুক্রবার বেলা আড়াইটার ইউপিডিএফ কার্যালয়ের সামনে থেকে বিক্ষোভ মিছিলটি শুরু হয়ে গুরুত্বপূর্ণ সড়ক ও বাসস্টেশন ঘুরে পার্বত্য স্কোয়ারে এক প্রতিবাদ সমাবেশ করে। এতে ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ)-এর দিঘীনালা ইউনিটের সংগঠক কিশোর চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের দিঘীনালা উপজেলা শাখার সহ সভাপতি জীবন চাকমা ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের দিঘীনালা কলেজ শাখার সভাপতি বিজয় চাকমা বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা সন্তু গ্রুপের সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে এলাকায় এলাকায় গণপ্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

তারা হামলাকারী সন্তু গ্রুপের সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ পদক্ষেপ গ্রহণের জোর দাবি করেন।

নান্যাচরে সন্তু গ্রুপের গুলিতে এক ইউপিডিএফ সদস্য গুরুতর আহত

রাঙামাটির নান্যাচর উপজেলার ঘিলাছড়ি ইউনিয়নের রামহরি পাড়ায় গত৭ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার সকাল আনুমানিক সাড়ে ১০টার সময় সন্তু গ্রুপের সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের ব্রাশ ফায়ারে ইউপিডিএফ সদস্য তুনজয় চাকমা ওরফে ত্রিকশন(৩০) পিতা- আনন্দ বিলাস চাকমা গুরুতর আহত হয়েছেন।

জানা যায়, ঘটনার দিন সকাল আনুমানিক সাড়ে ১০টার সময় নান্যাচর উপজেলার ঘিলাছড়ি ইউনিয়নের রামহরি পাড়ায় আগে থেকে ওঁৎ পেতে থাকা সন্তু লারমার লেলিয়ে দেয়া সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা ইউপিডিএফ কর্মীদের উপর সশস্ত্র হামলা চালায়। এ সময় ইউপিডিএফ কর্মীরা ঐ পাড়ার একটি দোকানে বসে সাংগঠনিক কাজ করছিলেন। সন্ত্রাসীরা অতর্কিতে ব্রাশ ফায়ার করলে ইউপিডিএফ কর্মীরা পালানোর চেষ্টা করেন। সন্ত্রাসীরা তাদের লক্ষ্য করে ব্রাশ ফায়ার করতে করতে পিছনে ধাওয়া করে। এতে অন্যরা পালাতে পারলেও তুনজয় চাকমা গুরুতর আহত হন। পরে সেনাবাহিনী ও স্থানীয় এলাকাবাসী তাকে গুরুতর আহত অবস্থায় উদ্ধার করে। তাকে প্রথমে রাঙামাটি সদর হাসপাতালে ও পরে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে চিকিৎসা করা হয়।

ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ)-এর রাঙামাটি জেলা ইউনিটের সংগঠক সচল চাকমা এক বিবৃতিতে এ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

তিনি অবিলম্বে সন্তু গ্রুপের সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং সন্তু লারমাকে আঞ্চলিক পরিষদ থেকে অপসারণ করে হত্যাকাণ্ড সহ নানা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড, দুর্নীতি ও কেলেংকারির দায়ে বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানোর জোর দাবি জানিয়েছেন।

দিঘীনালায় জেএসএস (এমএন লারমা) সদস্যকে লক্ষ্য করে সন্তু সন্ত্রাসীদের গুলি

খাগড়াছড়ির দিঘীনালা উপজেলা সদরের মাইনী রিসোর্টের সামনে গত ২৩ ফেব্রুয়ারি শনিবার রাত সাড়ে ৭টার দিকে আগে থেকে ওঁৎ পেতে থাকা সন্তু গ্রুপের সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা জেএসএস(এমএন লারমা) সদস্য নিরু চাকমাকে লক্ষ্য উপর গুলি চালিয়েছে। তবে গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় তিনি প্রাণে বেঁচে গেলেও তাকে বহনকারী মোটর সাইকেল চালক মো: শাহজাহান গুলিবিদ্ধ হন। আহত অবস্থায় তাকে খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে চিকিৎসা দেয়া হয়।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সমাবেশে সন্তু গ্রুপের হামলা, আহত ৪

গত ২০ ফেব্রুয়ারী বুধবার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সমাবেশে সন্তু গ্রুপের সন্ত্রাসীরা হামলা চালিয়ে ৪ জনকে আহত করে। এদের মধ্যে চট্টগ্রামের দেওয়ান হাট সিটি কর্পোরেশন কলেজের শিক্ষার্থী রবি চাকমাকে গুরুতর অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে চিকিৎসা দিতে হয়েছে।

জানা যায়, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখা মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা চালুসহ তাদের শিক্ষা সংক্রান্ত ৫ দফা দাবি বাস্তবায়নের দাবিতে সকাল সাড়ে দশটায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বুদ্ধিজীবী চত্বরে প্রক্টরের অনুমতি নিয়ে সমাবেশের আয়োজন করে। কিন্তু ১২টার দিকে প্রগতির পরিব্রাজক দলের জাহিদ রোকন সমাবেশে সংহতি বক্তব্য দেয়ার সময় দুই নাম্বারী নামে পরিচিত সন্তু গ্রুপের ভাড়াটে সন্ত্রাসীরা চাকসুর কুপরির কাছ থেকে হঠাৎ মিছিল করে আসে। এ সময় পুলিশ তাদেরকে পিসিপির সমাবেশের দিকে আসতে বাধা দিলে তারা চলে যায়। তবে এর কিছুক্ষণ পর দুই নাম্বারীরা আবার আসে এবং "ধর ধর" বলে পিসিপির সমাবেশে লাঠিসোটা নিয়ে হামলা চালায়। এ সময় পুলিশ তাদের ধাওয়া করলে জবাবে তারা গুলতি মারে। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে পুলিশ তাদের উপর পাল্টা হামলা চালায়। এরপর পুলিশ পিসিপি কর্মীদেরকে নিরাপত্তা দিয়ে সরিয়ে নিয়ে আসার সময় ছাত্রলীগ পরিচয়ধারী মাস্তানরা তাদের পতিরোধ করে এবং ইউপিডিএফ কর্মীদের কেন পুলিশ নিরাপত্তা দিচ্ছে প্রশ্ন করে। তাদের হুমকিতে পুলিশ পিসিপি কর্মীদের ওপর থেকে নিরাপত্তা প্রত্যাহার করে নেয় এবং সমাবেশে যোগ দেয়া পিসিপির দুই সদস্য মিটিন চাকমা ও দীপেন চাকমাকে আটক করে। আহত অন্য তিন জন হলেন জুপিটার চাকমা, সুকান্ত চাকমা ও রসিকত চাকমা।

সন্তু গ্রুপের যারা হামলায় অংশ নেয় তারা ইউনিভার্সিটির কয়েকজন ছাত্র বাদে সবাই বহিরাগত। এদের মধ্যে কয়েকজন হলেন প্রক্রিম চাকমা, অনিল মারমা, বাবু ও সন্তোষ চাকমা।

পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক নিমন চাকমা ও চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সভাপতি সুকৃতি চাকমা উক্ত হামলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ এবং অবিলম্বে হামলাকারীদের গ্রেফতারপূর্বক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছেন।

তারা বলেন, অতীতেও সন্তু গ্রুপের সন্ত্রাসীরা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে হামলা চালিয়ে পিসিপির অনেক সদস্যকে আহত করে। সে সময় হাটহাজারী থানা কর্তৃপক্ষ সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে মামলা গ্রহণ না করে উভয় পক্ষের মধ্যে সমঝোতা করে দেয়। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষও উভয় পক্ষকে ডেকে বিরোধ মীমাংসার উদ্যোগ নেয়। পিসিপি বৃহত্তর স্বার্থে থানা ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত মেনে নেয়।

পিসিপির নেতৃবৃন্দ মনে করেন হামলাকারী সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ না নেয়ার কারণে তারা থানা ও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে এভাবে একের পর এক হামলা চালাতে সাহস পাচ্ছে।

এ হামলার প্রতিবাদে বিকালে চট্টগ্রাম নগরীতে বিক্ষোভ মিছিল করেছে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ।

নগরীর দোস্ত বিল্ডিংয়ের সামনে থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে পুরাতন রেল স্টেশনে গিয়ে এক প্রতিবাদ সমাবেশ করে। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সভাপতি সুকৃতি চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক টিনা দেওয়ান, বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশনের নেতা এম এম পারভেজ লেলিন ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সদস্য তরুণ চাকমা।

বক্তারা হামলাকারী সন্তু গ্রুপের সন্ত্রাসীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি

দিঘীনালায় সন্তু সন্ত্রাসীদের গুলিতে জেএসএস(এমএন লারমা)-এর এক সদস্য গুলিবিদ্ধ

খাগড়াছড়ির দিঘীনালায় গত ২৬ মার্চ রাত ৮টার সময় সন্তু গ্রুপের সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের গুলিতে জনসংহতি সমিতি(এমএন লারমা)-এর সদস্য স্বপন ত্রিপুরা (৪৫) গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। তিনি জনসংহতি সমিতির(এমএন লারমা) দিঘীনালা থানা শাখার সহ-সাংগঠনিক সম্পাদক।

জানা যায়, স্বপন দীঘিনালা বাস স্টেশন এলাকায় থেকে দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফিরছিলেন। এসময় বাস স্টেশন এলাকা সংলগ্ন বাবুপাড়া এলাকায় সন্ত্রাসীরা স্বপন ত্রিপুরাকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। এতে তার ডান পায়ে হাঁটুর উপরে একটি গুলি লাগে। হামলার পর সন্ত্রাসীরা পালিয়ে যায়। তাকে প্রথমে দিঘীনালা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এবং পরে খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

কাউখালিতে পুলিশ কর্তৃক এক পিসিপি কর্মীকে থানায় নিয়ে নির্যাতন

রাঙামাটির কাউখালি উপজেলা সদরে গত ২৫ ফেব্রুয়ারি সকাল সাড়ে ১০টায় বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ(পিসিপি)-এর কাউখালী কলেজ শাখার আহ্বায়ক নিশান চাকমাকে আটক করে থানায় নিয়ে গিয়ে শারিরীক নির্যাতন চালিয়েছে পুলিশ। কাউখালি থানায় কর্মরত পুলিশ অফিসার মো: মোসাদেক এই এই নির্যাতন চালায়। প্রায় এক ঘন্টা পর্যন্ত আটক রেখে শারিরীক ও মানসিক নির্যাতনের পর থানা থেকে পুলিশ তাকে ছেড়ে দেয়।

বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ রাঙামাটির জেলা শাখার সভাপতি বিপাশ চাকমা এক বিবৃতিতে এ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে তিনি অভিযোগ করে বলেন, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কাউখালী কলেজ শাখার আহ্বায়ক নিশান চাকমাকে পুলিশ বিনা কারণে থানায় ধরে নিয়ে মারধর করেছে। তাকে প্রায় এক ঘন্টা ধরে শারিরীক ও মানসিক নির্যাতন চালানো হয়েছে।

বিবৃতিতে তিনি আরো বলেন, পুলিশ কর্তৃক নিরীহ জনগণের উপর দমন-পীড়নের ধারাবাহিক অংশ হিসেবে এ নির্যাতন চালানো হয়েছে। এ ঘটনার মাধ্যমে পুলিশের চরম ফ্যাসিস্ট চেহারা উন্মোচিত হয়েছে।

তিনি হুশিয়ার উচ্চারণ করে বলেন, রাষ্ট্রীয় বাহিনীর কর্তৃক পিসিপি কর্মী এবং পাহাড়ি জনগণের উপর যদি বিনা উস্কানিতে এভাবে নির্যাতন করা হয় তাহলে আগামীতে যে কোন অনাকাঙ্খিত পরিস্থিতির জন্য সরকারকে দায়ী থাকতে হবে।

নারী নির্যাতন

সাজেকে মানসিক প্রতিবন্ধী এক পাহাড়ি কিশোরী ধর্ষিত

রাঙামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলার সাজেক ইউনিয়নের নাকশাছড়িতে গত ২৪ ফেব্রুয়ারী রবিবার সেটেলার কর্তৃক মানসিক প্রতিবন্ধী এক পাহাড়ি কিশোরী (১৬) ধর্ষিত হয়েছে।

ঘটনার দিন রবিবার বিকাল আনুমানিক ৩টার দিকে ঐ কিশোরী বাড়ি থেকে রাস্তায় বের হয়। এ সময় বাঘাইহাট বাজারের মো: জলিল মাঝির ছেলে মো: মামুন(২০) তাকে একা পেয়ে জোরপূর্বক জঙ্গলের ভেতর নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে। পরে ঐ কিশোরীর মা খোঁজাখুজির পর মেয়েটিকে জঙ্গল থেকে উদ্ধার করে। এ সময় হাতেনাতে ধরা পড়লেও সেটেলার মো: মামুন মোটর সাইকেল যোগে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। এ ঘটনায় পরিবারের পক্ষ থেকে নারী ও শিশু নির্যাতন আইনে বাঘাইছড়ি থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। পরে বাঘাইছড়ি থানা পুলিশ ধর্ষক মো: মামুনকে গ্রেফতার করেছে।

হিল উইমেন্স ফেডারেশন এ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে এবং ধর্ষক মো: মামুনের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেছে।

এ ঘটনার প্রতিবাদে ও ধর্ষকের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন বাঘাইছড়ি, দিঘীনালা ও খাগড়াছড়িতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে।

আলুটিলার ইমাং রিসোর্ট সেন্টারে এক বাঙালি কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগ

গত ৪ ফেব্রুয়ারি সোমবার রাতে খাগড়াছড়ির পর্যটন কেন্দ্র আলুটিলার ইমাং রিসোর্ট সেন্টারে রাতভর আটকে রেখে কয়েকজন বখাটে পাহাড়ি ও বাঙালি যুবক কর্তৃক এক বাঙালি কিশোরী ধর্ষণের শিকার হয়েছে বলে অভিযোগ উঠে।

অভিযোগে জানা যায়, ঘটনার দিন কয়েকজন পাহাড়ি ও বাঙালি যুবক রামগড়ের উপজেলার ঐ কিশোরীকে বেড়ানোর নাম করে ফুঁসলিয়ে ইমাং রেস্টুরেন্টে নিয়ে আসে। সেখানে তাকে রাতভর আটক রেখে পাশবিক নির্যাতন করা হয়। পরদিন সকালে কিশোরীটি রিসোর্ট সেন্টারের জানালা দিয়ে লাফ দিয়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা চালায়। এতে ঘটনা জানাজানি হয়ে পড়লে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে ঐ কিশোরীকে উদ্ধার করে প্রথমে খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতালে ও পরে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করে।

হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি কণিকা দেওয়ান ও সাধারণ সম্পাদক টিনা দেওয়ান এবং খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি মন্ত্রী চাকমা পৃথক বিবৃতিতে এ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছেন।

বিবৃতিতে তারা বলেন, নারীদের নিরাপত্তা আজ চরমভাবে বিঘ্নিত। পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ি নারীদের পাশাপাশি বাঙালি নারীরাও বিভিন্ন নিপীড়ন-নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। অপরাধীদের বিরুদ্ধে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না হওয়ায় এ ধরনের নারী নির্যাতনের ঘটনা বার বার ঘটেই চলেছে বলে তারা উল্লেখ করেন।

বান্দরবানে এক পাহাড়ি কলেজ ছাত্রীর শ্লীলতাহানীর চেষ্টা

বান্দরবান প্রতিনিধি: বান্দরবানে বালাঘাটার সরকারী মহিলা কলেজের এক পাহাড়ি ছাত্রীর শ্লীলতাহানীর চেষ্টার ঘটনা ঘটেছে। গত ১ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার বালাঘাটা বাজারের স্থানীয় কয়েকজন বখাটে সেটেলার যুবক উক্ত ছাত্রীর শ্লীলতাহানীর চেষ্টা করে।

প্রত্যক্ষদর্শী ছাত্রীটির বান্ধবী লুসিংথোয়াং মারমা জানান, সে ও তার বান্ধবী বালাঘাটা বাজারের একটি মোবাইল রিচার্জের দোকানে যায়। সেখানে তার বান্ধবীকে ধাক্কা দেয় ইমরান নামে এক যুবক। এসময় তার সাথে আরো তিনজন যুবক উপস্থিত ছিল। এসময় তারা কোনো ধরনের উচ্চ বাক্য না করে তারা দ্রুত সরে গিয়ে শহরে অন্য মার্কেটে কেনাকাটা করতে যায়। কেনাকাটা শেষ করে কলেজে ফেরার সময় বালাঘাটা বাজারে প্রধান সড়কে আবারো ওঁৎ পেতে থাকে উক্ত যুবকেরা।

রামগড়ের ৩য় শ্রেণীতে পড়ুয়া এক পাহাড়ি শিশু ধর্ষিত

খাগড়াছড়ির রামগড় উপজেলার হাফছড়ি ইউনিয়নের হাফছড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩য় শ্রেণীতে পড়ুয়া এক পাহাড়ি শিশু(৮) হাফছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের ৭ম শ্রেণীর ছাত্র বেলাল হোসেন কর্তৃক ধর্ষিত হয়েছে। গত ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবসের দিন সকাল ৯টায় এ ঘটনা ঘটে। সে কালাপানি গ্রামের খোয়াইঅংরী মারমার মেয়ে।

জানা যায়, শিশুটি সকালে বাড়ি থেকে স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে খেলা দেখতে বিদ্যালয়ে যাবার পথে রাস্তায় একা পেয়ে হাফছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের ৭ম শ্রেণীর ছাত্র মো: বেলাল হোসেন তাকে ধর্ষণ করে। পরে শিশুটি বাড়িতে ফিরে তার মাকে ঘটনাটি খুলে বললে এটি জানাজানি হয়। এরপর শিশুটির মা গুইমারা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। পরে শিশুটিকে খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে চিকিৎসা দেয়া হয়।

এ ঘটনায় গুইমারা থানা পুলিশ ধর্ষক বেলাল হোসেনকে গ্রেফতার করে।

জীবতলীতে স্কুল ছাত্রীদের যৌন হয়রানির অভিযোগে এক শিক্ষক গ্রেফতার

রাঙামাটি প্রতিনিধি: রাঙামাটির জীবতলী চেয়ারম্যান পাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের কয়েকজন ছাত্রীকে যৌন হয়রানীর অভিযোগে অভিযুক্ত স্কুল শিক্ষক অরুণ কুমার মুৎসুদ্দীকে গত ২১ মার্চ বৃহস্পতিবার বিকালে পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

রাঙামাটি কোতোয়ালী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা সাইফুল আলম চৌধুরী জানিয়েছেন, বাংলাদেশ লিগ্যাল এইডের(ব্লাস্ট) সহায়তায় যৌন হয়রানী ঘটনার শিকার স্কুল ছাত্রীর এক অভিভাবক বাদী হয়ে অরুণ মুৎসুদ্দীর বিরুদ্ধে কতোয়ালী থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন আইনের মামলা দায়ের করেন। মামলা দায়েরের পর তবলছড়ি বাজার এলাকা থেকে অভিযুক্ত শিক্ষক অরুণ কুমার মুৎসুদ্দীকে আটক করা হয়েছে।

এদিকে ব্লাস্ট-এর রাঙামাটির প্রধান সমন্বয়কারী এ্যাডভোকেট জুয়েল দেওয়ান জানান, অভিযুক্ত ওই শিক্ষক শুধু একজন ছাত্রীকে যৌন নির্যাতন করেননি একই স্কুলের আরও ৩ থেকে ৪ জন ছাত্রীকে যৌন নির্যাতন করেছে। যা খুবই মারাত্মক অপরাধ। তিনি জানান, এ মামলায় শিক্ষার্থীদের অভিভাবকদের যাবতীয় সকল প্রকার আইনী সহায়তা দেয়া হবে ব্লাস্টের পক্ষ থেকে।

অপরদিকে, রাঙামাটি জেলা প্রশাসন কার্যালয় চত্বরে ওই শিক্ষককে অপসারণ ও শাস্তির দাবিতে জীবতলী এলাকাবাসী ও বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ২১ মার্চ বৃহস্পতিবার সকালে ঘন্টাব্যাপী মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেন।

এসময় যুবকরা তাদেরকে জোর করে গাড়ীতে উঠাতে চায়।

কলেজের অফিস সহকারী নাইংশেমং মারমা জানান, এসময় মেয়েরা এঘটনায় বখাটে যুবকদের বাধা প্রদান করতে গেলে স্থানীয় মো: ইমরান আমার মোবাইল কেড়ে নিয়ে যায়। এসময় যুবকেরা সেখানে ছাত্রীদের তুলে নেয়ার হুমকি প্রদান করে। এসময় মো: ইমরানের সাথে হামিদ ও অন্য এক যুবক উপস্থিত ছিল।

প্রত্যক্ষদর্শী স্থানীয় দোকানদার লিয়াকত জানান, তিনি উক্ত যুবকদের এধরণের কাজ না করার জন্য বলে ছিলেন। কিন্তু তারা কথা শুনেনি। ঘটনার শিকার ছাত্রীটি জানান, তাকে ভয় দেখিয়ে জোরপূর্বক গাড়ীতে তুলতে চেয়েছিল ছেলেরা। পরে ব্যর্থ হয়ে তারা তাকে কাপড় খুলে রাস্তায় ছেড়ে দেওয়ার হুমকি দেয়।

শিক্ষা সংক্রান্ত ৫দফা বাস্তবায়নের দাবিতে বিভিন্ন জায়গায় পিসিপি'র বিক্ষোভ মিছিল

শিক্ষা সংক্রান্ত ৫দফা দাবি বাস্তবায়ন, ভাষা, সংস্কৃতি, ইতিহাস ও জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার দাবিতে বৃহত্তর পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ গত ১৮ ও ১৯ ফেব্রুয়ারি বিভিন্ন শাখার উদ্যোগে বিভিন্ন জায়গায় বিক্ষোভ মিছিল করেছে।

খাগড়াছড়ি জেলা শাখার উদ্যোগে গত ১৯ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার সকাল ১১টায় খাগড়াছড়ি সরকারি কলেজের দক্ষিণ গেট থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে চেঙ্গী স্কোয়ার হয়ে মহাজন পাড়া ঘুরে চেঙ্গী স্কোয়ারে এসে এক বিক্ষোভ সমাবেশ করে। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক বিপুল চাকমার সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অঙ্কুর্জি মারমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি কণিকা দেওয়ান ও খাগড়াছড়ি সরকারি কলেজ শাখার সহ সাধারণ সম্পাদক প্রসেনজিৎ ত্রিপুরা। অংকেন চাকমা সমাবেশ পরিচালনা করেন। সমাবেশে শেষে আবারো মিছিলটি কলেজের দক্ষিণ গেটে গিয়ে শেষ হয়।

সমাবেশে বক্তারা অভিযোগ তুলে বলেন সরকার দীর্ঘদিন ধরে সকল জাতিসত্তার মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষার কথা বলে আসলেও আমরা এখনো সেই সুযোগ পাইনি। অপরদিকে জাতিসত্তাসমূহকে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে বাঙালি বানিয়ে সরকার তার ফ্যাসিস্ট পরিচয় দিয়েছেন।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, দীর্ঘদিন ধরে পিসিপি শিক্ষা সংক্রান্ত ৫দফা দাবি নিয়ে আন্দোলন করে আসছে এবং যতদিন পর্যন্ত পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল জাতিসত্তার মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষা নিশ্চিত না হয় ততদিন পর্যন্ত পিসিপি'র আন্দোলন চলবে।

উচ্চ শিক্ষায় পাহাড়ি কোটা চালু না করে কখনো পার্বত্য কোটা কখনো আদিবাসী কোটা চালু করায় ক্ষোভ প্রকাশ করে বক্তারা বলেন এতে সমতলের আদিবাসী এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের জাতিসত্তাদের মধ্যে যে ভ্রাতৃত্ববোধ সহমর্মিতা রয়েছে সেটা ভেঙে দেওয়ার একটি ষড়যন্ত্র। পার্বত্য চট্টগ্রামের অবস্থানরত বাঙালিদের ও সমতলের আদিবাসীদের কোটা প্রয়োজন হলে তাদের ক্ষেত্রে আলাদা কোটা ব্যবস্থা বজায় রেখে অতি দ্রুত পাহাড়ি কোটা চালু করার জন্য সরকারের প্রতি বক্তারা আহ্বান জানান।

দীঘিনালা: পিসিপি'র দীঘিনালা থানা শাখার উদ্যোগে গত ১৮ ফেব্রুয়ারি সকাল ১১.০০টার সময় ইউপিডিএফ এর অফিসের সামনে থেকে শিক্ষা সংক্রান্ত ৫দফা দাবি বাস্তবায়নের জন্য একটি বিক্ষোভ মিছিল আয়োজন করেছে। মিছিলটি দীঘিনালা ইউপিডিএফ এর অফিস থেকে শুরু হয়ে থানা বাজার, উপজেলা কাউন্সিল, বাস টার্মিনাল থেকে ঘুরে এসে দীঘিনালা কলেজ গেইট সামনে চৌমুহনীতে একটি সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন পিসিপি'র দীঘিনালা কলেজ শাখার সভাপতি বিজয় চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের দীঘিনালা থানা শাখার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি জীবন চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের প্রতিনিধি চেইঞ্জী চাকমা এবং ইউপিডিএফ এর দীঘিনালা থানা শাখার সংগঠক কিশোর চাকমা। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের দীঘিনালা থানা শাখার সভাপতি অংকেন চাকমা এবং সমাবেশটি পরিচালনা করেন দীঘিনালা থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক নিউটন চাকমা।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষা সংক্রান্ত ৫দফা দাবিতে আন্দোলন করে আসছে। সরকারের কাছ থেকে পিসিপি'র উপরোল্লেখিত ৫দফা বাস্তবায়নের জন্য প্রতিশ্রুতি দিলেও আজও পর্যন্ত বাস্তবায়নের জন্য কোন উদ্যোগ দেখা যায়নি বলে বক্তারা অভিযোগ করেন।

কুতুকছড়ি(রাঙ্গামাটি): পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ রাঙ্গামাটির জেলা শাখার উদ্যোগে দুপুর ১২.০০টার সময় জেলা সদরের কুতুকছড়িতে অবস্থিত বড় মহাপুরম উচ্চ বিদ্যালয় গেইটের সামনে থেকে একই দাবিতে একটি বিক্ষোভ মিছিল আয়োজন করা হয়। মিছিলটি কুতুকছড়ি বাজার প্রদক্ষিণ করে একই জায়গায় এসে একটি সংক্ষিপ্ত সমাবেশের মাধ্যমে শেষ হয়। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন রাঙ্গামাটির জেলা শাখার পিসিপি'র দপ্তর সম্পাদক তাপুমনি চাকমা, রাঙ্গামাটি জেলা শাখার পিসিপি'র সভাপতি বিলাস চাকমা এবং সমাবেশটি পরিচালনা করেন পিসিপি'র সদস্য এডিশন চাকমা।

সমাবেশে বক্তারা হুঁশিয়ার উচ্চারণ করে বলেন পিসিপি'র শিক্ষা সংক্রান্ত ৫দফা দ্রুত বাস্তবায়ন করা না হলে আগামীতে সংগঠনটি কঠোর কর্মসূচি প্রদান করবে। এবং একই সাথে সরকারের দিকে তাকিয়ে না থেকে নিজনিজ এলাকায় নিজস্ব মাতৃভাষা চর্চা করার জন্য পাহাড়ি ছাত্র সমাজের কাছে আহ্বান জানান।

এছাড়াও খাগড়াছড়ির পানছড়ি, মহালছড়ি, গুইমারা এবং রাঙ্গামাটির নান্যাচরে একই দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

উল্লেখ্য, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের ৫ দফা দাবিগুলো হলো: ১. পার্বত্য চট্টগ্রামে সকল জাতি সত্তার মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা লাভের অধিকার নিশ্চিত করা, ২. জাতিসত্তার প্রতি অবমাননাকর যে কোন বক্তব্য পাঠ্যপুস্তক থেকে বাদ দেয়া, ৩. পাহাড়ি জাতিসত্তার সঠিক ও সংগ্রামী রাজনৈতিক ইতিহাস সম্বলিত পুস্তক পার্বত্য চট্টগ্রামের স্কুল ও কলেজের পাঠ্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা, ৪. বাংলাদেশের সকল জাতিসত্তার সংক্ষিপ্ত সঠিক তথ্য সম্বলিত পরিচিতিমূলক পুস্তক বাংলাদেশের জাতীয় শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা ও পার্বত্য কোটা বাতিল করে পাহাড়ি কোটা চালু করা।

রামগড়ে ইউপিডিএফ ও তিন সংগঠনের যৌথ সাংগঠনিক সফর

রামগড় প্রতিনিধি: ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ) পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের নেতৃবৃন্দ খাগড়াছড়ির রামগড় উপজেলার বিভিন্ন গ্রামে যৌথভাবে সাংগঠনিক সফর করেছে।

গত ২৭ ফেব্রুয়ারি হতে ৬ মার্চ পর্যন্ত সাংগঠনিক সফর কালে নেতৃবৃন্দ পার্বত্য চট্টগ্রামের সার্বিক পরিস্থিতি, এলাকায় শিক্ষা কার্যক্রম, মদ-জুয়া সহ নানা বিষয়ে এলাকার জনগণের সাথে আলোচনা করেন।

সফর টিমের মধ্যে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অঙ্কুর্জি মারমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার দপ্তর সম্পাদক শিখা চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের মাটিরাঙ্গা উপজেলা শাখার সভাপতি পঞ্চসেন ত্রিপুরা সহ ইউপিডিএফ'র স্থানীয় নেতৃবৃন্দরা ছিলেন।

সফরকালে নেতৃবৃন্দ নাকা পাড়া, দেওয়ান পাড়া, বড়ইতলী, বড়বলি, চাইন্দুলি পাড়া, আমতলি, নতুন পাড়া ও নাক্রাই পাড়ার জনগণের সাথে সাংগঠনিক মিটিং করেন। এসময় নেতৃবৃন্দ বিভিন্ন বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য খাতা, কলম, স্কেল, জ্যামিতি বক্স সহ বিভিন্ন শিক্ষা সামগ্রীও বিতরণ করেন।

সাজেকে গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের যৌথ সম্মেলন অনুষ্ঠিত

রাঙামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলার সাজেক ইউনিয়নে গত ১০ ফেব্রুয়ারি রবিবার গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের যৌথ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। সম্মেলন শেষে ১৭ সদস্য বিশিষ্ট গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সাজেক ইউনিয়ন শাখার(বিশেষ থানা মর্যাদা) নতুন কমিটি ও ১৩ সদস্য বিশিষ্ট পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কমিটি গঠন করা হয়।

সকাল ১১টায় সাজেক ইউনিয়নের গঙ্গারাম দোর বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সাজেক ইউনিয়ন শাখার বিদায়ী সভাপতি আনন্দ চাকমার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন ইউনাইটেড পিপল্‌স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ)-এর কেন্দ্রীয় সংগঠক শান্তিদেব চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক মন্ত্রী চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের বাঘাইছড়ি উপজেলা শাখার সভাপতি চিরেশন চাকমা, খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সহ সভাপতি শান্তবীর চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের দীঘিনালা থানা শাখার সভাপতি অংকেন চাকমা, সাজেক ভূমি রক্ষা কমিটির সভাপতি জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা, সাজেক নারী সমাজের সভাপতি নিরূপা চাকমা ও মিটন চাকমা প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে নিপীড়ন-নির্যাতন অব্যাহত রয়েছে। সাজেক থেকে পাহাড়িদের উচ্ছেদ করার লক্ষ্যে বার বার হামলা চালানো হয়েছে। ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিয়ে ছারখার করে দেয়া হয়েছে। লক্ষী বিজয়, বুদ্ধপুদি ও সাদু মনি চাকমাকে খুন করা হয়েছে।

বক্তারা পার্বত্য চট্টগ্রামে পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন জোরদার করার মাধ্যমে সকল ধরনের নিপীড়ন-নির্যাতনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হওয়ার জন্য ছাত্র-যুব সমাজের প্রতি আহ্বান

সম্মেলন শেষে সকলের সম্মতিক্রমে সুপন চাকমাকে সভাপতি, স্বাগতম চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক ও ধনেশ্বর চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করে গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সাজেক ইউনিয়ন শাখার (থানা শাখার মর্যাদা) নতুন কমিটি এবং বিপন জ্যোতি চাকমাকে সভাপতি, জিকো চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক ও অতুল জীবন চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সাজেক ইউনিয়ন কমিটি গঠন করা হয়।

পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের গুইমারা উচ্চ বিদ্যালয় শাখার ২য় কাউন্সিল সম্পন্ন

বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ(পিসিপি)-এর গুইমারা উচ্চ বিদ্যালয় শাখার ২য় কাউন্সিল গত ১৪ মার্চ বৃহস্পতিবার সম্পন্ন হয়েছে।

সকাল সাড়ে ১১টায় গুইমারা সদরে অনুষ্ঠিত কাউন্সিল অধিবেশনে চাইলাপ্রু মারমার সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সাবেক কেন্দ্রীয় সভাপতি অংগ্য মারমা, খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি উমেশ চাকমা, মাটিরাঙ্গা কলেজ শাখার সভাপতি প্রবীর ত্রিপুরা ও গুইমারা থানা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক চিরজ্যোতি চাকমা প্রমুখ।

বক্তারা অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে ছাত্র সমাজকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

সমাবেশ শেষে ২১ সদস্যের কার্যকরী কমিটি করে ৪১ সদস্য বিশিষ্ট নতুন কমিটি গঠন করা হয়। কমিটিতে কাজুরী চৌধুরীকে সভাপতি, কুশিন তালুকদারকে সাধারণ সম্পাদক ও জমলু ত্রিপুরাকে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়।

চট্টগ্রামে ইউপিডিএফ সহ চার সংগঠনের কর্মীসভা অনুষ্ঠিত

পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের সংগ্রাম বেগবান করার জন্য দৈনন্দিন রাজনৈতিক কার্যকলাপে শৃঙ্খলা ও আদর্শকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরার উপর গুরুত্বারোপ করে চট্টগ্রামের চেরাগি পাহাড়স্থ ইসলামাবাদী মেমোরিয়াল হলে ইউপিডিএফ, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের উদ্যোগে গত ১ ফেব্রুয়ারি দিনব্যাপী এক কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মী সভায় নগরীর বিভিন্ন এলাকাসহ বান্দরবান, কাউখালী, রাঙ্গামাটি থেকে চার সংগঠনের শতাধিক কর্মী উপস্থিত ছিলেন। কর্মীসভায় সভাপতিত্ব করেন ইউপিডিএফ চট্টগ্রাম অঞ্চলের সমন্বয়ক মিঠুন চাকমা। সভায় বক্তব্য রাখেন ইউপিডিএফ বান্দরবান জেলার সমন্বয়ক ছোটেন কান্তি তঞ্চঙ্গ্যা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মাইকেল চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ কেন্দ্রীয় সভাপতি সুমেন চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক রীনা দেওয়ান, গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সভাপতি জিকো মারমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ চট্টগ্রাম মহানগর শাখার আহ্বায়ক সুকৃতি চাকমা, সুমন চাকমা, বিজয় চাকমা, সেবিকা চাকমা প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সভাপতি সিমন চাকমা।

সভার প্রথমে শহীদদের স্মরণে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। ১৯৯৮ সালের পর থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামে এ পর্যন্ত ইউপিডিএফ এর ২৪৬ জন নেতা-কর্মী-সমর্থক সরকার এবং সন্তু লারমার সশস্ত্র গ্রুপের হাতে খুন হয়েছেন।

এরপরে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় নেতৃবৃন্দ বলেন, চট্টগ্রামে বিগত বছরগুলোতে সন্তু লারমার পাড়ারা সংগঠনের কার্যক্রম শুরু করতে নানা ধরণের চক্রান্ত করেছে। মিথ্যা মামলা দিয়ে সংগঠনের কর্মীদের পুলিশের হাতে ধরিয়ে দিয়েছে। চট্টগ্রামের বন্দর এলাকায় তারা ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছিল। ২০১১ সালের ২৩ এপ্রিল তারা লেলিন চাকমা নামে যুব ফোরামের এক সমর্থককে অপহরণ করে। দুই বছরেও তার হদিশ তার পরিবার পায়নি। তারা লোকজনের কাছ থেকে জোরপূর্বক অর্থ কেড়ে নিতো, বিচারের নামে সাধারণ জনগণকে তটস্থ করে রাখত। বিগত এক বছরে তাদের সন্ত্রাসের সীমা ছাড়িয়ে গেলে জনগণের সহযোগিতায় তাদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়।

কর্মীসভায় নেতৃবৃন্দ পূর্ণস্বায়ত্তশাসনের সংগ্রাম বেগবান করার জন্য দৈনন্দিন রাজনৈতিক কার্যকলাপে শৃঙ্খলা ও আদর্শকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরার উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, একমাত্র পূর্ণস্বায়ত্তশাসন আদায়ের মাধ্যমেই পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রকৃত শান্তি ফিরে আসবে।

নেতৃবৃন্দ নিপীড়ন নির্যাতন করে পার্বত্য চট্টগ্রামের আন্দোলন দমন করা যাবে না বলে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত কর্মীসভা থেকে নেতৃবৃন্দ আগামীতে চট্টগ্রামে পার্টি ও তিন সংগঠনের কাজ বৃদ্ধির জন্য আরো সক্রিয় ভূমিকা রাখতে কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান।

বড় মহাপুরম উচ্চ বিদ্যালয়ে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কমিটি গঠিত

রাঙ্গামাটির কুতুকছড়িস্থ বড় মহাপুরম উচ্চ বিদ্যালয়ে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ(পিসিপি)-এর কমিটি গঠন করা হয়েছে।

গত ২৩ মার্চ শনিবার দুপুর পৌনে ১২টায় বিদ্যালয় পাঠাগার ভবনের হলরুমে এক সভার মাধ্যমে ২১ সদস্য বিশিষ্ট এ কমিটি গঠন করা হয়।

কমিটিতে রূপম চাকমাকে সভাপতি, সুখময় চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক ও শশি চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়।

কমিটি গঠন সভায় পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের রাঙ্গামাটি জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক বাবলু চাকমা ও দপ্তর সম্পাদক তাপুমনি চাকমা উপস্থিত ছিলেন।

৪র্থ বর্ষ ‖ ২য় সংখ্যা ‖ ৬ এপ্রিল ২০১৩ ‖ জাতীয় ডাক

সম্পাদকীয়

৪র্থ বর্ষ ‖ ২য় সংখ্যা ‖ ৬ এপ্রিল ২০১৩

জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষা না হলে বৈসাবি উৎসব হবে অর্থহীন

বছরের পরিক্রমায় চৈত্রের বিদায় লগ্নে প্রতিবারের মত এবারও ধ্বনিত হচ্ছে ঐতিহ্যবাহী মহান উৎসব বৈসাবি'র আগমনী বার্তা। আগেকার দিনে এ সময় যেভাবে উৎসবের ধুম পড়ে যেত, রাজনৈতিক কারণে এখন আর সেভাবে হয় না। বরং উৎসব ঘনিয়ে এলে অজানা অঘটনের আশঙ্কায় দিন কাটে। মানুষের মন থেকে বিস্মৃত হয় নি সেই ভয়াবহ স্মৃতি-- বৈসাবি উৎসবের প্রাক্কালেই ঘটেছিল স্মরণাতীত কালের লোগাঙ হত্যাকাণ্ড, বাঘাইছড়িতে নরপিশাচের গুলিতে বাবার সাথে প্রাণ হারিয়েছিল দুই বছরের শিশু অর্কি, ঘাতক দলের নিকট অস্ত্রের চালান পৌঁছে দিতে গিয়ে জনতার হাতে ধরা খেয়েছিল ডিজিএফআই-এর মেজর মেহবুব। রামগড়ের শনখোলাতে ভূমি বেদখল করতে সেনাচক্রের যোগসাজশে গ্রামবাসীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল সেটলাররা। নৃশংস আক্রমণের শিকার হয়েছিল এক মারমা শিশুসহ (যার রক্তাক্ত ছবি দেখে শিউরে উঠেছিল দেশ-বিদেশের সংবেদনশীল ব্যক্তিগণ) অনেক নিরীহ গ্রামবাসী ও পথচারী।

বিতর্কিত 'পার্বত্য চুক্তির' পূর্বে নিপীড়নকারী পক্ষ ছিল সরকার-সেনাবাহিনী, চুক্তি ও সারেন্ডারের পর জনতার পক্ষ ত্যাগ করে নিপীড়নকারী শিবিরে যুক্ত হয়েছে সন্তু লারমাচক্র। তাতে উৎসাহ ও প্ররোচনা পেয়ে পাহাড়ি আওয়ামী লীগার ও বিএনপিভুক্ত ধান্দাবাজ ব্যক্তিবর্গ নির্দ্বিধায় জাতীয় স্বার্থবিরোধী কর্মকাণ্ড বাড়িয়ে দিয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলন বাধাগ্রস্ত ও দুর্বল করতে একযোগে উঠে পড়েছে লেগেছে সকল প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি। একদিকে সশস্ত্র আক্রমণ চালাচ্ছে সন্তুচক্র, তার সমান্তালে সমাজে ভাঙন ধরিয়ে জনগণকে বিভ্রান্ত করতে সক্রিয় রয়েছে পাহাড়ি আওয়ামী লীগার ও বিএনপিওয়ালারা।

'৭১ সালে হানাদার পাঞ্জাবি সেনাদের যোগসাজশে রাজাকার-আল বদর বাহিনী যেভাবে নিরীহ সাধারণ বাঙালি জনগণের ওপর অত্যাচার চালাত, ধরে ধরে যুবকদের হত্যা করত, পার্বত্য চট্টগ্রামে বর্তমানে একই কায়দায় খুন-খারাবি ধ্বংসযজ্ঞ চালাচ্ছে সন্তু লারমার ভাড়াটে পাণ্ডারা। পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের মধ্যে বিভাজন ও ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত বাঁধিয়ে দেয়াই ছিল শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগ সরকারের লক্ষ্য, যা রাঙামাটির পুলিশ সুপার হুমায়ুন কবীর বেফাঁসে বলে ফেলেছিলেন। রাঙামাটি এসপি'র বক্তব্য যে মিথ্যা নয়, তা সরকার বদলের সময় বারে বারে প্রমাণিত হয়েছে। ক্ষমতার শেষ মেয়াদে সম্প্রতি রাঙামাটি সফরে গিয়ে শেখ হাসিনা পার্বত্যবাসীকে ধমক দিয়ে আবারও তার সরকারের পলিসি পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। রাঙামাটি ভাষণে শেখ হাসিনা চুক্তি বাস্তবায়নের কোন কথাই বলেন নি। শান্তিবাহিনীর অস্ত্র সমর্পণের দিন খাগড়াছড়ি স্টেডিয়ামেও শেখ হাসিনা 'পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনবাহিনী সেটলার সবই থাকবে' বলে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন। চুক্তির পর ঠিকই সেনাবাহিনী সেটলার বহাল তবিয়তে রয়েছে। দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে শেখ হাসিনা নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার চুক্তি বাস্তবায়ন তো দূরের কথা, পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ি জনগণের জাতিসত্তার অস্তিত্ব পর্যন্ত স্বীকার করছে না। বিতর্কিত পঞ্চদশ সংশোধনী আইন পাস করিয়ে পাহাড়ি জনগণের ওপর বাঙালি জাতীয়তা চাপিয়ে দিয়েছে। মুখে সরকারের কর্তা ব্যক্তিরা যে যাই বলুক, দেশের সংবিধানে বাঙালি ভিন্ন অন্য কোন জাতির স্বীকৃতি নেই।

দেশের এ পরিস্থিতিতে বৈসাবি উৎসব অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের সকল জাতিসত্তার সম্মুখে করণীয় হচ্ছে, স্ব স্ব জাতীয় ঐতিহ্য সংস্কৃতির চর্চার মাধ্যমে নিজ নিজ জাতিকে বিশ্ববাসীর নিকট তুলে ধরা। জাতিসত্তার স্বীকৃতি আদায়ে তৎপর হওয়া। রূঢ় হলেও একটি বিষয় বলা দরকার, পাহাড়িদের মধ্যে বিত্তশালী লোকও রয়েছে, এদের অনেকে রাতারাতি দুর্নীতি অসাধু কারবার করে আঙুল ফুলে কলাগাছ বনে গেছে, তাও অস্বীকার করার উপায় নেই। নব্যধনী এ অংশটি সমাজে কৃত্রিম জাঁকজমক, সাজগোজ, খানাপিনার বাহার দেখিয়ে নিজেদের অবস্থান জানান দিতে দৃষ্টিকটু রকমের মরিয়া হয়ে উঠেছে। ফলে বৈসাবি উৎসবে সমাজে যে ঐক্য সংহতি ভাব জাগ্রত হয়, তার বিপরীতে সমাজে সৃষ্টি হয় দূরত্ব, অনৈক্য ও বিদ্বেষ। সরকার-সেনা মদদেও নীল নক্সা মাফিক টাকা দিয়ে তামাশার আয়োজন হয়ে থাকে, তাতে চিহ্নিত কিছু লোকের পকেট ভারি হয়, পরিণামে ক্ষতি হয় ব্যাপক জনগণের।

নিজেদের বৈচিত্র্যপূর্ণ এবং উন্নত সংস্কৃতি চর্চা, অনুশীলনের মাধ্যমে জাতীয় পরিচিতি তুলে ধরা সম্ভব এবং এর মাধ্যমে জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার সংগ্রামও হয়ে উঠবে জোরদার। আমরা যাতে ভুলে না যাই, জাতীয় অস্তিত্ব না থাকলে জাতীয় উৎসব হবে অর্থহীন।

আমাদের শিক্ষা হবে কবে?

অনন্ত মারমা

বর্তমান সরকারের মেয়াদ শেষ হতে আর মাত্র নয় মাস বাকি। অথচ পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণকে সরকারের দেয়া প্রতিশ্রুতির কোনটাই পূরণ হয়নি। তথাকথিত শান্তিচুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়নও সুদূরপরাহত। এই চুক্তির মধ্যে বহু দুর্বলতা রয়েছে। তারপরও এর দু'টি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সেনা ক্যাম্প প্রত্যাহার ও ভূমি কমিশনের মাধ্যমে ভূমি সমস্যার সমাধান করা। প্রথমোক্তটির ব্যাপারে বলা যায়, সরকার ২০০৯ সালের মধ্যভাগে কয়েকটি ক্যাম্প প্রত্যাহারের লোক দেখানো সিদ্ধান্ত নিলেও, সেই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করতে গোপনে সেটলারদের উস্কে দেয়। এরপর সেটলারদের "বিক্ষোভকে" অজুহাত হিসেবে দেখিয়ে সেনা প্রত্যাহার কার্যক্রম পুরোপুরি বন্ধ করা হয়। এখানে বলা দরকার, কিছু বেস ক্যাম্প প্রত্যাহার ও বেসামরিকীকরণ এক কথা নয়। যে কোন সরকার বা সামরিক বাহিনী নিজেদের সামরিক প্রয়োজনে বা কাজের সুবিধার্থে প্রায়শ এক এলাকা থেকে ক্যাম্প গুটিয়ে অন্য এলাকায় মোতায়েন করে থাকে। অপরদিকে, বেসামরিকীকরণ বলতে আমরা বুঝি কোন এলাকা থেকে সেনাবাহিনী প্রত্যাহারসহ সিভিল প্রশাসনের ওপর থেকে সেনা নিয়ন্ত্রণ বা হস্তক্ষেপ তুলে নেয়া। পার্বত্য চুক্তিতে বেসামরিকীকরণের কোন উল্লেখ নেই।

পার্বত্য চট্টগ্রামে ভূমি সমস্যারও সমাধান হয়নি। বরং আরো জটিল হয়েছে। গত জরুরী অবস্থার সময় বেদখল হওয়া শত শত একর জমিসহ সেটলারদের দ্বারা এ যাবত জোরপূর্বক দখলকৃত জমি ফেরত দেয়ার কোন উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। বরং এ সরকারের আমলে সাজেক ও মানিকছড়িসহ বিভিন্ন এলাকায় নতুন করে জমি বেদখলের চেষ্টা করা হয়েছে বা কোন কোন ক্ষেত্রে জবরদখল করা হয়েছে। ভূমি সমস্যা সমাধানের জন্য চুক্তি মোতাবেক যে ভূমি কমিশন গঠন করা হয়েছে তার বিভিন্ন বিতর্কিত কার্যকলাপ এই সমস্যাকে আরো বেশী জটিল করে তুলেছে। গত বছর ১৯ জুলাই ভূমি কমিশনের চেয়ারম্যান খাদেমুল ইসলামের মেয়াদ শেষ হওয়ার পর নতুন কাউকে এখনো পর্যন্ত নিয়োগ দেয়া হয়নি। ভূমি কমিশন আইনের বিতর্কিত ধারাগুলো সংশোধনের সিদ্ধান্ত নেয়া হলেও আজ পর্যন্ত তা বাস্তবায়নের কোন লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। সরকারের পক্ষ থেকে বহু আগে বলা হয়েছিল জাতীয় সংসদের 'আগামী অধিবেশনে' বিল উত্থাপন করা হবে। সেই পর থেকে সংসদের বেশ কয়েকটি অধিবেশন শেষ হয়েছে, কিন্তু সেই 'আগামী অধিবেশন' এখনো আসেনি। কবে আসবে তাও কেউ বলতে পারছে না।

চুক্তি বাস্তবায়নের এই যখন অবস্থা তখনও প্রধানমন্ত্রীর পররাষ্ট্র বিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভী প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলেছেন। গত ২ ডিসেম্বর ঢাকায় পার্বত্য চুক্তির দেড় দশক পূর্তির এক আলোচনা সভায় তিনি বলেছেন, 'এক বছরের মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন হবে।' এ নিয়ে কোনো সন্দেহের অবকাশ নেই বলেও দাবি করেন তিনি। ([illegible] : http://www.samakal.com.bd/details.php?news=17&action=main&menu_type=&option=single&news_id=310843&pub_no=1245&type=)

প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সরকারের বিভিন্ন স্তরের মন্ত্রী-উপদেষ্টারা আজ পর্যন্ত কতবার যে চুক্তি বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তার হিসাব করা কঠিন। কিন্তু তাদের সেই প্রতিশ্রুতি কথার কথাই রয়ে গেছে। সরকার কেবল প্রতিশ্রুতির ফুলঝুরি দিয়ে তার মেয়াদ পার করতে চলেছে। নির্বাচন ঘনিয়ে আসলে হয়তো আমাদের আবার শোনানো হবে, 'সরকার চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য আন্তরিক। চুক্তির বেশ কিছু ধারা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। কিন্তু অমুক অমুক কারণে চুক্তির পূর্ণ বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়নি। আবার ক্ষমতায় আসলে অবশ্যই পূর্ণ বাস্তবায়ন করা হবে।' এভাবে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে আওয়ামী লীগ পাহাড়ি জনগণকে বার বার ঠকাচ্ছে। ন্যাড়া একবারই বেল তলায় যায়। কিন্তু বার বার প্রতারিত হওয়ার পরও অনেকের শিক্ষা হয় না। সন্তু গ্রুপ তো বেল তলায় গিয়ে গাছ থেকে ঝরে পড়া বেলের আঘাতে মাথা ফেটে ফেলেছে বেশ কয়েকবার। কিন্তু তারপরও সে আওয়ামী লীগের বেল তলায় যাবেই। সম্প্রতি সন্তু লারমা জুরাছড়িতে এক সমাবেশে বলেছেন তিনি চুক্তি বাস্তবায়নের আশা ছেড়ে দিয়েছেন। কিন্তু তারপরও তিনি চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য আন্দোলনে যাবেন না। চুক্তির পর গত পনের বছরে তিনি সরকারের বিরুদ্ধে কেবল আস্ফালনই করেছেন। চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য কখনো রক্ত দেয়ার শপথ নিয়েছেন, কখনো সশস্ত্র সংগ্রামে ফিরে যাওয়ার হুমকি দিয়েছেন, আবার কখনো কঠোর আন্দোলনের কথা বলেছেন। কিন্তু সরকারের বিরুদ্ধে চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য কোন ধরনের আন্দোলনে না গিয়ে তিনি আঞ্চলিক পরিষদের গদি রক্ষার জন্য দালালিই করে চলেছেন। তিনি কথায় ভীষণ বিপ্লবী, কিন্তু কাজে করেন সরকার ও সেনাবাহিনীর দালালী। ইউপিডিএফ বহু আগেই সন্তু গ্রুপের সাথে বৈঠকে ও পরে বিবৃতি দিয়ে চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলনে পূর্ণ সহযোগিতা দেয়ার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছে। তারপরও সন্তু লারমা চুক্তি বাস্তবায়নের জন্য আন্দোলনে যেতে রাজী হননি। তবে তিনি চুক্তি বাস্তবায়নের আন্দোলন কর্মসূচী ঘোষণা না করলেও, ইউপিডিএফ ও জেএসএস (এম এন লারমা) এর বিরুদ্ধে সশস্ত্র হামলা অব্যাহত রেখেছেন। তার কাছে চুক্তি বাস্তবায়ন বড় নয়, এই দুই দলের নেতাকর্মী ও সমর্থকদের খুন করাই হলো তার আসল কর্মসূচী। আর এই সুযোগে পাহাড়ি স্বার্থ বিরোধী দল আওয়ামী লীগ ও বিএনপি তাদের সাংগঠনিক শক্তি বৃদ্ধি করে চলেছে।

এটা আজ স্পষ্ট, আওয়ামী লীগের কথায় বিশ্বাস করে ভোট দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ বার বার প্রতারিত হয়েছেন। শুধু তাই নয়, আওয়ামী লীগ প্রতিদান হিসেবে তাদেরকে সংবিধানে 'বাঙালি' হিসেবে চিহ্নিত করেছে। সাজেক, খাগড়াছড়ি, মানিকছড়ি-রামগড়, লংগদু ও রাঙামাটি শহরে সাম্প্রদায়িক হামলা উপহার দিয়েছে।

যাই হোক, এটা আজ স্পষ্ট, আওয়ামী লীগের কথায় বিশ্বাস করে ভোট দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণ বার বার প্রতারিত হয়েছেন। শুধু তাই নয়, আওয়ামী লীগ প্রতিদান হিসেবে তাদেরকে সংবিধানে 'বাঙালি' হিসেবে চিহ্নিত করেছে। সাজেক, খাগড়াছড়ি, মানিকছড়ি-রামগড়, লংগদু ও রাঙামাটি শহরে সাম্প্রদায়িক হামলা উপহার দিয়েছে। আর পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে নির্বাচিত তিন এমপি এর বিরুদ্ধে জাতীয় সংসদে কিংবা বাইরে টুঁ শব্দ পর্যন্ত উচ্চারণ করেনি। অথচ পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন আসনের যে কোন একটি আসনে হলেও যদি স্বতন্ত্র প্রার্থী নির্বাচিত হতেন, তাহলে এই অবস্থা হতো না। তিনি জাতীয় সংসদের ভেতরে ও দেশে বিদেশে পার্বত্য চট্টগ্রামের জনগণের দাবি ও আশা আকাঙ্ক্ষার কথা এবং এলাকার প্রকৃত চিত্র তুলে ধরতে পারতেন। অতীতের দিকে তাকালে দেখা যায়, পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে স্বতন্ত্র ও দলীয় উভয় প্রার্থী নির্বাচিত হয়েছেন। ১৯৭০ ও ১৯৭৩ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে পরাজিত করে স্বতন্ত্র প্রার্থী জয়ী হয়েছিলেন। ১৯৯১ সালেই আওয়ামী লীগ পার্বত্য চট্টগ্রামে প্রথমবারের মতো আসন লাভ করে। পরবর্তী নির্বাচনে বিএনপি প্রার্থীও বিজয়ী হয়। কিন্তু এই দলীয় প্রার্থীরা পাহাড়ি হলেও তারা পাহাড়িদের জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় কোন ভূমিকা পালন করেনি। অপরদিকে দেখা যায় কেবল স্বতন্ত্র প্রার্থীরাই নির্বাচিত হয়ে জনগণের জন্য নিঃস্বার্থভাবে কাজ করেছিলেন। এর থেকে আমাদের অবশ্যই শিক্ষা নিতে হবেএবং ভবিষ্যতে যাতে জনগণের নিজস্ব প্রার্থী জয়যুক্ত হয় সে জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাতে হবে। তা না হলে আমাদেরকে বার বার ঠকতে হবে। ■

ইউপিডিএফ ও জেএসএস-এর মধ্যে অনুষ্ঠিত বৈঠক ও সমঝোতা প্রসঙ্গে

এন চাকমা

(গত সংখ্যার পর)

সমঝোতার শর্ত লঙ্ঘন: কিন্তু কয়লা ধুলেও যায় না ময়লা। এর কিছুর পরও সন্তু লারমার চরিত্রেরও কোন পরিবর্তন হয়নি। ওই সমঝোতার পর সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনের পরিবর্তে, ভূমি বেদখলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার বদলে (তখন জরুরী অবস্থা, ভূমি বেদখল চরম আকার ধারণ করেছিল), এক কথায় জনগণের স্বার্থে কাজ করার পরিবর্তে তিনি আবার নতুন করে অস্ত্র গোলাবারুদ এবং তার সশস্ত্র গ্রুপের জন্য জনবল সংগ্রহে নেমে পড়েন। অপরদিকে ইউপিডিএফ এ সময় ভূমি রক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা চালায়। ইউপিডিএফ সমঝোতার শর্ত অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছে বলে ২০০৮ সালের মধ্যভাগ থেকে ২০০৯ সালের এপ্রিল পর্যন্ত হানাহানি বন্ধ থাকে। কিন্তু সন্তু গ্রুপ সমঝোতাকে কাজে লাগিয়ে আবার সশস্ত্র শক্তি বৃদ্ধি করার পর ২০০৯ সালের মে থেকে আবার আঘাত হানতে শুরু করে। ৫ মে দীঘলছড়ি গ্রামের সন্ধি ওরফে সিদোল্যা চাকমাসহ ইউপিডিএফ সদস্য পরেশ চাকমাকে সন্তু গ্রুপের সদস্যরা রাঙামাটি থেকে চিকিৎসা পেয়ে ফেরার পথে সুবলং বাজার থেকে অপহরণ করে। এর পর মধুমঙ্গল চাকমা, কমলেশ্বর চাকমা ওরফে চাদি, ভিডব্লিউএফ সদস্য রাজু, প্রশান্ত চাকমা ওরফে ফুলনালসহ ইউপিডিএফের আরো অনেক কর্মী ও সমর্থককে অপহরণ ও খুন করে এবং এর ধারাবাহিকতায় এক পর্যায়ে ইউপিডিএফ এর দুই কেন্দ্রীয় নেতা রুইখই মারমাকে ২০০৯ সালের ২ অক্টোবর ও অনিমেষ চাকমাকে ২০১১ সালের ২১ মে নৃশংসভাবে হত্যা করে। সেই পর থেকে আজ অবধি সন্তু গ্রুপের আক্রমণ অব্যাহত রয়েছে। ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত বন্ধের জন্য সন্তু লারমার প্রতি ধর্মীয় গুরুসহ বিভিন্ন মহলের আহ্বান এবং সাধারণ জনগণের বিক্ষোভ ও দাবি সত্ত্বেও তিনি এই আক্রমণ এখনো অব্যাহত রেখেছেন।

সন্তু গ্রুপ গোপনে প্রচার করে যে, ইউপিডিএফ রাঙামাটিতে সন্তু লারমার গাড়ি বহরে হামলা করে সাজেক সমঝোতা লঙ্ঘন করেছে। এটা তাদের একটা জঘন্য মিথ্যাচার। প্রথমত, সন্তু লারমার গাড়ি বহরে কোন হামলা হয়নি, সেটা ছিল গণতান্ত্রিক পন্থায় জনগণের স্বতস্ফূর্ত প্রতিবাদ। দ্বিতীয়ত, চুক্তিতে রাজনৈতিক প্রতিবাদ করা যাবে না সে রকম কোন শর্ত ছিল না। তৃতীয়ত, চুক্তিটি কার্যকরী ছিল ২০০৭ সালের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত, অপরদিকে, সন্তু লারমার গাড়ি বহরে ইটপাটকেল নিক্ষেপ করে প্রতিবাদ জানানো হয় ২০১০ সালে।

সন্তু গ্রুপ আরো প্রচার করে যে, ২০০৮ সালের জুলাই মাসে কিরণ চাকমা নামে বাঘাইছড়ির সাজেক এলাকায় তাদের এক কর্মীকে মেরে ফেলে। (২৫ সেপ্টেম্বর ২০১২ পিস ক্যাম্পেইন গ্রুপ কর্তৃক ইউপিডিএফের দেয়া ঐক্যবদ্ধ কর্মসূচীর প্রস্তাবের প্রেক্ষিতে জেএসএস-এর অবস্থান তুলে ধরে বিবৃতি)। এটাও জঘন্য মিথ্যাচার ছাড়া আর কিছু নয়। সাজেকের চতুর্থ বৈঠকে সন্তু গ্রুপের প্রতিনিধি আশীষ চাকমা লিখিতভাবে যে ৩/৪টি ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলেছিলেন তার মধ্যে কোন জেএসএস কর্মীকে মেরে ফেলার কথা ছিল না। তিনি তাদের কর্মীদের আত্মসমর্পণের বাধ্য করা, হুমকি দেয়া, হাড়ি পাতিল কেড়ে নেয়া ইত্যাদি ঘটনার উল্লেখ করেছিলেন, যার অধিকাংশ তারিখবিহীন এবং পরে দেখা গেছে সেগুলো ঘটেছে সাজেকের সমঝোতা প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার আগে। সন্তু গ্রুপসহ সবাই জানে, কিরণ চাকমা নিহত হয়েছিলেন জেএসএস-এর দুই গ্রুপের সংঘাতের ফলে। সে কারণে জেএসএস চতুর্থ দফার বৈঠকে এবং তৎ পরবর্তী কোন সময় ইউপিডিএফের বিরুদ্ধে কিরণ চাকমাকে হত্যা করার অভিযোগ তোলেনি। কিরণ চাকমা ছাড়াও সে সময় দীঘিনালা ও বাঘাইছড়ির সাজেক-শিজক এলাকায় জেএসএস এর দুই গ্রুপের মধ্যে চলা সংঘর্ষে উভয় পক্ষের বেশ কয়েকজন নেতাকর্মী হতাহত হয়েছিলেন।

বিশ্লেষণ: জেএসএস-এর মধ্যে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, বিভক্তি ও সংকট, জেএসএস এর সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ দল থেকে বেরিয়ে আসার কারণে কোণঠাসা হয়ে পড়া, জরুরী অবস্থার সময় গ্রেফতার হওয়ার আশঙ্কা ইত্যাদি কারণে সন্তু লারমা পঞ্চম বৈঠকটি চেয়েছিলেন। অথচ উক্ত বৈঠকের প্রস্তাব দেয়ার কিছুদিন আগে তিনি ইউপিডিএফকে নির্মূলের কর্মসূচী দলীয় কংগ্রেসে নতুনভাবে দ্বিতীয় বারের মতো পাশ করিয়েছিলেন এবং ইউপিডিএফের সাথে কয়েক মাস আগে স্বাক্ষর করা সমঝোতা চুক্তি (২০০৬ সালের) লঙ্ঘন করেছিলেন। মূলত পার্টির অভ্যন্তরীণ সংকট থেকে উত্তরণ এবং নতুন করে শক্তি সঞ্চয় করতে সময় নেয়ার জন্যই সন্তু লারমার জেএসএস ইউপিডিএফের সাথে সাজেক সমঝোতার জন্য জোড়জোর করেছিলেন।

৭ম বৈঠক: সংসদ নির্বাচন সংক্রান্ত:
ইউপিডিএফ নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বহু আগে থেকে দুই পার্টির মধ্যে নির্বাচনী ঐক্যের জন্য সন্তু গ্রুপকে বলে আসছিল। কিন্তু সন্তু গ্রুপ তাতে সাড়া না দিয়ে আগের মতো আওয়ামী লীগ অথবা বিএনপির লেজ ধরার নীতি গ্রহণ করে। সন্তু লারমা নিজে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির সাথে নির্বাচনী ঐক্যের জন্য বহু চেষ্টা করেছিলেন, দৌড়ঝাঁপ মেরেছিলেন এবং ঢাকায় গিয়ে এই দুই দলের নেতাদের কাছে ধর্ণা দিয়ে অনুনয় বিনয় ও কান্নাকাটি করেছিলেন। কিন্তু তাতে কোন ফায়দা না হওয়ায় শেষমেষ নিরাশ হয়ে রাঙামাটি ও বান্দরবান এই দুই আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী দেন। উল্লেখ্য, ইতিপূর্বে ১৯৯১ ও ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে জেএসএস আওয়ামী লীগকে ভোট দেয়ার জন্য জুম্মদেরকে বাধ্য করেছিল। আর চুক্তির পর ২০০১ সালের নির্বাচনে জেএসএস নির্বাচন বর্জন ও প্রতিহত করার ঘোষণা দিলেও রাঙামাটি আসনে বিএনপিকে ভোট দেয়ার জন্য অনেক এলাকার লোকজনকে বাধ্য করেছিল।

যাই হোক, ২০০৮ সালের নির্বাচনের বেলায় আওয়ামী লীগ ও বিএনপির কাছ থেকে সাড়া না পাওয়ার পর হতাশ হয়ে রাঙামাটি ফিরে এসে সন্তু বাবু স্বতন্ত্রভাবে নির্বাচনে প্রার্থী দিতে বাধ্য হন এবং পড়ন্ত বেলায় ইউপিডিএফের সাথে নির্বাচনী ঐক্যের জন্য চেষ্টা চালান। সন্তু গ্রুপ বৈঠকের প্রস্তাব দিলে ২৩ ডিসেম্বর ২০০৮ রাঙামাটির কুতুকছড়িতে দুই পক্ষের মধ্যে নির্বাচন সংক্রান্ত আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে সন্তু গ্রুপের পক্ষে উপস্থিত ছিলেন দেবাশীষ বাবু ও কান্ত বাবু। ইউপিডিএফের প্রতিনিধিত্ব করেন আনন্দ প্রকাশ চাকমা ও শান্তিদেব চাকমা। এ ছাড়া বেশ কয়েকজন যুবকর্মীও এতে উপস্থিত ছিলেন।

সময় থাকতে নির্বাচন বিষয়ে আলোচনা করতে রাজী না হওয়ায় ইউপিডিএফ নেতৃবৃন্দ বৈঠকে সন্তু গ্রুপের প্রতিনিধিদের ভর্ৎসনা করেন এবং ইতিপূর্বেকার সমঝোতার শর্ত লঙ্ঘনের জন্য সমালোচনা করেন। সন্তু গ্রুপের প্রতিনিধিরা এসব বিষয় সম্পর্কে অবহিত নন বলে জানান। তারা বৈঠকে সন্তু গ্রুপের পক্ষে সিদ্ধান্ত দিতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত বা Plenipotentiary কিনা প্রশ্ন করা হলে তারা প্রথমে ইতিবাচক উত্তর দেন, কিন্তু পরে যখন তাদের সশস্ত্র দলের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত দেয়ার প্রশ্ন উঠে তখন তারা বলেন তারা সিদ্ধান্ত প্রদানের ক্ষমতা নিয়ে বৈঠকে আসেননি। ফলে শেষ মুহূর্তে কোন ধরনের সমঝোতা ছাড়াই বৈঠক শেষ হয়। তবে সমঝোতা না হলেও সন্তু গ্রুপ নির্বাচনের আগের দিন ইউপিডিএফের সাথে তাদের সমঝোতা হয়েছে বলে বিভিন্ন জায়গায় ষড়যন্ত্রমূলকভাবে প্রচার চালিয়ে ইউপিডিএফ সমর্থকদের ভোট তাদের প্রার্থীদের পক্ষে আদায়ের চেষ্টা চালান।

বিশ্লেষণ: সন্তু গ্রুপ আওয়ামী লীগ ও বিএনপির কাছ থেকে সাড়া না পাওয়ার পর শেষ বেলায় এসে ইউপিডিএফের সাথে নির্বাচনী সমঝোতার জন্য হাজির হয়েছিল। জুম্ম স্বার্থ বিরোধী উক্ত দুই দলের পিছনে নির্লজ্জের মতো, ভিক্ষুকের মতো ঘুর ঘুর না করে যদি সন্তু লারমা সময় থাকতে ইউপিডিএফের আহ্বানে সাড়া দিয়ে নিজেদের মধ্যে নির্বাচনী ঐক্যের চেষ্টা করতেন তাহলে অবশ্যই সুফল পাওয়া যেতো। যখন সন্তু লারমা বৈঠকের প্রস্তাব দেয়, তার বহু আগে ইউপিডিএফ নির্বাচন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিয়ে তা বাস্তবায়নের জন্য মাঠে নেমে পড়েছিল। ওই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করার সময় ও সুযোগ তখন তাদের ছিল না বললেই চলে। এক কথায়, বৈঠকে আসতে সন্তু লারমার দেরী করা, বৈঠকে সন্তু গ্রুপের প্রতিনিধিদের বিভ্রান্তিকর কথাবার্তা এবং দায় নিতে অনীহা ইত্যাদির কারণে সন্তু গ্রুপের সাথে নির্বাচনী সমঝোতা হয়নি। বর্তমানে অনেক বিশিষ্টজন গত সংসদ নির্বাচন থেকে শিক্ষা নিয়ে দুই পার্টির মধ্যে সময় থাকতে সমঝোতা হওয়ার গুরুত্ব তুলে ধরছেন, কিন্তু সন্তু লারমা তাতে কোন কর্ণপাত করছেন না। সন্তু লারমার এক দোষ সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে না পারা, যার জন্য জুম্ম জাতিকে বহু ভোগান্তির শিকার হতে হয়েছে ও এখনো হচ্ছে।

উপসংহার: চূড়ান্ত বিশ্লেষণে বলা যায়, জেএসএস সন্তু গ্রুপ জাতি ও জনগণের বৃহত্তর স্বার্থের কথা ভেবে ইউপিডিএফের সাথে বৈঠক ও সমঝোতা করেনি। নিজের দলের সংকট কাটানোর জন্য অথবা জনমতের চাপে পড়ে লোকদেখানোর জন্যই তারা ইউপিডিএফের সাথে বৈঠক খেলা খেলেছে। আরও একটি কথা, ইউপিডিএফ জেএসএস বৈঠকের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, যখনই জেএসএস ইউপিডিএফের সাথে বৈঠক চেয়েছে, অর্থাৎ জেএসএস যখনই বৈঠকের প্রস্তাব দিয়েছে, তখনই ইউপিডিএফ তাতে রাজী হয়েছে। অপরদিকে ইউপিডিএফ যত বারই জাতীয় স্বার্থে বৈঠকের প্রস্তাব দিয়েছে (আসলে শুরু থেকেই দিয়ে আসছে) ততবারই জেএসএস তা প্রত্যাখ্যান করেছে অথবা এড়িয়ে গেছে। দ্বিতীয়ত, পুরো প্রক্রিয়ার মধ্যে সমঝোতার প্রশ্নে ইউপিডিএফের আন্তরিকতা, সদিচ্ছা, উদারতা ও সংযমের প্রকাশ লক্ষণীয়। অপরদিকে জেএসএস সন্তু গ্রুপের দ্বিমুখী নীতি, ভণ্ডামী, কপটতা ও গণবিরোধী চরিত্র আলোচনা-সমঝোতার মাধ্যমে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে। তাই দেখা যায়, ইউপিডিএফের সাথে এত আলোচনা বৈঠক ও সমঝোতা সত্ত্বেও জেএসএস-এর ইউপিডিএফ নির্মূলের কর্মসূচী সব সময় বলবৎ ছিল এবং এখনো আছে। এমনকি বৈঠক চলার সময়ও তার এই কর্মসূচীর পরিবর্তন বা বাতিল হয়নি। [সমাপ্ত]

ভ্রাতৃঘাতি সংঘাত একটা জাতির জন্য কখনো সুখকর হতে পারে না
তাই, চলমান এই সংঘাত বন্ধের দাবিতে সোচ্চার হোন
ঐক্য বিরোধীদের বয়কট করুন

বৈসাবি'র ঐতিহ্যবাহী চেতনা সমুন্নত রাখতে হবে

■ ঝুজিম চাকমা

বছর ঘুরে আবার আমাদের মাঝে এসেছে বৈসাবি(বৈসু-সাংগ্রাই-বিজু)। পার্বত্য চট্টগ্রামের চেঙ্গী-মাইনী-ফেনী-কাচলং-বড়গাঙ-শঙ্খ-মাতামুহুরী অববাহিকায় ঐতিহ্যবাহী সর্বজনীন উৎসব এটি। ত্রিপুরা ভাষায় বৈসু, মারমা ভাষায় সাংগ্রাই এবং চাকমা ভাষায় বিজু'র সংক্ষিপ্ত রূপ হচ্ছে "বৈসাবি"। পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন বৃহৎ সম্প্রদায়ের আদ্যক্ষর নিয়ে গঠিত 'বৈসাবি' শব্দটি এখন অতি পরিচিত একটি শব্দে পরিণত হয়েছে। এছাড়াও এই উৎসবকে তঞ্চঙ্গ্যারা 'বিষু' এবং অহমিয়া সম্প্রদায় বিহু নামে পালন করে থাকে। প্রতি বছরই বৈসাবি আসে ঠিকই, পালিত হয় উৎসবও। কিন্তু আনন্দ উদ্দীপনা নেই আগের মতো। দিন দিন লোপ পাচ্ছে উৎসবের চেতনা। আগের সেই রীতি ও ঐতিহ্য মানছে না অনেকে। আনন্দ ফুর্তির নামে স্পষ্টতরই বিকৃতি ঘটছে। উৎসবের সার্বজনীন রূপ হারিয়ে যেতে বসেছে।

পার্বত্য চট্টগ্রামে বৈসাবি'র আনন্দ উৎসব ছিলো সত্যিই সর্বজনীন। সমাজের কোন শ্রেণীর লোকই উৎসবের আনন্দ থেকে বাদ যেতো না। এ উৎসব শুধু যে ঘুরে বেড়ানো, খাওয়া-দাওয়া, গান-বাদ্য বাজনা আনন্দ ফুর্তি করা—তা কিন্তু নয়। সাথে সাথে এটি গুরুজনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, জীবপ্রেম, প্রকৃতি প্রেমের চেতনা জাগিয়ে তোলারও বিশেষ উপলক্ষ। উৎসব শাস্ত্র রীতি অনুযায়ী তরুণীরা দল বেঁধে সমাজের বয়োবৃদ্ধ গুরুজনদের স্নান করাতো, এটি শ্রদ্ধা ভালোবাসা প্রকাশের উজ্জ্বল নিদর্শন। নদীতে ফুল ভাসিয়ে দিয়ে প্রকৃতি ও পরিবেশের সাথে একাত্মতা প্রদর্শিত হতো। বিশেষ যত্ন নেয়া হতো বাড়ির গৃহপালিত পশুপাখিদের প্রতি। গৃহপালিত গরু-মহিষদের স্নান করিয়ে ফুল দিয়ে সাজিয়ে দেয়া হতো। ফুল বিজুর দিনে বাড়ি বাড়ি ঘুরে গ্রামের ছেলে-মেয়েরা হাঁস-মুরগীর জন্য খাবার দিতো। ইদানিং কালের গুণীজন সংবর্ধনা, পরিবেশবাদী আন্দোলন আর পশ্চিমা দেশসমূহে পশু নির্যাতনরোধ আইন প্রবর্তনের যে সচেতনতা পরিলক্ষিত হয়, তা শত শত বছর আগে আমাদের উৎসবের চেতনার মাঝেই ছিলো। গর্ব করার মতো এমন অনেক ঐতিহ্য বৈসাবি উৎসবে রয়েছে।

বর্তমানে বৈসু-সাংগ্রাই-বিজু'র রূপ ভিন্ন। পুরোনো সংস্কৃতি-চেতনা-মূল্যবোধ হারিয়ে যেতে বসেছে। প্রকৃতি-জীব প্রেম, গুরুজনদের সম্মান দেখানোর সময় যেন এ যুগের মানুষের নেই। উৎসব আয়োজনের ধরণ আর উপকরণও পাল্টে যাচ্ছে। গেংখুলি আর পরিয়া নৃত্যের স্থান দখল করছে ব্যান্ড শো নামের এক উম্মাদনা। উৎসবের খাবারের তালিকায় উপাদেয় হিসেবে 'পাজন' (মারমা ভাষায় প্যাসং ও ত্রিপুরা ভাষায় পাচন)-এর স্থান এখনো শীর্ষে থাকলেও, ঐতিহ্যবাহী পিঠা-পায়েস এর পরিবর্তে রুটি-মাংস, পোলাও-বিরিয়ানি-মিষ্টি...ইত্যাদি চালু করার প্রবণতা দেখা যাচ্ছে এক শ্রেণীর সচ্ছল লোকদের মধ্যে। যা পুরোপুরিই বৈসু-সাংগ্রাই-বিজু উৎসবের রীতি-প্রথা ও ঐতিহ্যের পরিপন্থি। মূল বিজুতে 'পাজন-প্যাসং-পাচন আর সামর্থ্য অনুযায়ী ঐতিহ্যবাহী পিঠা-পায়েস-ফলমূল-সরবত দিয়ে অতিথি আপ্যায়নই হচ্ছে নিয়ম। পোলাও-বিরিয়ানি আয়োজনের কোন মানে হতে পারে না। রুটি-মাংস...এ জাতীয় খাবার পরিবেশন করে ঈদ-কোরবানি উৎসবের অন্ধ অনুকরণ করে নিজেদের সংস্কৃতির বিকৃতি ঘটানো কারোরই কাম্য হতে পারে না।

ঐতিহ্য রক্ষার দোহাই দিয়ে মদ পানে উৎসাহীরা বৈসাবি উৎসবের সুযোগে মহাসমারোহে আয়োজন করে থাকে মদ-জগরা-কানজির। ১১ পাতায় দেখুন

৪র্থ বর্ষ । ২য় সংখ্যা । ৬ এপ্রিল ২০১৩ ।

জাতীয় ডাক

নান্যাচরে পিসিপি ও ডিওয়াইএফ'র যৌথ কাউন্সিল সম্পন্ন

রাঙামাটির নান্যাচরে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ(পিসিপি) ও গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম(ডিওয়াইএফ)-এর উপজেলা শাখা সমূহের ৪র্থ কাউন্সিল যৌথভাবে সম্পন্ন হয়েছে। "উগ্র জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে ছাত্র-যুব সমাজ রুখে দাঁড়াও" এই শ্লোগানে গত ৫ এপ্রিল শুক্রবার সকাল ১০টায় নান্যাচর কলেজ হলরুমে এ কাউন্সিল অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়।

কাউন্সিল উপলক্ষে আয়োজিত সভায় গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের নান্যাচর উপজেলা শাখার বিদায়ী সভাপতি প্রিয় লাল চাকমার সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ)-এর নান্যাচর উপজেলা ইউনিটের সমন্বয়ক কার্তিক চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সহ সাধারণ সম্পাদক সুদীপ চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের রাঙামাটি জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক বাবলু চাকমা ও দপ্তর সম্পাদক রাপুমনি চাকমা।

বক্তারা বলেন, সরকার সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রাম সহ দেশের সংখ্যালঘু জাতিগুলোর উপর বাঙালি জাতীয়তা চাপিয়ে দিয়েছে। এর মাধ্যমে সরকার সংখ্যালঘু জাতিগুলোকে অস্বীকার করে তাদের অস্তিত্ব ধ্বংস করে দিতে চাইছে।

বক্তারা সরকারের চাপিয়ে দেয়া উগ্রজাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য ছাত্র ও যুব সমাজের প্রতি আহ্বান জানান।

সভা শেষে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের নতুন কমিটি ঘোষণা করা হয়। ১৭ সদস্য বিশিষ্ট পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের নতুন কমিটিতে অনিল চাকমাকে সভাপতি, জনি তালুকদারকে সাধারণ সম্পাদক ও দিগন্ত চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক এবং ১৫ সদস্য বিশিষ্ট গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের নতুন কমিটিতে রিপেশ চাকমাকে সভাপতি, রহিম চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক ও সুমন চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়।

পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের নতুন কমিটির সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করান বাবলু চাকমা ও গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের নতুন কমিটির সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করান সুদীপ চাকমা।

বিদ্যালয় ভবন থেকে সেটলারদের অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার দাবিতে বাঘাইহাটে মানববন্ধন

সাজেক প্রতিনিধিঃ বাঘাইছড়ি উপজেলার সাজেক ইউনিয়নের বাঘাইহাট সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন থেকে সেটলার পরিবারগুলোকে অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার দাবিতে শিক্ষক, ছাত্র ও অভিভাবকরা মানববন্ধন করেছে।

গত ১৩ মার্চ সকাল ১০টায় বাঘাইহাট বাজারে ঘন্টাব্যাপী অনুষ্ঠিত মানববন্ধনে বক্তব্য রাখেন বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সভাপতি মোঃ শাহজাহান, সহকারী শিক্ষক মোঃ মুজিবুর রহমান, বাঘাইহাট বাজারের সেক্রেটারী মোঃ নাজিমউদ্দিন রাজু ও সাজেক ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডের মেম্বার বিনয় কুমার চাকমা।

মানববন্ধনে চার শতাধিক ছাত্র-ছাত্রী, অভিভাবক ও শিক্ষক অংশগ্রহণ করেন।

মানববন্ধনে বক্তারা শিক্ষার্থীদের পড়াশুনার সুবিধার্থে বিদ্যালয় ভবনে বসবাসকারী সেটলার পরিবারগুলোকে সাজেকের বাইরে অন্যত্র সরিয়ে নেয়ার দাবি জানিয়েছেন।

উল্লেখ্য, পাঁচ শতাধিক ছাত্র-ছাত্রীর পাঠদানে বিদ্যালয়ের শ্রেণীকক্ষ সংকুলান না হওয়ায় ২০০৮-২০০৯ অর্থবছরে রাঙামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের মাধ্যমে এলজিইডি কর্তৃক বিদ্যালয় ভবনটি নির্মাণ করা হয়। ২০১০ সালের ১৯-২০ ফেব্রুয়ারী সাজেকে পাহাড়িদের উপর সাম্প্রদায়িক হামলার পর সেনাবাহিনী ও প্রশাসন বেশ কয়েকটি সেটলার পরিবারকে বিদ্যালয় ভবনে অবস্থানের জন্য জায়গা করে দেয়। সেই থেকে আজ পর্যন্ত তারা সেখানে বসবাস করে আসছে। যার ফলে শিক্ষার্থীদের পড়াশুনার সুবিধার্থে বিদ্যালয় ভবনটি নির্মিত হলেও বর্তমানে শিক্ষার্থীদের পাঠদানে ব্যবহৃত না হয়ে সেটলারদের বসতবাড়িতে পরিণত হয়েছে। ফলে শিক্ষার্থীদের পড়াশুনার চরমভাবে ব্যাঘাত সৃষ্টি হচ্ছে।

খাগড়াছড়িতে আন্তর্জাতিক নারী দিবস ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের ২৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত

গত ৮ মার্চ ২০১৩, আন্তর্জাতিক নারী দিবস ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের ২৫তম প্রতিবার্ষিকী উপলক্ষে খাগড়াছড়িতে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

খাগড়াছড়ি সদরের স্বনির্ভরস্থ টিকাদার সমিতি ভবনের হলরুমে বেলা ১.০০টায় "নারী ও শিশুর উপর যৌন নির্যাতনঃ প্রয়োজন ঐক্যবদ্ধ গণপ্রতিরোধ" শীর্ষক আলোচনা সভায় হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি কণিকা দেওয়ানের সভাপতিত্বে আলোচক হিসেবে বক্তব্য রাখেন ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ)-এর খাগড়াছড়ি জেলা ইউনিটের সমন্বয়ক প্রদীপন খীসা, বিশিষ্ট নারী মুরুব্বী চঞ্চলা খীসা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক নিকোলাস চাকমা ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক থুইক্যচিং মারমা।

আলোচনা সভায় প্রদীপন খীসা তার বক্তব্যে বলেন, নারীদের উপর নিপীড়ন-নির্যাতন বন্ধ করতে হলে রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে। যদি রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যায় তবেই সমাজ থেকে সকল ধরনের নিপীড়ন-নির্যাতন বন্ধ করা সম্ভব। এক্ষেত্রে নারীদেরকেই অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অংশগ্রহণ করে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে হবে।

তিনি চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনের জন্য সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

বিশিষ্ট নারী মুরুব্বী চঞ্চলা খীসার তার বক্তব্যে বলেন, সমাজে নারীদেরকে যেমন মূল্য দেয়া হয়নি। তিনি যুবক-যুবতীদের প্রতি অনুরোধ জানিয়ে বলেন, সকল ধরনের অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে। বিশেষ করে নারীদেরই ঐক্যবদ্ধ হয়ে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে সমাজে নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

সভায় অন্যান্য বক্তারা পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সারা দেশে নারীর উপর সহিংসা বন্ধে সামাজিকভাবে নারী-পুরুষের সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

উজো বাজারে ক্রেতা-বিক্রেতারা

সাজেক উজো বাজারে সাপ্তাহিক হাটবার চালু

সাজেক প্রতিনিধিঃ বাঘাইছড়ির সাজেক ইউনিয়নের গঙ্গারাম দোর-এ স্থাপিত উজো বাজারে গত ১৫ ফেব্রুয়ারি সোমবার থেকে সাপ্তাহিক হাটবার চালু করা হয়েছে। এদিন বাজারে ব্যাপক ক্রেতা-বিক্রেতার সমাগম ঘটে। সাপ্তাহিক হাটবার চালু হওয়ায় ক্রেতা-বিক্রেতা, ব্যবসায়ী ও সাধারণ জনগণ সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। সপ্তাহের প্রত্যেক সোমবার এ হাটবার বসবে।

উল্লেখ্য, বিগত ২০০৮ ও ২০১০ সালে সাজেকে সেনা-সেটলার কর্তৃক পাহাড়িদের উপর দু'দফা সাম্প্রদায়িক হামলা সংঘটিত হয়। এর প্রতিবাদে পাহাড়িরা বাঘাইহাট বাজার বয়কট করে নিজেদের প্রয়োজনে গঙ্গারাম দোরে কয়েকটি দোকানের সমন্বয়ে উজো বাজার নাম দিয়ে একটি ছোট বাজার চালু করে। কালক্রমে জনগণের ব্যাপক চাহিদা ও জিনিসপত্র বাজারজাত করণের সুবিধার্থে সাপ্তাহিক হাটবার চালু করার মাধ্যমে উজো বাজারটি পরিপূর্ণ বাজারে পরিণত হলো।

চবিতে পিসিপি'র সমাবেশে হামলাকারী সন্ত্রাসী গ্রুপের সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার ও শাস্তির দাবিতে সংবাদ সম্মেলন

চট্টগ্রাম প্রতিনিধিঃ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ছাত্র ঐক্য ও বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ গত ২৬ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করেছে। গত ২০ ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ (পিসিপি)-এর মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার দাবিসহ শিক্ষাসংক্রান্ত ৫ দফা বাস্তবায়নের দাবিতে আয়োজিত সমাবেশে সন্তু লারমা সমর্থিত দুই নাম্বারী নামে পরিচিত ছাত্র নামধারী সন্ত্রাসী কর্তৃক হামলার প্রতিবাদে এই সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন পিসিপি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সহ আহ্বায়ক জুনিটার চাকমা। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ছাত্র ফেডারেশন চবি শাখার সভাপতি এমএম পারভেজ লেনিন, প্রগতির পরিব্রাজক দল(প্রপদ)এর চবি শাখার আহ্বায়ক সাইফুল ইসলাম, পিসিপি চবি শাখার সদস্য সচিব তরুন চাকমা, সুকান্ত চাকমা ও রিটন চাকমা প্রমুখ।

লিখিত বক্তব্যে নেতৃবৃন্দ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী ছাত্র ঐক্যের অন্তর্ভূক্ত সংগঠন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ(পিসিপি) চবি শাখার সমাবেশের উপর হামলাকে ন্যাক্কারজনক ও ফ্যাসীবাদী চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ বলে এই হামলার তীব্র নিন্দা জানান।

নেতৃবৃন্দ হামলার বর্ণনা দিয়ে বলেন, বাংলাদেশের সংখ্যালঘু জাতিসত্তা সমূহের মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার দাবিসহ ৫ দফা দাবি আদায়ের সংগ্রাম পিসিপি কয়েক বছর ধরে করে যাচ্ছে ২১ শে ফেব্রুয়ারি হচ্ছে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস আসলেই পিসিপি নানা ধরনের কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে এই দাবিদাওয়া বাস্তবায়নের সংগ্রাম অব্যাহত রাখে। তারই ধারাবাহিকতায় গত ২০ তারিখ পিসিপি চবি ক্যাম্পাসের শহীদ মিনারে সকালে সমাবেশের আয়োজন করে। এই সমাবেশকে বানচাল করার জন্য সন্তু লারমার সন্ত্রাসীরা সাধারণ শিক্ষার্থীদেরকে সমাবেশে অংশগ্রহণ না করার জন্য নানা রকম হুমকি দিতে থাকে। পরিকল্পনামাফিক তারা সমাবেশের আগের দিন বিভিন্ন এলাকা হতে প্রায় ৫০-৬০ জন বহিরাগত সন্ত্রাসী নিয়ে আসে এবং ঘটনার দিন তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে অবস্থান নেয়। সমাবেশে প্রপদ- এর জাহিদ রোকনের সংহতি বক্তব্য চলাকালে তাদের একটি দল মিছিল সহকারে আমাদের সমাবেশের দিকে আসতে থাকে। পুলিশ তাদের তাড়িয়ে দিলে কিছুদূর গিয়ে তারা আবার এগিয়ে আসতে থাকে, কিছু বুঝার আগেই তারা ধরধর বলে উস্কানিমূলক শ্লোগান দিয়ে দেশীয় অস্ত্র (গুলতি, রড, হকিস্টিক) সজ্জিত হয়ে আমাদের কর্মীর উপর অতর্কিতভাবে আক্রমণ চালায় এবং কাটাপাহাড়ের দিকে ধাওয়া করে। তখন বিভিন্ন মোড়ে থাকা ও কাটাপাহাড়ের পাশেপাশে থাকা অন্যান্যগুলো আমাদের কর্মীর উপর আরেকবার চড়াও হন। এতে আমাদের কর্মী রবি চাকমা আহত হন।

হামলাকারীদের পরিচয় উল্লেখ করে নেতৃবৃন্দ বলেন, হামলাকারীদের মধ্যে যাদের চেনা যায় তারা হলেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র অনিল মারমা(৩য় বর্ষ) প্রাচ্য ভাষা, ধনবিকাশ চাকমা(৩য় বর্ষ) প্রাচ্যভাষা, রিটিশ চাকমা(২য় বর্ষ) মার্কেটিং, তূর্য তালুকদার(২য় বর্ষ) প্রভিম চাকমা প্রাচ্যভাষা, সুদেব চাকমা প্রাচ্যভাষা, গৌতম চাকমা, বিমল চাকমা সাংবাদিকতা বিভাগ। এছাড়া বাকিদের নাম জানা যায়নি। তারা সবাই ভাড়াটে এবং বহিরাগত।

নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করে বলেন, আহতদের রক্ষার্থে পুলিশ এগিয়ে আসলে ছাত্রলীগ নামধারী কিছু দুবৃত্ত কেন ইউপিডিএফ সমর্থিত পিসিপি কর্মীদের আশ্রয় দেওয়ার জন্য নিষেধ করে এবং এর ফলাফল হিসেবে, পুলিশ পিসিপি কর্মীদের উপর নিরাপত্তা প্রত্যাহার করে নিরপরাধ দুজন কর্মীকে আটক করে।

নেতৃবৃন্দ বলেন, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আমাদের কর্মীর উপর হামলা নতুন নয়। এর আগে নিকলেট বিকচনকালে একবার তারা হামলা করে। এ হামলাগুলো কোনটাই বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ মনে করে, সন্তু লারমা জনবিচ্ছিন্ন হয়ে তাকৃঘাতি সংঘাত জিইয়ে রাখা এবং গণতান্ত্রিক পথে আন্দোলনরত ইউপিডিএফকে নির্মূল করার চেষ্টারই ধারাবাহিক একটি অংশ। এই হামলার মধ্য দিয়ে সন্তু লারমা যে ফ্যাসিষ্ট তা আরেকবার উন্মোচন হলো।

সংবাদ সম্মেলন থেকে নেতৃবৃন্দ হামলার জড়িতদের দুই নাম্বারী পিসিপি নামে পরিচিত সন্ত্রাসীদের গ্রেফতার ও তাদের যথোপযুক্ত শাস্তি প্রদান করা ও এ ধরনের হামলা যাতে আর না ঘটে সেজন্য যথাযথ ব্যবস্থা নিতে পুলিশ প্রশাসনকে নির্দেশ দেয়া এবং হামলার সাথে জড়িতদের বিরুদ্ধে অভিযোগ তদন্তপূর্বক দোষী সাব্যস্ত করে অবিলম্বে তাদের বিরুদ্ধে একাডেমিক ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক তাদের ছাত্রত্ব বাতিল করে বহিষ্কার করার দাবি জানান।

মাটিরাঙ্গায় বিভিন্ন স্কুলে পিসিপি'র শাখা কমিটি গঠিত

খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গা উপজেলার বিভিন্ন স্কুলে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ(পিসিপি)-এর শাখা কমিটি গঠন করা হয়েছে।

আলুটিলা জুনিয়র হাইস্কুল শাখা

গত ৩০ মার্চ শনিবার বেলা-২টায় মাটিরাঙ্গা উপজেলার আলুটিলায় অবস্থিত সেন্ট প্যাট্রিক আলুটিলা জুনিয়র হাইস্কুলে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কমিটি গঠন করা হয়েছে।

১৭ সদস্য বিশিষ্ট কমিটিতে লক্ষী মোহন ত্রিপুরাকে সভাপতি, প্রফুল্ল মহ ত্রিপুরাকে সাধারণ সম্পাদক ও তপোময় ত্রিপুরাকে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়।

কমিটি গঠন উপলক্ষে স্কুলের হলরুমে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের মাটিরাঙ্গা উপজেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক শান্তিময় চাকমা, মাটিরাঙ্গা পৌর শাখার সভাপতি শুভ চাকমা ও মাটিরাঙ্গা পাইলট উচ্চ বিদ্যালয় শাখার সাবেক সভাপতি অমল ত্রিপুরা বক্তব্য রাখেন।

মিউনিসিপ্যাল মডেল নিম্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয় শাখা

গত ১ এপ্রিল বিকাল ৪টায় মাটিরাঙ্গা টিএন্ডটি মাঠে অনুষ্ঠিত ২য় কাউন্সিল অধিবেশনের মাধ্যমে মাটিরাঙ্গা উপজেলার মিউনিসিপ্যাল মডেল উচ্চ বিদ্যালয় শাখার নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। ৪৫ সদস্যের কমিটিতে মানিক ত্রিপুরাকে সভাপতি, মঙ্গল ত্রিপুরাকে সাধারণ সম্পাদক ও সুদিন ত্রিপুরাকে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়।

কমিটি গঠন উপলক্ষে টিএন্ডটি মাঠে অনুষ্ঠিত সভায় শান্তিময় চাকমার সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন মাটিরাঙ্গা পৌর কমিটির সভাপতি শুভ চাকমা ও সাধারণ সম্পাদক রূপ বিকাশ ত্রিপুরা। অমল বিকাশ ত্রিপুরা সভা পরিচালনা করেন।

বক্তারা পার্বত্য চট্টগ্রামে পূর্ণস্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে ছাত্র সমাজকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

চাকায় আলোচনা সভায় তিন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ

সরকার দেশে জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা দিতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ

পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন গণতান্ত্রিক সংগঠন গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম, বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন-এর নেতৃবৃন্দ বলেছেন সরকার দেশে জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের নিরাপত্তা দিতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। অতীতের মতো সম্প্রতি হিন্দু সম্প্রদায়ের বসতবাড়ি ও উপাসনালয়ে হামলার সময় রহস্যজনকভাবে সরকার কোন প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি।

গত ২২ মার্চ শুক্রবার সকাল এগারটায় ঢাকায় জাতীয় মুক্তি কাউন্সিল কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত এক আলোচনা সভায় বক্তারা এ কথা বলেন।

গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সাধারণ সম্পাদক মাইকেল চাকমার সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ সভাপতি সুমেন চাকমা ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন সহ-সভাপতি নিরুপা চাকমা। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ সাধারণ সম্পাদক থুইক্যাচিং মারমা সভা পরিচালনা করেন।

পার্বত্য চট্টগ্রামসহ সারাদেশে জাতিগত ও ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের বাড়িঘর, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও উপাসনালয়ে হামলা, অগ্নিসংযোগ ও লুটপাটের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ জানিয়ে বক্তারা বলেন, আজ থেকে ঠিক ছয় মাস আগে ২২ সেপ্টেম্বর ২০১২ তারিখে রাংগামাটিতে কলেজ বাসে বসাকে কেন্দ্র করে অতি সাধারণ ও তুচ্ছ একটি ঘটনাকে পুঁজি করে সারা রাংগামাটি শহরে সাম্প্রদায়িক তান্ডব চালানো হয়। শহরে পাহাড়ি মালিকানাধীন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, বাসা-বাড়ি ও যানবাহনে পূর্বপরিকল্পনামাফিক একযোগে হামলা চালায় উগ্রসাম্প্রদায়িক গোষ্ঠি সেটেলার বাঙালীরা। পাহাড়ি মালিকানাধীন সেন্ডবগ ক্লিনিক ও একাধিক ইলেক্ট্রনিক্স শোরুমসহ অনেক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে হামলা ও লুটপাট চালানো হয়। উক্ত ঘটনায় নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও চিকিৎসকসহ অনেক পাহাড়ি হতাহত হয়।

একইভাবে ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১২ সালে কক্সবাজারের রামু, উখিয়া ও পরবর্তীতে পটিয়ায় ধর্মীয় সংখ্যালঘু বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উপর সাম্প্রদায়িক হামলা চালায় দুবৃত্তরা। এই সাম্প্রদায়িক আক্রমনে রামুতে প্রায় চার শতাধিক বছরের পুরনো বৌদ্ধ মন্দিরসহ আগুনে পোড়ানো হয়। পুড়ে যায় দুর্লভ ও মূল্যবান প্রচীন ধর্মগ্রন্থ। সর্বশেষ দেশের বিভিন্ন স্থানে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের বাড়িঘর, মন্দির ও প্রতিমা ভাঙচুরের ঘটনা ঘটলো।

চট্টগ্রামে পাহাড়ি তরুণীকে অপহরণের প্রতিবাদে তিন সংগঠনের প্রতিবাদ সমাবেশ

গত ২৭ মার্চ চট্টগ্রামের বায়েজীদ বোস্তামি এলাকা থেকে মারমা সম্প্রদায়ের এক পাহাড়ি তরুণীকে অপহরণের সাথে জড়িতদের খুঁজে বের করে অবিলম্বে তাদের আইনের আওতায় এনে শাস্তির দাবিসহ দেশে সকলক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিন পাহাড়ি সংগঠন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন।

গত ২৯ মার্চ বিকালে চট্টগ্রাম নগরীর প্রেসক্লাবে মারমা তরুণীকে অপহরণের প্রতিবাদে আয়োজিত এক প্রতিবাদ সমাবেশ থেকে তিন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ এ দাবি জানান। এ সময় বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ চট্টগ্রাম মহানগর শাখার সভাপতি সুকৃতি চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক নিয়ন চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম চট্টগ্রাম মহানগর শাখার বিজয় চাকমা, শ্রমিক নেতা অর্পন চাকমা ও ভিকটিমের ভাই বিনাচিং মারমা প্রমুখ। সভা পরিচালনা করেন রিনি চাকমা।

সমাবেশে বক্তাগণ গত ২৭ মার্চ বন্দরনগরীর বায়েজিদ ঢা বোর্ড এলাকা থেকে সকাল ৭ টার দিকে এক পাহাড়ি মারমা তরুণীকে অপহরণ করা হয় বলে অভিযোগ করেন। বক্তারা এ ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, সারা দেশে নারীর উপর নানাধরণের নির্যাতন বেড়ে গেছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকা থেকে বৃহত্তর চট্টগ্রাম অঞ্চলে চাকরিসূত্রে যারা অবস্থান করেন তাদের অবস্থার কথা তুলে ধরেন। তারা বলেন, চাকরিতে যাওয়া আসা করার সময় পাহাড়ি নারীরা রাস্তায় চলাচলের অনেকসময় নানা হয়রানীর শিকার হন। গত এক বছরে পাহাড়ি নারীরা চট্টগ্রামের বিভিন্ন এলাকায় শ্লীলতাহানীর শিকার হওয়া ছাড়াও ধর্ষণ-খুনেরও শিকার হয়েছেন।

এছাড়া বক্তারা সারা দেশের নারীর উপর নানা ধরনের হয়রানী-ধর্ষণ-অত্যাচার-ইভটিজিংয়ের বিরুদ্ধে আরো সোচ্চার ভূমিকা গ্রহণ করার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। কর্মক্ষেত্র সহ সকল জায়গায় পাহাড়ি নারীর নিরাপত্তার দাবি জানান বক্তারা।

বক্তারা ওই তরুণীকে অপহরণকারীরা এখনো গ্রেফতার না হওয়ায় বক্তারা ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং অবিলম্বে অপহরণকারীদের খুঁজে বের করে তাদের উপযুক্ত শাস্তির দাবি করেন।

সমাবেশ শেষে প্রেসক্লাব থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের হয়ে শহীদ মিনারে এসে শেষ হয়।

উল্লেখ্য, গত ২৭ মার্চ সকালে ওই তরুণী(২০) নিজ বাসা শেরশাহ এলাকার দারোগা বিল্ডিং থেকে বায়েজীদ এলাকায় জনৈক জসুখের জন্য ঔষধ আনতে গেলে সেখানে দুই বাঙালি নারীর সহায়তায় এক বাঙালী পুরুষ তাকে জোর করে সিএনজিতে উঠিয়ে নিয়ে যায়। পরে তারা তরুণীটির ভাই বিনাচিং মারমাকে ০১৭৭৬০৩৭৫০৪ এই নাম্বার থেকে ফোন করে মেয়েটি তাদের হেফাজতে 'নিরাপদে' রয়েছে বলে জানায়। এবং বিকাল তিনটার দিকে ফিরিয়ে দেয়া হবে বলে ফোনে জানায়। এসময় মেয়েটির ভাই বিনাচিং মারমা কাছ থেকে তারা ৫০ হাজার টাকা দাবি করে চন্দনাইশ এলাকায় যাওয়ার জন্য বলে।

ঘটনাটি জানাজানি হবার পরে এলাকার পাহাড়ি চাকরিজীবীদের মধ্যে আতঙ্ক ও ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। পরে সেদিন বিকালের দিকে বায়েজীদ থানায় গিয়ে এ বিষয়ে একটি জিডি করা হয়। প্রশাসন থেকে শুরু করে নানা দিক থেকে অপহরণকারীদের উপর চাপ সৃষ্টি করা হলে অপহরণকারীরা তরুণীটিকে সেদিন রাতেই ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। তবে তরুণীটির কাছে থাকা মোবাইল এবং গলায় পরে থাকা সোনার চেইন অপহরণকারীরা ফেরৎ দেয়নি।

উজো বাজারের হাটের দিন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির চেষ্টা সেটেলারদের

সাজেক প্রতিনিধিঃ সাজেকের গঙ্গারাম দোরে স্থানীয় এলাকাবাসীর প্রচেষ্টায় গড়ে উঠা উজো বাজারে গত ১ এপ্রিল সোমবার হাটবারের দিন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির চেষ্টা চালিয়েছে সেটেলাররা। এদিন তারা সকাল সাড়ে ৬টার দিকে দিঘীনালা বোয়ালখালী বাজার থেকে উজো বাজার গামী সাজেক ইয়াকুবকল্প নামে একটি মালবাহী জীপকে বাঘাইহাট সেনাজোন নিয়ন্ত্রিত ৬ নং চেকপোষ্ট এলাকায় গতিরোধ করে দিঘীনালায় ফেরত পাঠিয়ে দেয়।

সেনাবাহিনীর সোর্স হিসেবে পরিচিত এক ব্যক্তির নেতৃত্বে প্রায় ৭/৮ জন সেটেলার জোরে জীপগাড়ি গতিরোধ করার কাজে অংশ নেয়। এদের মধ্যে বাঘাইহাটের মোঃ মোল্লার ছেলে মোঃ নাসির, ইলিয়াসের ছোট ভাই বাঘাইহাট উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র মোঃ রাসেল, জাহাঙ্গীর আলমের ছোট ভাই দশম শ্রেণীর ছাত্র মোঃ মোমিন, নবম শ্রেণীর ছাত্র মোঃ আল আমিন, বাঘাইহাট বাজারের কম্পিউটার দোকানদার মোঃ সোহেল-এর নাম জানা গেছে। এ সময় তারা ৪টি মালবাহী মাহিন্দ্র গাড়ীও গতিরোধ করে ফেরত পাঠায়।

সেনা চেক পোষ্টের পাশে গাড়িগুলো গতিরোধ করা হলেও সেনারা কোন পদক্ষেপ না নেয়ায় এলাকার জনমনে নানা সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে।

প্রথম আলো পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদে ইউপিডিএফের প্রতিবাদ

খাগড়াছড়িতে প্রথম আলো পত্রিকায় অগ্নিসংযোগ

গত ১ এপ্রিল দৈনিক প্রথম আলো পত্রিকার শেষ পৃষ্ঠায় পার্থ শংকর সাহা ও হরি কিশোর চাকমার তৈরি করা "সংরক্ষিত পার্বত্য চট্টগ্রামে অস্ত্র সজ্জায় মেতেছে বিবদমান দলগুলো" শিরোনামে একটি সংবাদ পরিবেশিত হয়। এতে এক অংশে বলা হয়, "প্রথম আলোর অনুসন্ধানে জানা গেছে, প্রচার হওয়া ওই তিন জনের মধ্যে দুজন নবগঠিত জনসংহতি সমিতির(জেএসএস-এমএন লারমা) লোক। অন্যজন ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ কর্মী)। এ দুটি দলের অবস্থান পাহাড়ের সবচেয়ে পুরোনো দল জোতিরিন্দ্র বোধিপ্রিয় সন্তু লারমার নেতৃত্বাধীন পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির(পিসিজেএসএস) বিরুদ্ধে।"

রিপোর্টে আরো বলা হয়, "পুলিশ সহ স্থানীয় অন্যান্য সূত্র বলছে, আগামী নির্বাচন সামনে রেখে নিজেদের আধিপত্য বজায় রাখতে পার্বত্য চট্টগ্রামের আঞ্চলিক দলগুলো মধ্যে সাম্প্রতিক সময়ে সংঘাত বেড়েছে। পিসিজেএসএসের সঙ্গে টিকতে না পেরে প্রতিপক্ষ দুটি দল ইউপিডিএফ ও জেএসএস অস্ত্র সজ্জায় মেতেছে।"

রিপোর্টের অপর অংশে বলা হয়, 'মিজোরামে আটক কথিত রবি চাকমার প্রকৃত নাম রূপেন্দু খীসা। তিনি ইউপিডিএফের কর্মী বলে পানীয় সূত্রগুলো নিশ্চিত করেছে। তবে দলটির খাগড়াছড়ি কমিটির প্রধান রিকো চাকমা দাবি করেন, রূপেন্দু এক সময় তাঁদের দলের সঙ্গে ছিলেন, এখন আর নেই।'

খাগড়াছড়িতে প্রথম আলো পত্রিকার কপি পোড়ানো হচ্ছে

প্রথম আলোর উক্ত রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান করে ইউপিডিএফ'র প্রেস সেকশান থেকে দেয়া এক বিবৃতিতে এর তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানো হয়েছে।

বিবৃতিতে এ রিপোর্টকে সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট উল্লেখ করে বলা হয়, রূপেন্দু চাকমা ইউপিডিএফ'র কোন কর্মী নয়। তিনি কোন সময় ইউপিডিএফের সাথে যুক্তও ছিলেন না।

বিবৃতিতে আরো বলা হয়, ইউপিডিএফ একটি গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক দল। পার্বত্য চট্টগ্রামে দু'টো জাতীয় নির্বাচনে ইউপিডিএফ অংশগ্রহণ করেছে। কাজেই, অস্ত্র সজ্জার কাজে ইউপিডিএফের জড়িত থাকার কোন প্রশ্নই উঠে না। ইউপিডিএফের বিরুদ্ধে সরকারী চক্রান্তের অংশ হিসেবে প্রথম আলো এই প্রতিবেদনটি তৈরি করেছে।

বিবৃতিতে প্রথম আলো রিপোর্টে রিকো চাকমার বক্তব্যকে বিকৃত করা হয়েছে উল্লেখ করে বলা হয়, প্রতিবেদকদের সাথে আলাপকালে রিকো চাকমা 'রূপেন্দু এক সময় ইউপিডিএফের সঙ্গে ছিলেন, এখন আর নেই'- এ ধরনের কোন কথা বলেননি। তিনি বলেছেন 'রূপেন্দু চাকমা কোন সময় ইউপিডিএফ-এর সাথে জড়িত ছিল না। তবে চুক্তির আগে অবিভক্ত পিসিপি আন্দোলনের সাথে জড়িত ছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত এবং একই স্কুলের ছাত্র ছিলাম। দীর্ঘ দিন ধরে তার সাথে কোন যোগাযোগ নেই।'

এছাড়া রিপোর্টে রিকো চাকমাকে খাগড়াছড়ি কমিটি'র প্রধান উল্লেখ করা হয়েছে। যা সঠিক নয়। তিনি আসলে খাগড়াছড়ি জেলা ইউনিট-এর একজন সংগঠক।

বিবৃতিতে হলুদ সাংবাদিকতা পরিহার করে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পরিবেশনের জন্য সংবাদ মাধ্যমের প্রতি আহ্বান জানানো হয়।

এদিকে, প্রথম আলোর এই মিথ্যা ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সংবাদের প্রতিবাদে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন খাগড়াছড়িতে বিক্ষোভ মিছিল ও প্রথম আলো পত্রিকায় অগ্নিসংযোগ করেছে।

গত ১ এপ্রিল সোমবার বেলা দুইটায় খাগড়াছড়ি উপজেলা পরিষদের সামনে থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি চেঙ্গী স্কোয়ার হয়ে মহাজন পাড়ার সূর্যশিখা ক্লাবের সামনে গেলে পুলিশ বাধা দেয়। পরে সেখানে থেকে মিছিলটি চেঙ্গী স্কোয়ারে এসে এক প্রতিবাদ সমাবেশ করে। সেখানে বক্তব্য রাখেন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি কণিকা দেওয়ান ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক বিপুল চাকমা।

বক্তারা প্রথম আলোর উক্ত প্রতিবেদনকে প্রত্যাখ্যান করে নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামকে নিয়ে প্রথম আলো ষড়যন্ত্র চালাচ্ছে। এ ধরনের রিপোর্ট প্রকাশের মাধ্যমে প্রথম আলো পার্বত্য চট্টগ্রামে সেনা শাসন জিইয়ে রাখতে চাইছে। বক্তারা আরো বলেন, প্রথম আলোর এই রিপোর্টের মাধ্যমে পার্বত্য চট্টগ্রামে চলমান ভ্রাতৃঘাতি সংঘাতকে আরো উস্কে দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। সন্তু লারমাকে বাঁচাতেই প্রথম আলো এ ধরনের একটি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে।

এ সময় প্রথম আলো পত্রিকার কপি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়া হয়।

খাগড়াছড়িতে মাদক, জুয়া, চুরি ও অসামাজিক কার্যকলাপ বন্ধের দাবি জানিয়েছে বিশিষ্টজনরা

খাগড়াছড়ি পৌর এলাকার বিভিন্ন পাড়ার গণ্যমান্য ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এক বিবৃতিতে জেলা সদর, পৌর এলাকা সহ বিভিন্ন এলাকায় মাদক দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয়, জুয়া, চুরি ও অসামাজিক কার্যকলাপ বন্ধের দাবি জানিয়েছে।

বিবৃতিতে সামাজিক নেতৃবৃন্দ খাগড়াছড়ি জেলা সদর ও পৌর এলাকায় শান্তি-শৃঙ্খলা, অসামাজিক কার্যকলাপ, হোটেল-মোটেলে নানা অপকর্ম, খোলা বাজারে মাদক দ্রব্য বেচাকেনা, মাদক সেবীদের উৎপাত, বিভিন্ন ধরনের চুরি, মাস্তানি এবং জীবনের নিরাপত্তাহীনতা সহ নানা ধরনের সমস্যা নিয়ে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেছেন।

বিবৃতিতে তারা এসব অপরাধমূলক কর্মকান্ড বন্ধে প্রশাসন কর্তৃক কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ না করা এবং অপরাধীদের চিহ্নিত করে গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি না দেয়ায় হতাশা ও ক্ষোভ প্রকাশ করেন। এসব অপরাধমূলক কর্মকান্ড বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য তারা প্রশাসনের কাছে জোর দাবি জানান।

বিবৃতিতে তারা এসব অপরাধমূলক কর্মকান্ডের বিরুদ্ধে সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য জনপ্রতিনিধি এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিও আহ্বান জানান।

বিবৃতিতে সামাজিক নেতৃবৃন্দ হেরোইন, ইয়াবা, ফেনসিডিল, গাঁজা, মদ সহ সকল প্রকার মাদক দ্রব্য সেবন-বহন-বিক্রি সম্পূর্ণ বন্ধ করা, বাণিজ্যিক ভিত্তিতে মাদক দ্রব্য উৎপাদন, খোলা বাজারে মাদক বিক্রি (মদের দোকান পরিচালনা, চুলি উৎপাদন, বিক্রি ও বহন) বন্ধ করা, মাদক সেবনকারী নেশাখোরদের উৎপাত ও তাদের বাড়িঘর ও সংঘবদ্ধ চুরি-মাস্তানি বন্ধ করা, সংঘবদ্ধ মোটর সাইকেল চোরসহ নানা ধরনের চোর ও তাদের পৃষ্ঠপোষকদের চিহ্নিত করে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা, শাপলা মোটেল-হোটেল, বাজারের হোটেল-বোর্ডিংগুলিতে বেআইনী কার্যকলাপসহ নানা অসামাজিক কর্মকান্ড রোধ করে জেলা প্রশাসন ও পৌরসভা কর্তৃক পদক্ষেপ গ্রহণ করা এবং জেলা সদরে বিভিন্ন নামে পরিচিত উঠা সকল ধরনের জুয়া খেলা বন্ধে জেলা প্রশাসন কর্তৃক কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি জানান।

বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও খাগড়াছড়ি পৌর এলাকার পাড়া উন্নয়ন সমন্বয় কমিটির সভাপতি অনন্ত বিহারী খীসা, পৌর কমিশনার জিনদেওয়ান মনাত, খাগড়াছড়ি জেলা কার্বারী এসোসিয়েশনের সভাপতি রণিক ত্রিপুরা, পুরুষোত্তম চাকমা, রবি শংকর তালুকদার, সুরেশ্বর চাকমা ও নিপুন কান্তি চাকমা, জীবনলাল চাকমা, আর্যমিত্র চাকমা, নেপোলিয়ন চাকমা, তরুণ বিকাশ চাকমা, পুলিন বিহারী চাকমা, চন্দ্রসেন চাকমা, বিমল কান্তি চাকমা, সুখময় চাকমা, কিরণ মারমা, সুজলাল চাকমা, প্রীতি বিকাশ চাকমা ও সমাজ সেবক মংশৈ চাকমা প্রমুখ।

রামগড়ে ৩য় শ্রেণীর স্কুল ছাত্রীকে ধর্ষণকারীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ

৩য় শ্রেণীর ছাত্রীকে ধর্ষণকারীর শাস্তির দাবিতে গুইমারায় ছাত্র-ছাত্রীরা সমাবেশ করে

রামগড় উপজেলার হাফছড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩য় শ্রেণীতে পড়ুয়া পাহাড়ি স্কুল ছাত্রীকে(৮) ধর্ষণকারী মো: বেলাল হোসেনের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে গত ৩০ মার্চ শনিবার গুইমারায় মানববন্ধন ও বিক্ষোভ করেছে গুইমারা উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা।

সকাল ৯টায় গুইমারা উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনে থেকে গুইমারা বাজার পর্যন্ত অনুষ্ঠিত ঘন্টাব্যাপী মানববন্ধনে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের বিপুল সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী অংশ নেন। মানববন্ধন চলাকালে ছাত্র-ছাত্রীদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন গুইমারা উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণীর ছাত্রী মায়াচিং মারমা। এছাড়া সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আপ্রুসি মারমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি মন্ত্রী চাকমা ও পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের গুইমারা থানা শাখার সাধারণ সম্পাদক চিত্রজ্যোতি চাকমা।

বক্তারা বলেন, সেটেলার বাঙালীদের কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ি নারীরা চরম নিরাপত্তাহীনতায় রয়েছে। প্রাইমারী স্কুল পড়ুয়া শিশু থেকে শুরু করে বয়স্ক নারীরা পর্যন্ত প্রতিনিয়ত ধর্ষণের শিকার হচ্ছে। পার্বত্য চট্টগ্রামে পাহাড়ি নারী ও শিশুদের নিরাপত্তা আজ চরমভাবে বিঘ্নিত। ঘরে বাইরে সর্বক্ষেত্রে পাহাড়ি নারীরা নিরাপত্তাহীনতায় রয়েছে। স্কুলে যাবার পথে, পানি আনতে গেলে, গরু চরাতে গেলে তারা ধর্ষণ, নির্যাতনের শিকার হচ্ছে। প্রশাসন অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ না করায় অপরাধীরা বার বার এ ধরনের ঘটনা সংঘটিত করছে বলে বক্তারা অভিযোগ করেন।

মানববন্ধন শেষে গুইমারা উচ্চ বিদ্যালয় গেট থেকে এক বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি রামেসু বাজার ও গুইমারা বাজার প্রদক্ষিণ করে আবার স্কুল গেটে এসে শেষ হয়। মিছিল শেষে সেখানে রাস্তা অবরোধ করে এক প্রতিবাদ সমাবেশ করে তারা। সমাবেশে হাফছড়ি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান উশ্যো প্রু মারমা, আপ্রুসি মারমা, মন্ত্রী চাকমা এবং বিএমএসসি'র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক অংথোয়াইপ্রু মারমা প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা পাহাড়ি নারী ও শিশুদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা ও গ্রেফতারকৃত ধর্ষক বেলাল হোসেনের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং সেটেলারদের পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে সম্মানজনকভাবে পুনর্বাসনেরও দাবি জানান।

এর আগে গত ২৮ মার্চ একই দাবিতে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন খাগড়াছড়িতে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে। সকাল ১০টায় স্বনির্ভর হতে বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে নারাঙহিয়া রেডস্কোয়ার, চেঙ্গী স্কোয়ার হয়ে মহাজন পাড়া প্রদক্ষিণ করে চেঙ্গী স্কোয়ারে এক প্রতিবাদ সমাবেশ করে। এতে বৃহত্তর পার্বত্য চট্টগ্রাম পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সহ সাধারণ সম্পাদক অংকেন চাকমা ও হিল উইমেন্স ফেডারেশনের খাগড়াছড়ি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক মিতু চাকমা বক্তব্য রাখেন।

অংকেন চাকমা তার বক্তব্যে বলেন, ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে যে স্কুল ছাত্রীটি বাসা থেকে বের হয়েছিল পথিমধ্যে হাফছড়ি উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র মো: বেলাল হোসেন তাকে একা পেয়ে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে। রাষ্ট্র শিশুটিকে নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে।

তিনি আরো বলেন, মা-বোনদের ইজ্জত রক্ষা তথা তাদের জানমালের নিরাপত্তা দিতে রাষ্ট্র যে ব্যর্থ তা এই ধর্ষণের ঘটনার মাধ্যমে তা আবারো প্রমাণিত হয়েছে।

মিতু চাকমা বলেন, আমাদের শিশু ও মা-বোনেরা আজ কোথাও নিরাপদ নয়। তারা ঘরে যেমন নিরাপদ নয় তেমনি স্কুল-কলেজ কিংবা জল আনতে বা গরু চড়াতে সব ক্ষেত্রে নারীর নিরাপত্তা আজ বিপন্ন।

তিনি বলেন, কেবল অপরাধীকে গ্রেফতার করলেই হবে না। অপরাধী যেন আইনের ফাঁক-ফোকড় দিয়ে পার না পায় সেজন্য আইনের কঠোর প্রয়োগ করতে হবে।

তিনি বেলাল হোসেনের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়ে বলেন, তাকে এমন শাস্তি দেয়া হোক যাতে আর কোন মানুষরূপী নরপশুরা দ্বিতীয়বার এ ধরনের ঘটনা ঘটানোর সাহস না পায়। তিনি ধর্ষণের শিকার শিশুটির সুচিকিৎসা নিশ্চিত করার দাবি করেন।

একই দিন হিল উইমেন্স ফেডারেশন গুইমারায় বিক্ষোভ মিছিল করেছে। মিছিল শেষে গুইমারা প্রেস ক্লাবের সামনে অনুষ্ঠিত সমাবেশে হিল উইমেন্স ফেডারেশনের গুইমারা থানা শাখার আহ্বায়ক কাজলী চাকমার সভাপতিত্বে বক্তব্য রাখেন হিল উইমেন্স ফেডারেশনের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি মন্ত্রী চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক আপ্রুসি মারমা ও গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সাধারণ সম্পাদক আপ্রু মারমা। সানুচিং মারমা সমাবেশ পরিচালনা করেন। মিছিলে দুই শতাধিক নারী ঝাড়ু হাতে মিছিলে অংশ নেয়।

এছাড়াও এ ঘটনার প্রতিবাদে বাংলাদেশ মারমা স্টুডেন্ট কাউন্সিল সহ বিভিন্ন সংগঠন বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধন করেছে।

উল্লেখ্য, গত ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে বিদ্যালয়ে যাবার পথে হাফছড়ি সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ৩য় শ্রেণীতে পড়ুয়া ঐ পাহাড়ি স্কুল ছাত্রী(৮) বেলাল হোসেন কর্তৃক ধর্ষণের শিকার হয়। তাকে খাগড়াছড়ি সদর হাসপাতালে ভর্তি করিয়ে চিকিৎসা দেয়া হয়।

করেঙাতলীতে ৬ কেজি বড় হরিণের(চংড়া) মাংস আটক

বাঘাইছড়ি প্রতিনিধি: ইউপিডিএফের বিলুপ্তপ্রায় বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ কর্মসূচির অংশ হিসেবে গত ৪ মার্চ বাঘাইছড়ি উপজেলার বঙ্গলতলী ইউনিয়নে করেঙাতলী দোর-এ ৬ কেজি বড় হরিণ(চংড়া) মাংসসহ মাংস বিক্রেতা মারিশ্যা ইউনিয়নের তুইছ আদাম গ্রামের কালাইয়া চাকমা ও মিহির কান্তি চাকমাকে বাঘাইছড়ি ইউনিটের ইউপিডিএফ সদস্যরা আটক করে। পরে তাদেরকে স্থানীয় মুরুব্বীদের হাতে আর বিলুপ্তপ্রায় বন্যপ্রাণী শিকার করবে না শর্তে ছেড়ে দেয়া হয়।

আটককৃত মাংস রূপকারী ইউনিয়নের কাজলং শিশু সদনের কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর করা হয়।

কাপ্তাই হ্রদে পানির স্তর কমানোর দাবিতে
নান্যাচরে কৃষকদের সমাবেশ ও প্রধানমন্ত্রী বরাবরে স্মারকলিপি পেশ

জলেভাসা জমিতে ধান রোপনের মৌসুমে কাপ্তাই হ্রদে পানির স্তর কমানোর দাবিতে জলেভাসা জমির কৃষকরা গত ২৮ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার রাঙামাটির নান্যাচর উপজেলায় বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে এবং প্রধানমন্ত্রী বরাবরে স্মারকলিপি দিয়েছে।

নান্যাচর উপজেলা সদরের বিশ্রামাগার হতে দুপুর ১২টায় একটি বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়ে নান্যাচর বাজার প্রদক্ষিণ শেষে আবার বিশ্রামাগারে এসে শেষ হয়। মিছিল শেষে সেখানে এক বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। ২নং নান্যাচর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান বিনয় কৃষ্ণ খীসার সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন নান্যাচর উপজেলা চেয়ারম্যান প্রীতিময় চাকমা ও সাবেক্ষ্যং ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সুশীল জীবন চাকমা। এছাড়া সমাবেশে সংহতি জানিয়ে বক্তব্য রাখেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সহ সাধারণ সম্পাদক সুদীম চাকমা।

সমাবেশ শেষে বিনয় কৃষ্ণ খীসার নেতৃত্বে স্থানীয় হেডম্যান, কার্বারী ও কৃষকরা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী বরাবরে একটি স্মারকলিপি পেশ করেন।

স্মারকলিপিতে তারা বলেন, ১৯৬০ দশকে কাপ্তাই বাঁধ নির্মাণ করা হলে আমাদের জমিগুলো হ্রদের পানিতে তলিয়ে যায়। সে সময় আমাদেরকে নামমাত্র ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়। অনেকের কপালে অবশ্য সেটাও জোটেনি, তারা ভারত ও বার্মায় চলে যেতে বাধ্য হন। বর্তমানে আমাদের চাষবাস কাপ্তাই হ্রদের পানি বাড়ানো-কমানোর ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। সাধারণত জানুয়ারী থেকে এপ্রিল মাসের মধ্যে পানির স্তর আস্তে আস্তে কমানো হলে আমরা ধান রোপন করি এবং বর্ষা মৌসুম শুরুর আগে ফসল ঘরে তুলি। কোন কোন বছর পানির স্তর দ্রুত বাড়ানো হলে রোপন করা ধান ঘরে তুলতে পারি না, পানির নীচে তলিয়ে যায়। ফলে আমাদের সকল পরিশ্রম পণ্ড হয় এবং অনাহারে অর্ধাহারে দিন কাটাতে হয়।

তারা বলেন, আমরা গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি যে, এ বছর ধান রোপনের মৌসুম প্রায় শেষ হতে চলেছে, তবুও কাপ্তাই হ্রদের পানির স্তর কমানো হচ্ছে না। ফলে আমরা আমাদের জমিতে ধান চাষ করতে পারছি না। আর চাষ করতে না পারলে কি খেয়ে বাঁচবো, কিভাবে ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার খরচ যোগাবো বা কিভাবে সংসারের খরচ জোগাড় করবো তা ভেবে আমরা কোন কূল কিনারা পাচ্ছি না। এক কথায় আমরা এখন চোখে সর্ষে ফুল দেখছি।

স্মারকলিপিতে তারা ধান রোপনের সুবিধার্থে কাপ্তাই হ্রদের পানির স্তর দ্রুত কমানো এবং পাকা ধান ঘরে না তোলা পর্যন্ত পানির স্তর না বাড়ানো, হ্রদের পানি না কমানোর ফলে ক্ষতিগ্রস্ত জলেভাসা জমির মালিকগণকে যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেয়া, জলেভাসা জমির মালিকগণের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে কাপ্তাই হ্রদের পানির স্তর বাড়ানো-কমানোর সুনির্দিষ্ট নীতিমালা তৈরির দাবি জানান।

স্মারকলিপিতে জনপ্রতিনিধিদের মধ্য থেকে স্বাক্ষর করেন নান্যাচর উপজেলা চেয়ারম্যান প্রীতিময় চাকমা, ভাইস চেয়ারম্যান কুমেন্দু চাকমা, নান্যাচর ইউপি চেয়ারম্যান বিনয় কৃষ্ণ খীসা, বুড়িঘাট ইউপি চেয়ারম্যান প্রমোদ বিকাশ চাকমা, সাবেক্ষ্যং ইউপি চেয়ারম্যান সুশীল জীবন চাকমা, ঘিলাছড়ি ইউপি চেয়ারম্যান অমর জীবন চাকমা, ইউপি মেম্বার কল্পনা চাকমা, রিটন চাকমা, পূর্ণ কুমার চাকমা, অমিতা চাকমা, কাজলী ত্রিপুরা, আলোরাণী চাকমা, ভাগ্য চন্দ্র চাকমা, প্রভাত চন্দ্র চাকমা ও রঞ্জন চাকমা প্রমুখ, স্থানীয় মুরুব্বীদের মধ্যে স্বাক্ষর করেন পরান চন্দ্র কার্বারী, প্রদীপময় কার্বারী, হেডম্যান সত্য প্রসাদ দেওয়ান এবং কৃষকদের মধ্য থেকে স্বাক্ষর করেন জ্যোতির্ময় চাকমা, শান্তিময় চাকমা, সোনামুনি চাকমা, দর্পণ চাকমা, রিপন চাকমা, সুরেশ কান্তি চাকমা অরুণ জ্যোতি চাকমা, তুটি মিয়া, তাজিম উদ্দিন, হাসান মিয়া, আফাজ উদ্দিন, জালাল মিয়া প্রমুখ।

ইউপিডিএফের উদ্বেগ প্রকাশ

ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) রাঙামাটি জেলা ইউনিট ও সাত পাহাড়ি সংগঠনের জোট গত ২৭ ফেব্রুয়ারী বুধবার এক যুক্ত বিবৃতিতে কৃত্রিমভাবে কাপ্তাই হ্রদের পানির স্তর স্থিতিশীল রাখার ফলে রাঙামাটির ৮টি ও খাগড়াছড়ির একটি উপজেলার কৃষকদের চাষাবাদ বন্ধ থাকায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

বিবৃতিতে ইউপিডিএফ ও সাত সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বলেন, "সাধারণত পৌষ থেকে চৈত্র মাসের মধ্যে কাপ্তাই হ্রদের পানির স্তর ধীরে ধীরে পানি কমতে থাকলে জেগে ওঠা জমিতে (যাকে জলেভাসা জমি বা Fringe land বলা হয়) ধান রোপন করা হয় এবং বর্ষা শুরুর আগে ফসল ঘরে তোলা হয়। কিন্তু এ বছর পানির স্তর না কমানোর কারণে রাঙামাটি জেলার নান্যাচর, লংগদু, বাঘাইছড়ি, জুরাছড়ি, বরকল, বিলাইছড়ি, কাপ্তাই ও সদর উপজেলা এবং খাগড়াছড়ি জেলার মহালছড়ি উপজেলায় হাজার হাজার কৃষকের চাষবাস সম্পূর্ণ বন্ধ রয়েছে। ফলে তারা এখন তাদের ভবিষ্যত নিয়ে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন।"

নেতৃবৃন্দ কৃত্রিমভাবে কাপ্তাই হ্রদের পানির স্তর স্থিতিশীল রাখার সিদ্ধান্তকে 'পাহাড়িদেরকে ভাতে ও পানিতে মারার কৌশল' হিসেবে আখ্যায়িত করেন এবং অবিলম্বে পানির স্তর দ্রুত কমিয়ে কৃষকদেরকে জলেভাসা জমিতে চাষের অধিকার দেয়ার দাবি জানান। এছাড়া তারা ইতিমধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত জলেভাসা জমির মালিকদের যথোপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান এবং সংশ্লিষ্টদের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে কাপ্তাই হ্রদের পানির স্তর বাড়ানো-কমানোর সুনির্দিষ্ট নীতিমালা তৈরিরও দাবি জানান।

বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন ইউপিডিএফ রাঙামাটি জেলা ইউনিটের সংগঠক সচল চাকমা, গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সভাপতি মধুর কুমার চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের সভাপতি সুমেন চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের সভানেত্রী কণিকা দেওয়ান, সাজেক নারী সমাজের সভাপতি নিরূপা চাকমা, সাজেক ভূমি রক্ষা কমিটির সভাপতি জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা, দিঘীনালা নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কমিটির নেত্রী সুমতি চাকমা ও প্রতিরোধ সাংস্কৃতিক স্কোয়াডের সদস্য সচিব আনন্দ প্রকাশ চাকমা।

মুখোশ বাহিনীর বিরুদ্ধে গৌরবোজ্জ্বল

শেষ পাতার পর

বক্তারা শাসকগোষ্ঠীর সকল চক্রান্তের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তোলার জন্য ছাত্র, যুব, নারী সমাজ ও সর্বস্তরের জনগণের প্রতি আহ্বান জানান।

সমাবেশ শেষে খনির্জর থেকে এক র‍্যালি বের করা হয়। র‍্যালিটি নারাঙহিয়া রোড স্কোয়ার, উপজেলা পরিষদ হয়ে চেঙ্গী স্কোয়ার ঘুরে আবার খনির্জরে এসে শেষ হয়। র‍্যালিতে 'নব্য মুখোশ হুঁশিয়ার সাবধান'; "মুখোশ বাহিনীর মদদদাতা মেজর মেহবুবদের কাছ থেকে সাবধান";'আমি মেজর মেহবুব, আমার বিচার কর'...ইত্যাদি লেখা সম্বলিত বিভিন্ন মুখোশ ও প্রতিকৃতি প্রদর্শন করা হয়।

এছাড়া 'উৎখাত করেছি মুখোশ, প্রতিরোধ করব দুর্বৃত্ত'; 'গণশত্রুদের বাড়াবাড়ি বরদাস্ত করব না'; 'মুখোশ-বোরকা দিয়ে আন্দোলন দমন করা যাবে না'; 'জনতা হুঁশিয়ার, সরকারের সাথে আছে পাহাড়ি রাজাকার'; 'নব্য মুখোশ বোরকা পার্টি ছেড়ে দাও'; 'মুখোশ বাহিনীর মদদদাতা মেজর মেহবুবের বিচার কর'... ইত্যাদি শ্লোগান সম্বলিত প্ল্যাকার্ড বহন করা হয়।

এর আগে সকাল ৭টায় শহীদ অমর বিকাশ চাকমার স্মৃতিস্তম্ভে পুষ্পস্তবক অর্পণ করা হয়।

উল্লেখ্য, ১৯৯৬ সালের ৭ মার্চ সেনা মদদপুষ্ট মুখোশ বাহিনীর সন্ত্রাস ও অপকর্মের প্রতিবাদে খাগড়াছড়িবাসী এক তীব্র গণপ্রতিরোধ সৃষ্টি করে। এদিন গণপ্রতিরোধ অংশগ্রহণ করতে এসে সেনা-পুলিশের গুলিতে অমর বিকাশ চাকমা নিহত হন এবং অনেকে আহত হন।

বৈসাবি'র ঐতিহ্যবাহী চেতনা

৭ম পাতার পর

মদ্য পান আর মাতলামি করে তারা ঐতিহ্যের রক্ষক, ধারক বাহক বনে যায়!! যা কখনোই একটা উন্নতি প্রয়াসী সমাজের ঐতিহ্য বলে বিবেচিত হতে পারে না। মদে চুর হয়ে রাস্তা-ঘাটে বিবস্ত্র হয়ে পড়ে থাকা, বেসুরে গান গাওয়া...কখনই ঐতিহ্য সংস্কৃতি হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না।

বৃক্ষ যেমন পুরোনো ছাল ও জীর্ণ পত্র-পল্লব ঝেড়ে ফেলে, মাটি থেকে রস আহরণ ও সূর্যের আলো বাতাস গ্রহণ করে সতেজ সুন্দর হয়ে বেড়ে ওঠে, একটা সমাজ ও জাতিকেও সেভাবে পুরোনো জীর্ণ প্রথা কুসংস্কার ঝেড়ে অতীত গৌরব গাঁথা থেকে প্রেরণা ও শক্তি নিয়ে সামনে অগ্রসর হতে হয়। যে বৃক্ষ যত উঁচু তার শিকড় থাকে তত গভীরে। একটা জাতির বেলায়ও তা সত্য। উন্নয়নকামী জাতির মূল শিকড় হচ্ছে নিজেদের ইতিহাস ও ঐতিহ্য। অতীতে গর্ব করার মতো আমাদের যেসব ঐতিহ্য ও মূল্যবোধ ছিলো—সে সব আমাদেরকে আবার জাগিয়ে তুলতে হবে। বৈসাবি'র চেতনা পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করে প্রতিষ্ঠা করতে হবে জাতীয় ঐক্য ও সংহতি। পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্মদের ঐশ্বর্যমণ্ডিত সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে আমাদেরকেই রক্ষা করতে হবে।

তাই, বৈসাবি শুধু আনন্দের নয়, পার্বত্য চট্টগ্রামের জুম্ম জনগণের ঐতিহ্যবাহী ও ঐশ্বর্যমণ্ডিত সংস্কৃতির ধারক ও বাহক হিসেবে বৈসাবি'র চেতনা সমুন্নত রাখতেই হবে।

ঢাকায় গণজাগরণ মঞ্চের মুখপাত্র

শেষ পাতার পর

উগ্রজাতীয়তাবাদী শ্লোগানের কারণে সংখ্যালঘু জাতিসত্তার জনগণ শাহবাগ আন্দোলনের সাথে একাত্মতাবোধ করতে পারে নি। কতিপয় কৌতূহলবশত গেলেও ঢাকাস্থ ব্যাপক শিক্ষার্থীরা এতে যোগদান থেকে নিজেদের বিরত রাখে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, '৭১ সালে সুকৌশলে পাহাড়ি জনগণকে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে সরিয়ে রাখা হয়েছিল। ৪২ বছর পর শাহবাগের তরুণ প্রজন্মের আন্দোলনেও একই ভুলের পুনরাবৃত্তি হয়েছে বলে প্রতিনিধিবৃন্দ মন্তব্য করেছেন।

গণজাগরণ মঞ্চের নেতৃবৃন্দের সাথে সাক্ষাতের সময় ছিলেন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সাধারণ সম্পাদক মাইকেল চাকমা, সিলেটের মণিপুরী জাতিসত্তার প্রতিনিধি জীমণ্ড সিনহা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সহ সভাপতি নিরূপা চাকমা, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক থুইক্যাচিং মারমা ও গারো জাতিসত্তার প্রতিনিধি জাসেন্ত রংমেং প্রমুখ।

মাটিরাঙ্গায় সেটলার হামলার উপর ইউপিডিএফের

শেষ পাতার পর

প্রতিবেদনে বলা হয়, উক্ত ঘটনার পর সেটলার বাঙালিরা সংঘবদ্ধভাবে রাত আনুমানিক সাড়ে ৯টার দিকে লাঠিসোটা, দা ও কিরিচ নিয়ে পাহাড়ি-বিরোধী শ্লোগান দিতে দিতে মাটিরাঙ্গা সদর থেকে অনুমানিক ৪ কিলোমিটার পূর্ব-উত্তরে অবস্থিত পাহাড়িদের দুটি গ্রাম হরিধন মগ পাড়া ও হেমন্ত কার্বারী পাড়ায় হামলা চালায়। গ্রামবাসীরা ভয়ে বাড়িঘর ছেড়ে পালিয়ে জঙ্গলে আশ্রয় নেয়। হামলাকারী সেটলাররা পাহাড়িদের জন্য বাড়িঘরে ব্যাপক ভাঙচুর ও লুটপাট চালায় এবং অন্ততঃ ২টি বাড়ি পুড়িয়ে দেয়। মাটিরাঙ্গা সদর ইউনিয়নের জনৈক প্রাক্তন চেয়ারম্যানের নেতৃত্বে বটতলী ও খাজী নগরের শতাধিক সেটলার এই হামলায় অংশ নেয়।

হামলার সময় রাষ্ট্রীয় বাহিনীর ভূমিকার ভূমিকার সমালোচনা করে ইউপিডিএফের খাগড়াছড়ি জেলা ইউনিট থেকে প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়, 'প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ অনুযায়ী, হামলার সময় মাটিরাঙ্গা জোন ও বাজমারা ক্যাম্পের সেনা সদস্যরা সেটলারদের পেছনে ছিল। তারা হামলাকারীদের নিবৃত্ত করতে কোন চেষ্টা করেনি। তবে হামলার পরদিন সকালে বিজিবি সদস্যরা অগ্নিসংযোগে ক্ষতে হওয়ার চিহ্ন মুছে দেয়ার জন্য পুড়ে যাওয়া দুইটি বাড়ি নতুন করে তৈরি করে দেয়। ঘটনার পর থেকে বিজিবি সদস্যরা ক্ষতিগ্রস্ত উক্ত দুই গ্রাম ঘিরে রেখেছে।'

হামলায় হরিধন মগ পাড়ায় চালাক্ষং মারমা (৩০) ও হেমন্ত কার্বারী পাড়ায় নীলমণি ত্রিপুরা (৫০) বাড়ি পুড়িয়ে দেয়া হয় বলে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়। এছাড়া হরিধন মগ পাড়ায় ২৯টি ও হেমন্ত কার্বারী পাড়ায় ৫টি বাড়িতে লুটপাট ও ভাঙচুর এবং হরিধন মগ পাড়ায় জিতাসুখা বৌদ্ধ বিহারে ভাঙচুর করা হয়। হামলায় বৌদ্ধ বিহারের থি বাদে পাহাড়িদের আনুমানিক ১৬,৮২,০০০ টাকার সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয় বলে প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে। হরিধন মগ পাড়ার কার্বারী বাবু কার্বারীর উদ্ধৃতি দিয়ে প্রতিবেদনে বলা হয়, 'বাঙালিরা আমাদের পাড়ায় একটি বৌদ্ধ বিহার ও বুদ্ধ মূর্তি ভাঙচুর করে। তারা বুদ্ধ মূর্তিগুলোকে মাটিতে ফেলে দেয় এবং বিহারের মাইক ও অন্যান্য জিনিসপত্রও ভাঙচুর করে।'

হামলায় ক্ষতিগ্রস্তদের নামমাত্র ক্ষতিপূরণ দেয়ার কথা উল্লেখ করে প্রতিবেদনে বলা হয়, 'খাগড়াছড়ি জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে প্রতি ক্ষতিগ্রস্ত পাহাড়ি পরিবারকে নামমাত্র ১০ হাজার টাকা দেয়া হয়। কিন্তু তা ক্ষতির তুলনায় অত্যন্ত নগণ্য। ইউপিডিএফ-এর স্থানীয় কমিটি ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ করে। তবে পর্যাপ্ত ত্রাণের জন্য যে সরকারী উদ্যোগের প্রয়োজন তা এখনো অনুপস্থিত। আজ পর্যন্ত সরকারের উচ্চ পর্যায়ের কোন কর্মকর্তা ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করেননি। খাগড়াছড়ির এমপি ২৬ জানুয়ারী মাটিরাঙ্গার বটতলী পর্যন্ত গেলেও, ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামে যাননি।'

প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, 'ইতিপূর্বে সশস্ত্র হামলার খবর পত্র পত্রিকায় ব্যাপকভাবে প্রচার করা হলেও পাহাড়ি গ্রামে সেটলারদের প্রতিশোধমূলক হামলার খবর আলো প্রচার পায়নি। স্থানীয় ও জাতীয় সংবাদ মাধ্যমসমূহ এ ব্যাপারে নীরবতা পালন করে।'

উক্ত হামলার নিন্দা জানিয়ে ইউপিডিএফ এ ধরনের হামলার পুনরাবৃত্তি রোধে সরকারের কাছে তিনটি সুপারিশ পেশ করেছে। এগুলো হলো ১. মাটিরাঙ্গার বটতলীর ইতিপূর্বে বাঙালি শ্রমিকদের উপর সশস্ত্র হামলা ও পরবর্তীতে পাহাড়িদের গ্রামে বাঙালি সেটলারদের প্রতিশোধমূলক হামলার যথাযথ তদন্ত ও দোষী ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে। ২. উক্ত দুই হামলায় ক্ষতিগ্রস্তদের পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ ও আহতদের চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। ৩. ভবিষ্যতে যাতে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি না ঘটে তার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা যেমন সেটলারদের সমতলে পুনর্বাসন, পাহাড়ি ও বাঙালিদের সমন্বয়ে মিশ্র পুলিশ বাহিনী গঠন, সেনাবাহিনী প্রত্যাহার ইত্যাদি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

সংবাদ ব্রিফিংয়ে উপস্থিত ছিলেন ইউনাইটেড পিপলস ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ)-এর খাগড়াছড়ি জেলা ইউনিটের সংগঠক রিকো চাকমা ও গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের কেন্দ্রীয় সদস্য জিকো ত্রিপুরা। এছাড়া পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, হিল উইমেন্স ফেডারেশন ও গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের অন্যান্য নেতৃবৃন্দরাও এতে উপস্থিত ছিলেন।

সাতকানিয়ায় এক পাহাড়ি কিশোরী বাঙালি কর্তৃক ধর্ষিত !

বান্দরবান সংবাদদাতা৷ চট্টগ্রামের সাতকানিয়ায় বান্দরবানের এক পাহাড়ি কিশোরী(১৫) বাঙালি কর্তৃক ধর্ষিত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে। গত ৪ এপ্রিল বৃহস্পতিবার এ ঘটনা ঘটে।

খাগড়াছড়ির মাটিরাঙ্গা উপজেলার ১নং বাবর বাগানের বাইল্যাছড়ির অন্ধ ত্রিপুরার মেয়ে ওই কিশোরী প্রতিবেশী টিপু ত্রিপুরার সাতকানিয়ার ভাড়া বাসায় গৃহপরিচারিকার কাজ করে থাকে। টিপু ত্রিপুরা সাতকানিয়ায় গ্রামীণ শক্তি অফিসে চাকুরী করেন।

জানা গেছে, বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত আনুমানিক ২টার সময় ওই কিশোরী(১৫) প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়ে বাড়ির বাইরে গেলে গাড়ি ড্রাইভার মো: ফোরকান নামে এক বাঙালি তাকে ঝাপটে ধরে অন্য জায়গায় নিয়ে গিয়ে জোরপূর্বক ধর্ষণ করে ফেলে রেখে যায়। পরে গৃহকর্তা টিপু ত্রিপুরা তাকে খোঁজাখুজির পর বাসা থেকে কিছু দূরে জমির পাশ থেকে ওই কিশোরীকে উদ্ধার করে। তাকে বান্দরবান হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে বলে সূত্র জানিয়েছে।

কাউখালী গণহত্যা দিবস উপলক্ষে

শেষ পাতার পর

মুরুব্বী প্রাক্তন জনপ্রতিনিধি সুখেন্দু বিকাশ চাকমা, মহিলা মেম্বার সিংবাইঞো মারমা, কাউখালী এলাকাবাসীর হ্লাথোয়াই মারমা, চিরজীব চাকমা। সভা পরিচালনা করেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ চবি শাখার সদস্য রিটন চাকমা।

আলোচনা সভায় নেতৃবৃন্দ কাউখালী হত্যাযজ্ঞকে পার্বত্য ইতিহাসের নির্মমতম হত্যাকাণ্ড বলে অভিহিত করেন। সর্বমোট ৩০০ জনের অধিক জুম্ম জনসাধারণ এই হামলায় খুন হন। প্রকাশ্যে মিটিংএ ডেকে লাইনে দাঁড় করিয়ে ব্রাশ ফায়ার করে তাদের হত্যা করা হয়। এই হত্যাযজ্ঞে সরাসরি সেনাবাহিনী অংশ নিয়েছিলো। তৎকালীন সময়ে এই হত্যাকাণ্ড নিয়ে দেশে-বিদেশে ব্যাপক নিন্দা-প্রতিবাদ হলে সরকার তদন্ত কমিটি গঠন করে। কিন্তু অন্য তদন্ত কমিটির মতো এই তদন্ত কমিটির রিপোর্টও সরকার প্রকাশ করেনি। জড়িত সেনা কর্মকর্তা ও সেটলারদের বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থাই সরকার নেয়নি।

নেতৃবৃন্দ বলেন, দেশে এখন মানবতাবিরোধী অপরাধের বিরুদ্ধে জনমত গড়ে উঠেছে। জনগণ ৭১ সালে রাজাকার-আলবদর সহ দেশদ্রোহীদের কর্তৃক গণহত্যায় জড়িতদের উচিত শাস্তির দাবিতে সোচ্চার হয়ে উঠেছে। আজ বাংলাদেশেরই একটি এলাকায় নির্মমতম এই হত্যাকাণ্ডের বিচারও সরকারকে করতে হবে বলে নেতৃবৃন্দ সভা থেকে দাবি জানান।

সভায় বিশিষ্ট মুরুব্বী সুখেন্দু বিকাশ চাকমা বলেন, অসচেতন অনেকে জুম্ম বলেন পার্বত্য চট্টগ্রামে জনগণের লড়াইয়ের শক্তি পার্টি দুটি হবার কারণে আমরা অনেক কষ্ট ভোগ করছি। কিন্তু এই কথাটি আসলেই সত্য নয়। পার্টি দুটি হয়েছে বলেই আজ সরকার তথা শাসকগোষ্ঠী জুম্ম জনগণের উপর ব্যাপক নিপীড়ন চালাতে পারছে না।

জনপ্রতিনিধি সিংবাইঞো মারমা বলেন, আজো পার্বত্য চট্টগ্রামে জাতিগত হত্যাকাণ্ড চলছে। কাউখালীতে অষ্টম শ্রেণীর ছাত্রী থুমাচিং মারমাকে নির্মমভাবে ধর্ষণ ও খুন করা হয়েছে গত ক'মাস আগে। জুম্ম জনগণের জায়গাজমি জোর করে কেড়ে নেয়ার ঘটনা অহরহই ঘটে থাকে। এখনো নিজের জায়গায় গাছ-বাঁশ কাটতে গেলেও ভয় হয়, হামলার হুমকী আসে, সেটলাররা বাধা দেয়।

সভা শুরুর পূর্বে গণহত্যায় নিহতদের স্মরণে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

উল্লেখ্য, ১৯৮০ সালের ২৫ মার্চ সেনাবাহিনী ও সেটলার কর্তৃক কলমপতি গণহত্যা সংঘটিত হয়।

প্রতিবাদে খাগড়াছড়িতে সংবাদ

শেষ পাতার পর

পিএনজিসির সভাপতি, সম্পাদক, ক্যাশিয়ার অথবা সদস্য।

তিনি আরো বলেন, এই বোরকা পার্টির সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা প্রশাসনের ছত্রছায়ায় থেকে দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর ধরে খুন, গুম, অপহরণ, মুক্তিপণ আদায় ও চাঁদাবাজিসহ নানা অপকর্ম চালিয়ে আসছে। এক কথায় তারা লক্ষীছড়ি ও আশেপাশের এলাকায় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করেছে। সাধারণ জনগণ তাদের কাছে এক প্রকার জিম্মি হয়ে পড়েছে। ২০০৯ সালে গঠনের পর থেকে আজ পর্যন্ত বোরকাদের হাতে ৪ ব্যক্তি খুন, চল্লিশ জন অপহরণ ও বহু নিরীহ গ্রামবাসী নির্যাতনের শিকার হয়েছেন।

তিনি পিডিসি প্রকল্পের ভবিষ্যত নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে লিখিত বক্তব্যে বলেন, ইউএনডিপি কর্তৃক বরাদ্দকৃত উক্ত অর্থ গ্রামের জনগণের উন্নয়নের জন্য। পিডিসিকে দেয়া হয় চার ল টাকা ও পিএনজিসিকে দেয়া হয় দুই লক্ষ টাকা। কিন্তু এই সামান্য অনুদান থেকে যদি একটা মোটা অংক বোরকা সন্ত্রাসীদের দিতে হয়, তাহলে বাকি টাকা দিয়ে কাঙ্খিত কোন ধরনের উন্নয়ন কার্যক্রম চালানো সম্ভব হবে না। ইতিমধ্যে সন্ত্রাসীরা ভয়ভীতি দেখিয়ে যতীন্দ্র কার্বারী পাড়া, ভক্তমাছড়ি মোনতলা পাড়া, দেওয়ান পাড়া, রানী পাড়া, অনুরাম পাড়া-গরমছড়ি, শিলাছড়ি, ছোট বুরুং ঘুম পাড়া, তালা পাড়া ও পেক্রো পাড়ার জন্য ইউএনডিপি কর্তৃক বরাদ্দকৃত অনুদান থেকে মোটা অংকের চাঁদা আদায় করে নিয়েছে। এমতাবস্থায় আমরা যেসব প্রকল্পের জন্য ইউএনডিপি অর্থ বরাদ্দ করেছে সে সব প্রকল্পের ভবিষ্যত এবং এমনকি আমাদের নিজেদের জানমালের নিরাপত্তা নিয়ে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছি।

সংবাদ সম্মেলন থেকে সশস্ত্র বোরকা পার্টিকে নিষিদ্ধ এবং প্রত্যেক সদস্যকে ১৫ এপ্রিলের মধ্যে গ্রেফতার করে আইনের আওতায় এনে যথাযথ শাস্তি প্রদান করা, বোরকা পার্টি কর্তৃক সংঘটিত সমস্ত অপহরণ, খুন-গুম, মোটা অংকের মুক্তিপণ আদায়সহ সশস্ত্র সন্ত্রাসী ঘটনার সুষ্ঠু তদন্তপূর্বক ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ প্রদানের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং পিডিসি ও পিএনজিসির প্রকল্প নির্বিঘ্নে ও সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রশাসনের পক্ষ থেকে যথাযথ সহযোগিতা প্রদান করা করার দাবি জানানো হয়।

সংবাদ সম্মেলনে গরমছড়ি পাড়া উন্নয়ন কমিটির সভাপতি মনী কুমার চাকমা, দক্ষিণ শিলাছড়ি গ্রামের পিডিসি সভাপতি লক্ষী কুমার চাকমা, দেওয়ান পাড়ার পিডিসি সভাপতি সুশীল দেওয়ান, হাজাছড়ি পাড়ার পিডিসি সভাপতি প্রবিন্দু চাকমা, সহ লক্ষীছড়ি সদর, বর্মাছড়ি ও দুল্যাতলী ইউনিয়নের বিভিন্ন পাড়া উন্নয়ন কমিটির ৪০ জন নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

বাঘাইহাট উচ্চ বিদ্যালয়ে পিসিপি'র শাখা কমিটি গঠন

রাঙামাটির বাঘাইছড়ি উপজেলার সাজেক ইউনিয়নের বাঘাইহাট উচ্চ বিদ্যালয়ে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের শাখা কমিটি গঠন করা হয়েছে। গত ৩১ মার্চ উক্ত নন্দরাম বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে এক সমাবেশের মাধ্যমে এ কমিটি গঠন করা হয়। ১৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটিতে জেকশন চাকমাকে সভাপতি, এমিন চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক ও নিটোল চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। রিপন জ্যোতি চাকমা নতুন কমিটির সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করান

একই দিন গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের ১৭ সদস্য বিশিষ্ট সাজেক ইউনিয়ন শাখা কমিটিও গঠন করা হয়। এতে পুলক বরণ চাকমাকে সভাপতি, অতুল চাকমাকে সাধারণ সম্পাদক ও বাবুধন চাকমাকে সাংগঠনিক সম্পাদক নির্বাচিত করা হয়। গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের সাজেক বিশেষ থানা কমিটির সভাপতি সুপন চাকমা নতুন কমিটির সদস্যদের শপথ বাক্য পাঠ করান।

কমিটি গঠন অনুষ্ঠানে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের বিশেষ থানা শাখার সভাপতি রিপন জ্যোতি চাকমা, সাজেক ভূমি রক্ষা কমিটির সভাপতি জ্ঞানেন্দু বিকাশ চাকমা, বিকেল চাকমা, চন্দ্রলক্ষী চাকমাসহ বাঘাইহাট উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরাও উপস্থিত ছিলেন।

মাটিরাঙ্গায় সেটলার হামলার উপর ইউপিডিএফের প্রতিবেদন প্রকাশ

খাগড়াছড়ি জেলাধীন মাটিরাঙ্গা উপজেলার হরিধন মগ পাড়া ও হেমন্ত কার্বারী পাড়ায় গত ২৫ জানুয়ারি ২০১৩ সেটলার হামলার উপর একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে ইউনাইটেড পিপল্স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ)।

গত ২ ফেব্রুয়ারী শনিবার সকাল ১১টায় খাগড়াছড়ি সদরের স্বনির্ভরস্থ ঠিকানার সমিতি ভবনে আয়োজিত এক সংবাদ ব্রিফিংয়ের মাধ্যমে এ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়।

সেটলারদের লাগিয়ে দেয়া আগুনে পুড়ে যাওয়া বাড়ি

প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়, গত ২৫ জানুয়ারী রাতে মাটিরাঙ্গা উপজেলার উক্ত দুই পাহাড়ি গ্রামে কমপক্ষে ২টি বাড়িতে অগ্নিসংযোগ এবং ৩৪টি বাড়িতে লুটপাট ও ভাঙচুর করা হয়। এছাড়া হামলাকারীরা হরিধন মগ পাড়ায় জিতাসুখা বৌদ্ধ বিহারের মাইকসহ অন্যান্য জিনিসপত্র ও বিহারের বুদ্ধমূর্তি ভেঙে দেয়। এই হামলায় সম্পত্তির ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক ১৬,৮২,০০০ টাকা। তবে গ্রামের লোকজন পালিয়ে যেতে সক্ষম হওয়ায় কোন হতাহতের ঘটনা ঘটেনি। বিজিবি সদস্যরা বর্তমানে গ্রামের পাশে রাত-দিন অবস্থান করলেও গ্রামবাসীদের মধ্যে ভয় ও আতঙ্ক কাটেনি।

ঘটনার সূত্রপাত সম্পর্কে প্রতিবেদনে বলা হয়: "ইউনাইটেড পিপল্স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট (ইউপিডিএফ) এর স্থানীয় নেতা ও এলাকার বিভিন্ন জনের সাথে আলাপ করে জানা যায়, গত ২৫ জানুয়ারী ২০১৩ রাত আনুমানিক পৌনে আটটায় খাগড়াছড়ি জেলার মাটিরাঙ্গা উপজেলা সদরের বটতলী এলাকায় কতিপয় অজ্ঞাতনামা অস্ত্রধারী 'ভাই ভাই' ব্রিক ফিল্ডের ম্যানেজার আবুল হোসেনকে অপহরণের চেষ্টা চালায়। কিন্তু ইটভাটার শ্রমিকরা প্রতিরোধ করলে অস্ত্রধারীরা আত্মরক্ষার জন্য গুলি চালাতে বাধ্য হয়। এতে ফারুক হোসেন (১৯) নামে এক শ্রমিক ঘটনাস্থলে নিহত এবং ম্যানেজার আবুল হোসেন ও শাহজাহান অপর এক শ্রমিক আহত হন।"

১১ পাতায় দেখুন

সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত পাড়া উন্নয়ন কমিটির(পিডিসি) নেতৃবৃন্দ। ছবি: জাতীয় ডাক

লক্ষীছড়িতে ইউএনডিপি প্রকল্প থেকে বোরকা সন্ত্রাসীদের চাঁদা দাবি

প্রতিবাদে খাগড়াছড়িতে সংবাদ সম্মেলন

খাগড়াছড়ি জেলার লক্ষীছড়ি উপজেলায় ১৪৪টি পিডিসি'র জন্য ইউএনডিপি কর্তৃক বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে চাঁদা দাবি করেছে স্থানীয় সশস্ত্র বোরকা পার্টির সন্ত্রাসীরা।

গত ৩১ মার্চ রবিবার সকাল সাড়ে ১১টায় খাগড়াছড়ির স্বনির্ভরস্থ ঠিকানার সমিতি ভবনের হলরুমে অনুষ্ঠিত এক সংবাদ সম্মেলনে পাড়া উন্নয়ন কমিটির(পিডিসি) নেতৃবৃন্দ এ অভিযোগ করেন।

সংবাদ সম্মেলনে হাজাছড়ি পাড়া উন্নয়ন কমিটির সভাপতি কৃষ্ণ মোহন কার্বারী লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন। এ সময় উপস্থিত ছিলেন একই উপজেলার তাল্যা পিডিসি সভাপতি মধু কার্বারী, বলি পাড়া পিডিসি সভাপতি সুইহ্লাপ্রু মার্মা, পেক্কোয়া পাড়া পিডিসি সভাপতি গুণমনি চাকমা ও কৈলেশ মহাজন পাড়া পিডিসি'র ক্যাশিয়ার কুসুমতারা চাকমা।

লিখিত বক্তব্যে কৃষ্ণ মোহন কার্বারী বলেন, ইউএনডিপি ২০০৫ সাল থেকে লক্ষীছড়িসহ পার্বত্য চট্টগ্রামে পাড়া ডেভেলপমেন্ট কমিটির (পিডিসি) মাধ্যমে গ্রাম ভিত্তিক বিভিন্ন প্রকল্পে অর্থ সাহায্য দিয়ে আসছে। এতে এলাকার জনগণ নানাভাবে উপকৃত হচ্ছেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ইউএনডিপি'র অর্থ সাহায্য আমাদের আশীর্বাদের পরিবর্তে অভিশাপ ও আনন্দের পরিবর্তে হতাশার উৎসে পরিণত হয়েছে। কারণ বোরকা পার্টি নামধারী সন্ত্রাসীরা লক্ষীছড়ির ১৪৪টি পিডিসি ও ৩৩টি পিএনডিসির জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে জোরপূর্বক মোটা অংকের চাঁদা আদায় করতে লোকজনকে হুমকি দিচ্ছে। ফলে জনগণ এখন চরম আতঙ্কে দিন কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন।

তিনি লিখিত বক্তব্যে বোরকা পার্টির সশস্ত্র সন্ত্রাসী কর্তৃক হুমকি দেয়ার কথা উল্লেখ করে বলেন, সশস্ত্র বোরকা পার্টির ইন্দ্র মাষ্টার ওরফে সুবর্ণা বাপ (বয়স ৫২, পিতা-জগচন্দ্র চাকমা, গ্রাম-উত্তর শুকনাছড়ি, বর্মাছড়ি ইউপি, লক্ষীছড়ি উপজেলা) এবং জোতিশ দেওয়ান (বয়স ৪২ পিতা- সুকোমল দেওয়ান, গ্রাম- দেওয়ান পাড়া, দুল্যাতলী ইউপি, লক্ষীছড়ি) এলাকায় সন্ত্রাসী হিসেবে খুবই পরিচিত। গত ১৭ ও ২৪ মার্চ লক্ষীছড়ি বাজারের সাপ্তাহিক হাটবারের দিন (রবিবার) তারা পিডিসি ও পিএনডিসির দায়িত্ব ছাড়া গ্রামের নিবারণ চাকমা, ডানে বান্দরকাবা গ্রামের সুরসেন কার্বারী, কান্দব পাড়ার কৃষ্ণ মোহন কার্বারী, ডম্বুরাম পাড়ার নদী কুমার চাকমা, পেক্কো পাড়ার প্রাক্তন মেম্বার গুণমনি চাকমা ও কৈলেশ মহাজন পাড়ার কুসুমতারা চাকমাকে ডেকে দোকানের ভিতর নিয়ে গিয়ে হুমকি দিয়ে বলে যে, আগামী ১ এপ্রিল'১৩ রবিবার প্রতি পাড়া উন্নয়ন কমিটি থেকে ২০,০০০ (বিশ হাজার) টাকা তাদেরকে দিতে হবে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উক্ত টাকা দিতে ব্যর্থ হলে দ্বিগুণ অর্থাৎ ৪০,০০০ (চল্লিশ হাজার) টাকা দিতে হবে। অন্যথায় হাটের দিন বাজার থেকে তাদেরকেসহ পিডিসি ও পিএনডিসির সদস্যদের অপহরণ করা হবে বলে তারা হুমকি দেয়। যাদেরকে সন্ত্রাসীরা হুমকি দেয় তারা সবাই পিডিসি ও

১১ পাতায় দেখুন

মুখোশ বাহিনীর বিরুদ্ধে গৌরবোজ্জ্বল গণপ্রতিরোধের ১৭ বছর পূর্তিতে খাগড়াছড়িতে সমাবেশ ও র‌্যালি

১৯৯৬ সালে সেনা সৃষ্ট মুখোশ বাহিনীর সন্ত্রাস ও অপকর্মের বিরুদ্ধে গৌরবোজ্জ্বল গণপ্রতিরোধের ১৭ বছর পূর্তিতে গত ৭ মার্চ বৃহস্পতিবার খাগড়াছড়িতে সমাবেশ ও র‌্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে। পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন এ সমাবেশ ও র‌্যালির আয়োজন করে।

খাগড়াছড়ি জেলা সদরের স্বনির্ভরে বেলা ১.৩০টায় অনুষ্ঠিত সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি উমেশ চাকমা। এতে অন্যান্যের মধ্যে আরো বক্তব্য রাখেন ইউনাইটেড পিপল্স ডেমোক্রেটিক ফ্রন্ট(ইউপিডিএফ)-এর খাগড়াছড়ি জেলা ইউনিটের সংগঠক রিকো চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সভাপতি কণিকা দেওয়ান, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক থুইক্যাচিং মারমা ও গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের খাগড়াছড়ি জেলা শাখার সভাপতি নিকোলাস চাকমা প্রমুখ।।

বক্তারা বলেন, পার্বত্য চট্টগ্রামে অধিকার আদায়ের আন্দোলনকে বাধাগ্রস্ত করতে যুগ যুগ ধরে সেনাবাহিনী নানা ধরনের চক্রান্ত চালিয়ে যাচ্ছে। ১৯৯৫ সালে মুখোশ বাহিনী সৃষ্টির মাধ্যমে সেনাবাহিনী পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিকার আদায়ের আন্দোলনকে নস্যাৎ করতে চেয়েছিল। কিন্তু জনগণের ব্যাপক প্রতিবাদ ও প্রতিরোধের মুখে শেষ পর্যন্ত সেনাবাহিনী মুখোশ বাহিনীকে ভেঙে দিতে বাধ্য হয়েছিল।

বক্তারা আরো বলেন, বর্তমানে মুখোশ বাহিনীর অস্তিত্ব না থাকলেও সরকার ও সেনাবাহিনীর চক্রান্ত থেমে নেই। জাতীয় বিভেদ সৃষ্টির মাধ্যমে অস্তিত্ব বিলীন করে দেয়ার জন্য সরকার একদিকে সন্তু চক্রকে মদদ দিয়ে চলেছে অপরদিকে লক্ষীছড়িতে সেনাবাহিনী কর্তৃক বোরকা বাহিনী সৃষ্টি করে খুন, অপহরণ, মুক্তিপণ আদায় সহ নানা অপকর্ম চালিয়ে এলাকায় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করে রেখেছে।

১১ পাতায় দেখুন

কাউখালী গণহত্যা দিবস উপলক্ষে তিন সংগঠনের আলোচনা সভা

রাঙ্গামাটির কাউখালী উপজেলার কলমপতি গণহত্যার ৩৩ বছর উপলক্ষে গত ২৫ মার্চ সোমবার দুপুরে পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ, হিল উইমেন্স ফেডারেশন ও গণতান্ত্রিক যুব ফোরামের উদ্যোগে কাউখালীর বেতবুনিয়াস্থ অফিসে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের কেন্দ্রীয় সদস্য রূপন মারমা। সভায় আলোচনা করেন ইউপিডিএফ-এর সংগঠক মিঠুন চাকমা, হিল উইমেন্স ফেডারেশনের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক রীনা দেওয়ান, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক সিমন চাকমা, সদস্য সুকান্ত চাকমা, কাউখালী এলাকার বিশিষ্ট

ঢাকায় গণজাগরণ মঞ্চের মুখপাত্র ডা: ইমরানের সাথে জাতিসত্তার প্রতিনিধি দলের সাক্ষাত

উগ্র বাঙালি জাতীয়তায় আপত্তি উত্থাপন

প্রতিনিধি দলের সদস্যরা ডা. ইমরান এইচ সরকারের সাক্ষাৎকালে নেতৃবৃন্দ কথা বলছেন

ঢাকা প্রতিনিধি ঃ গত ২৮ ফেব্রুয়ারি রাত সাড়ে আটটায় সংখ্যালঘু জাতিসত্তা জনগণের একটি প্রতিনিধি দল গণজাগরণ মঞ্চের মুখপাত্র ডা: ইমরান এইচ সরকারের সাথে বঙ্গবন্ধু মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে তার অস্থায়ী কার্যালয়ে সাক্ষাত করেন। সাক্ষাতকালে প্রতিনিধিবৃন্দ গণজাগরণ মঞ্চের মানবতাবিরোধী যুদ্ধাপরাধীদের বিচার দাবির প্রতি নৈতিকভাবে সমর্থন ব্যক্ত করলেও মঞ্চ থেকে উচ্চারিত উগ্র জাতীয়তাবাদী ও কতিপয় বিতর্কিত শ্লোগান সম্পর্কে ডা: ইমরানের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নিজেদের সংশয় ব্যক্ত করেন।

প্রতিনিধিবৃন্দ ডা: ইমরানসহ উপস্থিত গণজাগরণ মঞ্চের নেতৃবৃন্দকে বাংলাদেশ এক জাতি ও এক ভাষার দেশ নয়, এ দেশে বহু জাতি ও বহু ভাষা-ভাষীর বসবাস রয়েছে তা স্মরণ করিয়ে দেন। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকার বিতর্কিত পঞ্চদশ সংশোধনী আইন প্রবর্তনের মাধ্যমে এদেশে হাজার বছর ধরে বসবাসরত চাকমা-মারমা-ত্রিপুরা-গারো-সান্তাল-মনিপুরীসহ সকল ভিন্ন ভাষা-ভাষী জাতিসত্তার জনগণের ওপর বাঙালি জাতীয়তাবাদ চাপিয়ে দিয়েছে। শাহবাগে উচ্চারিত উগ্র জাতীয়তাবাদী শ্লোগান আওয়ামী লীগ সরকারকে উগ্র জাতীয়তাবাদী অবস্থানে অনড় থাকতে প্ররোচিত করবে বলে প্রতিনিধিবৃন্দ আশঙ্কা ব্যক্ত করেন। প্রতিনিধিবৃন্দ নতুন প্রজন্মের মুখপাত্রদের নিকট এ ধরনের সংকীর্ণ ও উগ্রজাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গী অপ্রত্যাশিত বলেও জানান।

প্রতিনিধি দলের সদস্যগণ ডা: ইমরান এইচ সরকারকে এটিও অবহিত করে বলেন, গণজাগরণ মঞ্চের আন্দোলন শুরু হওয়ার পরদিন অর্থাৎ ৬ ফেব্রুয়ারী গণতান্ত্রিক যুব ফোরাম, পাহাড়ি ছাত্র পরিষদ ও হিল উইমেন্স ফেডারেশন-এর একটি প্রতিনিধি দল সংহতি জানাতে গেলে তাদের বক্তব্য দিতে তো দেয়া হয় নি, উপেক্ষা করা হয়েছিল। প্রতিনিধিদলের সাথে গণজাগরণ মঞ্চের সংগঠকদের আচরণ ছিল শীতল। প্রথমে মৌখিক এবং পরে বেশ কয়েকবার লিখিতভাবে উগ্রজাতীয়তাবাদী শ্লোগান সম্পর্কে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলেও তা বার বার অগ্রাহ্য করা হয়েছিল।

১১ পাতায় দেখুন